উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৫৬৬.১৬ (-১৩৫২.৭৪)

নিফটি : ২৪,০২৮.০৫ (-৪২২.৪০)

অভিষেকের কথায় ধর্না প্রত্যাহার মমতার

জ্ঞানেশকে স্পাইডারম্যান খোঁচা ৭

সাদা ফসফরাস বোমা ব্যবহার ইজরায়েলের ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ৩৪° | ২১° | ৩৪° | ২১° | ৩৪° | ২০° | ৩০° | ১৮° |

অলিম্পিকেও পদক জিততে চান সূর্যরা ১২

শিলিগুড়ি ২৫ ফাল্গুন ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 10 March 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 289

কথায় কথায়

## রাষ্ট্রপতির শাসন নিয়ে চিন্তায় পদ্ম শিবির

আশিস ঘোষ

দাদা, রাষ্ট্রপতির শাসন হবে নাকি? কী মনে হচ্ছে? গত কয়েকদিন যেখানেই যাচ্ছি- একটাই প্রশ্ন। অনেকের ধারণা, সাংবাদিকরা সব জানেন। তাঁরা ভিতরের সবকিছু বলতে পারেন। বলতে গেলে আপাতত এটাই পথেঘাটে আলোচনার খোরাক।

এত কথার মূলে এসআইআর। দিনে দিনে তা এতটা পেঁচিয়ে গিয়েছে যে, বিধানসভার নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ভোটার লিস্টের কাজ শেষ হবে কি না, ঘোর সন্দেহ। যে সংখ্যায় ভোটারের নাম হয় বাদ গিয়েছে নয়তো লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির গ্যাঁড়াকলে ঝুলছে- ততজনের কাগজপত্র দেখা কবে শেষ হবে, হলফ করে কেউ বলতে পারছেন না। তাই মনে সন্দেহ জমছে।

এনিয়ে পয়লা ঘণ্টাটা বাজিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী নেতা। তাঁর গলায় ছিল হুমকির সুর- এবার ভোট হবে প্রেসিডেন্টস রুলে। বলার অর্থ, এবার আর তৃণমূল ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারবে না। ড্যাং ড্যাং করে দিকে দিকে পদ্মফুল ফুটবে এবং তাঁরা নবান্নে গিয়ে বসবেন।

*এরপর আটের পাতায়*

## ধাক্কা মেরে পালানোর চেষ্টা

### গতির দৌরাত্ম্যে প্রশ্নে নাকা চেকিং

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** ফের অনিয়ন্ত্রিত গতিতে ছুটে আসা গাড়ি, ফের পথচারীকে ধাক্কা মেরে পালানোর চেষ্টার অভিযোগ, ফের ঘটনাস্থল সেবক রোড, ফের রাতের শহরে পুলিশি নজরদারির ফাঁকফোকর বেআব্রু হয়ে পড়া।

শংকর ছেত্রীর মতো মর্মান্তিক পরিণতি হয়নি। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন অঙ্কিত চৌধুরী নামে ওই তরুণ। রবিবার রাতের ঘটনা। গাড়ির ধাক্কা খেয়ে তিনি বনেটে উঠে পড়েন। সেই অবস্থাতেই অঙ্কিতকে প্রায় তিনশো মিটার নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। ব্রেক কষার পর ছিটকে পড়েন সেবক রোডের ওপর।

অভিযুক্ত চালক প্রথমে একটি স্কুটারে ধাক্কা মেরেছিলেন। আরোহী এক তরুণ ও তরুণী পড়ে চোট পান। এরপর সামনে আরও তিন তরুণী ছিলেন। তাঁদের বাঁচাতে এগিয়ে আসা অঙ্কিত আর রেহাই পাননি। বিক্ষুব্ধ জনতা গাড়িটি আটক করে ভাঙচুর চালান। সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে অঙ্কিতের তোলা অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

পুলিশ এসে প্রথমে চেতন গোয়েল নামে ওই গাড়িচালককে আটক করে, পরে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে। চেতন সিকিমের বাসিন্দা।

*আদালতে অভিযুক্ত। তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছেন জনতা।*

যদিও এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

গত তিন সপ্তাহের মধ্যে শহর শিলিগুড়িতে এধরনের তিনটে অভিযোগ সামনে এসেছে। এরমধ্যে দু'বারই ঘটনাস্থল সেবক রোড। শংকরের মৃত্যুর পর বিতর্কের মুখে পড়ে পুলিশ রাত ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত নাকা চেকিং শুরু করে। তাতেও অবশ্য গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। নাগরিকরা অবশ্য এর পেছনে পরিকল্পনায় খামতির তত্ত্ব খাঁড়া করছেন।

সেবক রোডে পাব ও বারগুলোর একাংশ অনুমতি ছাড়া, আরেক অংশ বিশেষ অনুমতি

*এরপর আটের পাতায়*

### বিচারাধীনদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নীরব

## ধমকে-চমকে কমিশন

অরূপ দত্ত

**কলকাতা, ৯ মার্চ :** শুধু পুলিশ ও প্রশাসনের অফিসাররা নন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে রাজ্যের মন্ত্রীকেও ধমক দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ যেন সোমবার দিনভর ধমকে-চমকে রাখলেন সবাইকে। অভিযোগ, তিনি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে 'ডোন্ট শাউট' বলে কড়া ভাষায় কথা বলেছেন।

অফিসারদের প্রতি আরও কড়া মনোভাব প্রকাশ করেছেন জ্ঞানেশ। সোমবার দ্বিতীয় দফার বৈঠকটি ছিল সব জেলার নির্বাচনি আধিকারিক, প্রশাসন ও পুলিশকর্তাদের সঙ্গে। সেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলে দেন, 'যদি কেউ ভাবেন, কমিশন শুধু ভোটের সময় সক্রিয় আর তারপর নয়, তাহলে সেটা একেবারে ভুল। ইচ্ছাকৃত গরমিল প্রমাণ হলে এমন জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, ফেরার সুযোগ থাকবে না।'

অথচ রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের প্রায়শই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা যায়, 'কমিশনের মেয়াদ ৩ মাস। ভোট শেষ হলে রাজ্য সরকারের সঙ্গেই আপনাদের কাজ করতে হবে।' সোমবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের গলায় ভিন্ন সুর প্রকাশ্যে আসার পর আবার রণংদেহি মেজাজ দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

*কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।*

ধর্মতলার ধর্না মঞ্চে তিনি বলেন, 'যাঁরা আজ ভয় দেখাচ্ছেন, তাঁরা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। মে মাসের পর দু'মাস একটু বিরক্ত করবেন হয়তো। আমাদের অফিসাররা ট্যাক্টফুলি হ্যান্ডেল করবেন। বলছেন, মে মাসের পরেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেন সুপার গড। যেন স্পাইডারম্যান। মে মাসের পর আপনি কোথায় থাকবেন!'

প্রশাসনিক বৈঠকে রণংদেহি মেজাজে ছিলেন জ্ঞানেশ। রাজ্যের ৭ জেলা শাসককে তিরস্কার করেন তিনি। ধমকের সুরে বলেন, 'প্রত্যেকের কাজের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট আছে। জেলা শাসক হোন বা পুলিশ কমিশনার, গাফিলতি থাকলে কেউ পার পাবেন না।' কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসকদের জ্ঞানেশ বলেন, 'আপনারা বিচক্ষণ, তা সত্ত্বেও কেন কমিশনের গাইডলাইন মেনে চলছেন না?'

রাজ্যের নার্কোটিক্স অ্যাডভাইজারি কমিটি না থাকার সাফাই দিতে গিয়ে জ্ঞানেশের রোষের মুখে পড়েন পুলিশকর্তা বিনীত গোয়েল।

*এরপর আটের পাতায়*

## দ্রৌপদীকে 'অসম্মান', ভাবাবেগে শান

নীতেশ বর্মন

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** ভোটের আগে ভাবাবেগকে কাজে লাগাতে সংঘ পরিবার মরিয়া। দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অসম্মান করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) পথে নেমেছে। নানা শাখা সংগঠনের মাধ্যমে তারা আদিবাসী প্রধান এলাকাগুলিতে প্রচারে জোর দিচ্ছে। বর্তমানে সংঘের জাগরণ কর্মসূচি চলছে। সংঘ কর্তারা নানা এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে ভোট দেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন। এবার সেখানে রাষ্ট্রপতিকে 'অসম্মান' করার প্রসঙ্গও যুক্ত হল। অন্যদিকে, বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ ক্ষমাপ্রার্থী শোভাযাত্রা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রাজ্যে তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ১৬টি আসনের মধ্যে আটটি উত্তরবঙ্গে রয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি আসনে তপশিলি উপজাতি ভোটের প্রভাব রয়েছে। সংঘ সূত্রে খবর, রাষ্ট্রপতিকে অসম্মানের বিষয়টি সংঘ এই এলাকাগুলিতে বেশি করে প্রচারে আনতে চায়। আদিবাসী প্রধান এলাকাগুলিতে তারা জাগরণ কর্মসূচির সঙ্গে ছোট প্রতিবাদ সভা, মিছিলের পরিকল্পনা করেছে। সংঘের উত্তরবঙ্গের প্রচার প্রমুখ সমীর ঘোষ বলেন, 'রাষ্ট্রপতির অসম্মান মানা যায় না।' সংঘের উত্তরবঙ্গের এক নেতার বক্তব্য, 'রাষ্ট্রপতি যা দেখেছিলেন সেটাই তিনি বলেছেন। একজন আদিবাসী বলেই কি এমন আচরণ? মানুষ ইতিমধ্যেই এর জবাব দিতে শুরু করেছে।'

আদিবাসী সংগঠনগুলি ইতিমধ্যেই এনিয়ে পথে নেমেছে। রবিবার ফাঁসিদেওয়ায় বিধাননগরে

- দেশের রাষ্ট্রপতির অসম্মানের অভিযোগ তুলে আরএসএস পথে নেমেছে
- নানা শাখা সংগঠনের মাধ্যমে আদিবাসী প্রধান এলাকাগুলিতে প্রচারে জোর দেওয়া হয়েছে
- বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ ক্ষমাপ্রার্থী শোভাযাত্রা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

একটি আদিবাসী সংগঠনের প্রতিবাদ মিছিল হয়েছিল। শিলিগুড়ির এই আসনটিই তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কথায়, 'আদিবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আমিও এর ব্যতিক্রম নই।'

*এরপর আটের পাতায়*

**SHOWROOMS: WEST BENGAL:** RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9289937557.

## জ্যাভলিনে সোনা তনুশ্রীর

**মানিকগঞ্জ, ৯ মার্চ :** জ্যাভলিন ছুড়ে জাতীয় মঞ্চে জায়গা বেরুবাড়ি তপশিলি ফ্রি স্কুলের একাদশের ছাত্রী তনুশ্রী মহালদারের। বাংলার হয়ে জাতীয় স্তরের ইন্ডিয়ান ওপেন জ্যাভলিন থ্রো প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে এবার সোনা পেলেন রাজ্যের এই সোনার মেয়ের। তাঁর এই সাফল্যে জেলাজুড়ে খুশির হাওয়া।

পঞ্জাবের পাতিয়ালায় স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রধান ক্যাম্পাসে ৭-৮ মার্চ ২০২৬-এর পঞ্চম ইন্ডিয়ান ওপেন থ্রো প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা বিভাগে জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টে অংশ নেয় নবদ্বীপের এই কিশোরী। ফাইনালে ৪৮.৭৪ মিটার জ্যাভলিন নিক্ষেপ করে প্রথম স্থান অর্জন করে ঝুলিতে সোনা তনুশ্রীর। তনুশ্রী নদিয়া জেলার বাসিন্দা। বাবা পবিত্র মহালদার পেশায় ক্ষুদ্র সুতোর ব্যবসায়ী এবং মা অনীতা গৃহবধূ। খেলার প্রতি অমোঘ টানে প্রশিক্ষণ নিতে নদিয়া থেকে জলপাইগুড়িতে এসে সাই-এ ভর্তি হয় সে। সেখানে হস্টেলে থেকে জ্যাভলিনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বেরুবাড়ি তপশিলি ফ্রি স্কুলে ভর্তি হয়। এর আগে জাতীয় স্তরে তৃতীয় হয়েছিল তনুশ্রী।

# পুষ্পকান্ত যেন গোপালখুড়ো

**শ্মশানযাত্রীদের দলে শামিল হওয়া এখন তাঁর কাছে নেশার মতো। ঝড়-জল-কুয়াশা, যে কোনও পরিস্থিতিতে ডাক এলে তাঁর 'না' নেই। চার দশক ধরে এমন অন্তত ২০০ অন্ত্যেষ্টির সাক্ষী এই সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণ। পুষ্পকান্ত বর্মন নীরবে করে চলেছেন সমাজের কাজ।**

আলোর সারথি

সুভাষ বর্মন

**পলাশবাড়ি, ৯ মার্চ :** '... তখনকার দিনে ওলাউঠার নামে মানুষের ভয়ে হতজ্ঞান হত। কারও কলেরা হয়েছে শুনতে পেলে সে পাড়ায় মানুষ থাকত না। মারা গেলে দাহ করার লোক পাওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু সে দুর্দিনেও আমাদের ওখানে একজন ছিলেন যাঁর কখনও আপত্তি ছিল না। গোপালখুড়ো তাঁর নাম, জীবনের ব্রত ছিল মড়া পোড়ানো।... আমরা জনাকয়েক ছিলাম তাঁর চ্যালা। মুখ ভার করে বলে যেতেন, ওরে, আজ রাত্রিটা একটু সতর্ক থাকিস, ডাকলে যেন সাড়া পাই।...'

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পারপাতলাখাওয়া গ্রামের পুষ্পকান্ত বর্মন যেন অবিকল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লালু ও শবদাহ' গল্পের পাতা থেকে উঠে আসা 'গোপালখুড়ো'। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের দিন হোক, কালবৈশাখীর ঝড় বা অঝোর বর্ষা। কারও মৃত্যুসংবাদ পেলে আর বাড়িতে বসে থাকতে পারেন না সত্তরোর্ধ্ব এই মানুষটা। তোড়জোড় সেরে রওনা দেন শেষযাত্রায়।

শ্মশানযাত্রী হিসেবে অনেকেই শেষযাত্রায় শামিল হন শোকার্তদের সঙ্গে। তবে আর কেউ না থাকলেও পুষ্পকান্ত থাকবেন। জানেন এলাকাবাসী। তাই শুধু



*পুষ্পকান্ত বর্মন।*

পারপাতলাখাওয়া নয়। সংলগ্ন শিশাগোড়, কালীপুর, বালুরঘাট, আসাম মোড়, বংশীধরপুর গ্রামের মানুষও চেনেন তাঁকে।

এক সময় চরতোর্ষা নদীর ওপরে কাঠের সেতুতে পূর্ত দপ্তর (সড়ক) বিভাগের হয়ে রাত পাহারার কাজ করতেন। অবসর নিয়েছেন বছর দশেক আগে। এত বয়সেও চাষবাসের কাজ করেন। এখন তিনি পেশায় ক্ষুদ্র চাষি। আর কারও অন্ত্যেষ্টির খবর পেলেই ছুটে যান। একডাকে।

কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন এই কাজের সঙ্গে? পুষ্পকান্তর উত্তর, 'তখন আমার ৩০ বছর বয়স। এক প্রতিবেশীর মৃত্যুতে সেবারই প্রথম শ্মশানে যাওয়া। এরপর চরতোর্ষার পাশে সেতু প্রহরার কাজ পাই। এভাবে চেনা-অচেনা সবার বেলায় শ্মশানে যাওয়ার আগ্রহ তৈরি হয়। সেই থেকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়া এই কাজের সঙ্গে।' তাঁর সংযোজন,

> **তখন আমার ৩০ বছর বয়স। এক প্রতিবেশীর মৃত্যুতে সেবারই প্রথম শ্মশানে যাওয়া। এরপর চরতোর্ষার পাশে সেতু প্রহরার কাজ পাই। এভাবে চেনা-অচেনা সবার বেলায় শ্মশানে যাওয়ার আগ্রহ তৈরি হয়। সেই থেকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়া এই কাজের সঙ্গে।**
>
> **পুষ্পকান্ত বর্মন**

'এ অবধি যে কত শবদাহ করেছি সেভাবে তো আর লিখে রাখা হয়নি। তবে গত চার দশকে দুশোরও বেশি অন্ত্যেষ্টির কাজ করেছি। বলতে পারেন, এটা এখন আমার নেশায় পরিণত হয়েছে।'

হালআমলের কিছু শ্মশানযাত্রীর ভাবগতিক দেখে একটু বিরক্তই হন পুষ্পকান্ত। তাঁর কথায়, 'এখন শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ নেশাসক্ত। শ্মশানে গেলে তাঁদের মদ লাগবে। এটা আমার মোটে ভালো লাগে না। অনেক সময় প্রতিবাদও করি আমি।'

শিশাগোড়ের বাসিন্দা ঘনশ্যাম বর্মনের কথায়, 'পাশের গ্রামেই পুষ্পকান্ত থাকেন। শ্মশানযাত্রীর ডাকে কখনও তাঁকে না বলতে শুনিনি। খবর পেলেই ছুটে যান।' পারপাতলাখাওয়া গ্রামে থাকেন পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মন। তাঁর কথায়, 'উনি সত্যিই আমাদের গর্ব। নীরবে সমাজের কাজ করে চলেছেন মানুষটা।'

## নারী দিবসে বিজ্ঞাপনী চলচ্চিত্র মুথুটের

নিউজ ব্যুরো

**৯ মার্চ :** কেমন হত যদি নারীদের সামলানো সমস্ত কাজ, একদিন পুরুষদের করতে হত? নারী দিবস উপলক্ষ্যে দ্য মুথুট গ্রুপ একটি বিজ্ঞাপনী চলচ্চিত্র প্রকাশ করেছে। ২ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের ওই বিজ্ঞাপনটিতে আমাদের জীবনে নারীদের নীরব, অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞাপনের কাহিনীতে প্রথমে এক দম্পতিকে দেখানো হয়েছে। এরপর স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভূমিকা-বদলের মাধ্যমে ঘর, পরিবার, চাকরি ও জীবনের অসংখ্য দায়িত্ব সামলানোর কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পে, দিনের শেষে পুরুষটি বুঝতে পারেন, যা তাঁর কাছে একদিনেই ক্লান্তিকর, তা-ই অনেক নারী, প্রায়ই কোনওরকম স্বীকৃতি ছাড়া, প্রতিদিন নির্বিঘ্নে সামলান। এ সম্পর্কে সংস্থার জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর আলেকজান্ডার জর্জ মুথুট বলেন, 'এই সহজ অথচ শক্তিশালী চলচ্চিত্রটি মানুষের জীবনে নারীদের প্রতিদিনের ভূমিকায় নিহিত অদৃশ্য শ্রম, মানসিক শক্তি এবং নিষ্ঠাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে।'

## অ্যাফিডেভিট

আমি Md Ahidul Islam S/o নাজিমদ্দিন মহঃ মধ্য খাগরাবাড়ি ওয়ার্ড নং 7 ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি। গত 14.01.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 861) বলে Md Ahidul Islam ও Rahidul Islam একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

•

আমি, Jaynal Islam, পিতা - Jalil Miah, ঠিকানা - গ্রাম ও পোঃ Sajherper Ghoramara, থানা Pundibari, জেলা Cooch Behar, Pin No. 736165, ছেলের জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত তার নাম Amma Nath লেখা আছে। 05.03.2026 তারিখে সদর, কুচবিহার J.M. 1st class কোর্টের আদেশাবলে Amma Nath Islam রাখা হল। (C/120500)

•

আমি শ্রীমতী, শিলা রায়, স্বর্গীয় মন্টু কুমার রায়-এর স্ত্রী, এবং স্বর্গীয় অরুন চন্দ্র পাল-এর কন্যা, ৫৭-বছর বয়স, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং-২-এর বাসিন্দা, প্রধান নগর থানা, জেলা দার্জিলিং, শিলিগুড়ি কোর্টে 09/03/26 অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাপের বাড়ির পদবী শিলা পাল থেকে আমার শ্বশুর বাড়ির পদবী শিলা রায় হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/121025)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 1997 0854141 আমার বাবার নাম এবং আমার জন্ম তারিখ ভুল লেখা হয়েছে। গত 09-03-2026 নোটারি পাবলিক, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Lakshiswar Das এবং Lakisar Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। বাবার নাম Lakshiswar Das এবং আমার জন্ম তারিখ 15.07.1980 Official এবং Public Matter-এ প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Binode Das, ওয়ার্ড নং- 20, হসপিটাল রোড বাই লেন, কোচবিহার জেনকিনস স্কুলের পাশে, থানা ঃ কোতোয়ালি, পোঃ ও জেলাঃ কোচবিহার। (C/120609)

## কর্মখালি

উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজ করে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9733170439. (K)

•

কোচবিহারে একটি নার্সিংহোমের জন্য অভিজ্ঞ MBBS (RMO) প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9434028924 (11 A.M. - 10 P.M.) Email : pfvp.cob@gmail.com (C/120610)

•

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph :- 9832009039.

•

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 9635658503. (C/120500)

### রিসেপশনিস্ট/রুমবয় চাই

দার্জিলিঙে হোটেলের জন্য রিসেপশনিস্ট/রুমবয় প্রয়োজন। ন্যায্য বেতন বোনাস সহ, থাকা-খাওয়া ফ্রি। যোগাযোগ - ৯৮৩০০৩৮৭১৬। (K)

### স্পোকেন ইংলিশ

ক্লাসে/বাড়িতে সবার জন্য দুর্দান্ত স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। মাধ্যমিক/H.S.-দের স্পেশাল ক্লাসে ভর্তি চলছে। 86375-28788. (C/120495)

**NOTICE**

The advertisement vide memo no. 2505/DH&FWS/SLG/26 Dated 19-01-2026 by the CMOH, Darjeeling for the selection of the contractual staffs under various health programmes under DH & FWS, SMP stands cancelled. For details please check **www.wbhealth.gov.in www.siliguri.gov.in www.darjeeling.gov.in**

## ডাইকিনের নতুন রুম এসি রেঞ্জ



নিউজ ব্যুরো

**৯ মার্চ :** চলতি বছরে তারা কী কী পণ্য বাজারে লঞ্চ করতে চলেছে, সেকথা ঘোষণা করল ডাইকিন এয়ারকন্ডিশনিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। এই নতুন রেঞ্জে রয়েছে রুম এয়ার কন্ডিশনারস (আরএ) যা সর্বশেষ ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি (বিইই) ২০২৬ স্টার রেটিং মেনে চলে। এছাড়াও রয়েছে ভিআরভি আলফা সিরিজ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কাজ করে সেই যন্ত্র। ডাইকিন ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও এমডি কানওয়ালজিৎ জাওয়া বলেন, 'ডাইকিন ভারতীয় গ্রাহকদের কাছে অত্যাধুনিক, নির্ভরযোগ্য এবং শক্তি-সাশ্রয়ী পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে অটল। আমাদের ২০২৬ সালের রেঞ্জটি যেমন জাপানি উদ্ভাবনী কৌশলের প্রতিফলন, তেমনি এগুলি ভারতীয় চাহিদার কথা ভেবেও তৈরি করা হয়েছে।'



## এলআইসি'র বাস প্রদান

নিউজ ব্যুরো

**৯ মার্চ :** এলআইসি গোল্ডেন জুবিলি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাঁকুড়ার ওয়ার্ল্ড রিনিউয়াল স্পিরিচুয়াল ট্রাস্টকে একটি বাস প্রদান করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলআইসি'র আসানসোল ডিভিশনের এসডিএম বিবেকানন্দ ঘোষ এবং ইস্টার্ন জোনের আরএম সৌমিত্রকুমার দে। ট্রাস্টের তরফে সারাবছর জেলার গ্রামে গ্রামে চলা সামাজিক কাজের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। বিবেকানন্দ এলআইসি'র সমাজসেবার আদর্শ এবং সৌমিত্র ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া আধুনিক যন্ত্রনির্ভরতার প্রভাব নিয়ে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের তরফে অনন্ত ভাই।

**Directorate of Commercial Taxes**
**Jalpaiguri Circle, Jalpaiguri**
Quotations are hereby invited for deployment of 02 in no. Non A/C Motor Cab & 01 in no. Non A/C Maxi Cab for official use at the office of the undersigned with immediate effect.
Terms & conditions are displayed on the office notice board. Bonafide owners are invited to submit sealed quotation at this office within 15 (Fifteen) days from this publication.
**Sd/- The Circle Officer**
**Commercial Taxes, W.B.**
**Jalpaiguri Circle, Jalpaiguri**

**Directorate of Commercial Taxes**
**Jalpaiguri Charge, Jalpaiguri**
Quotations are hereby invited for deployment of one (01) Non A/C Maxi Cab and one (01) Non A/C Motor Cab vehicles for official use at the office of the undersigned with immediate effect.
Terms & conditions are displayed on the office notice board. Bonafide owners are invited to submit sealed quotation at this office within 15 (Fifteen) days from this publication.
**Sd/- The Charge Officer**
**Commercial Taxes, W.B.**
**Jalpaiguri Charge, Jalpaiguri**

**DDP/GE-WBLA'26 (Elec.)-1 (Infra)/2025-26**
e-Tenders for 2 (Two) nos. of works under General Election to West Bengal Legislative Assembly, 2026 invited by The District Magistrate & District Election Officer, Dakshin Dinajpur & Executive Officer, Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for DDP/GE-WBLA'26 (Elec.)-1 (Infra)/2025-26. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/- District Magistrate**
**Dakshin Dinajpur**
**&**
**District Election Officer**
**Dakshin Dinajpur**
**&**
**Executive Officer**
**Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

**অফিসার্স-এর ব্যবহারের জন্য নন-এসি গাড়ির ব্যবস্থা**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১২৪-এসজিইউডি-ভেহিকল-০২-২০২৬, তারিখঃ ০৫-০৩-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ ০৩ বছর সময়ের জন্য ডিজেল লোকো শেড/শিলিগুড়ি জংশনের অফিসার্স, সুপারভাইজার এবং শেড স্টাফদের দ্বারা অ্যাটেন্ডিং লাইন ফেইলিওর লোকো এবং অফিসিয়াল কাজের ব্যবহারের জন্য ০২টি নন-এসি গাড়ির ব্যবস্থা। নিবিদা মূল্যঃ ৩৫,৭০,০০৩.৩৬ টাকা। বায়নার ধনঃ ৭১,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৬-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৬-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.GeM.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**ডিজিট্যাল সিবিসি হেইট গেজের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং**
স্টোর্স টেন্ডার নং. পিএন২৬৫১৪৭বি তারিখঃ ০৫-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
টেন্ডার নং. পিএন২৬৫১৪৭বি বন্ধ/খোলার
তারিখঃ ২৫-০৩-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সংলগ্ন স্পেসিফিকেশন অনুসারে ডিজিট্যাল সিবিসি হেইট গেজের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং। মেকঃ সিইই অথবা পিআইই, পরিমাণঃ ৪০ টি।
বিস্তৃত তথ্যের জন্যে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**পূর্ব রেলওয়ে**
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মোবাইল উপকরণ কিয়স্ক, রিটেল স্টোর, এটিএম এবং আপাতকালীন চিকিৎসা কক্ষের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। (১) মোবাইল উপকরণ কিয়স্ক ও রিটেল স্টোর : অকশন ক্যাটালগ নং : মিস-স্ট্যাটিক-২৬। অকশন শুরু : ১৭.০৩.২০২৬, সকাল ১১.৪৫। সিকোয়েন্স নং., লট নং, শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো: এঞ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-মোবস্টোর-৪৪-২৫-১, মোবাইল উপকরণ কিয়স্ক, জামালপুর। এবি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসটি জেন-৭৯-২৬-১, রিটেল স্টোর, বারহারওয়া। এবি/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এসটি জেন-৭৮-২৬-১, রিটেল স্টোর, সাহেবগঞ্জ। এবি/৩, এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসটি জেন-৭৪-২৬-১, রিটেল স্টোর, জামালপুর। এবি/৪, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এসটি জেন-৮৫-২৬-১, রিটেল স্টোর, সুলতানগঞ্জ। এবি/৫, এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এসটি জেন-৭৭-২৬-১, রিটেল স্টোর, ভাগলপুর। এবি/৬, এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসটি জেন-৭৬-২৬-১, রিটেল স্টোর, মালদা টাউন। (২) এটিএম : অকশন ক্যাটালগ নং : এটিএম-২০২৬-০৪। অকশন শুরু : ১৭.০৩.২০২৬, সকাল ১১.৪৫। সিকোয়েন্স নং., লট নং/শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো: এঞ/১, এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জেন-৫০-২৬-১, মির্জাচৌকি। (৩) আপাতকালীন চিকিৎসা কক্ষ : অকশন ক্যাটালগ নং : ইএমআর-এলএলডিটি-০১। অকশন শুরু : ১৮.০৩.২০২৬, সকাল ১১.৪৫। সিকোয়েন্স নং., লট নং/শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো: এঞ/১, এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-মেডএসটিএন-৮২-২৬-১, মালদা টাউন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-364/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**Tender Notice**
Executive Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender e NIT No : 41/SLK/APAS/2025-26 dated 05.03.2026 and SLK 42/15th fc/2025-26, Date : 05/03/2026. Details are available at office Notice Board.
**Sd/-**
**Executive Officer**
**Sitalkuchi Panchayat Samiti**

**সশস্ত্র বল চিকিৎসা পরিষেবার নার্সিং কলেজে প্রবেশের জন্য বিএসসি (নার্সিং) পাঠক্রম-২০২৬**
JOIN COLLEGES OF NURSING UNDER AFMS
BSc (NURSING) COURSE – 2026
সশস্ত্র বল চিকিৎসা পরিষেবার নার্সিং কলেজে বিএসসি নার্সিং পাঠ্যক্রম-২০২৬-এ প্রবেশে ইচ্ছুক মহিলা প্রার্থীদের নিট (ইউজি) ২০২৬-পরীক্ষায় সফল হওয়া বাধ্যতামূলক। আবেদনপত্র, নিয়মাবলী এবং শর্তাবলী সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য রোজগার সমাচারে প্রকাশিত করা হবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি www.joinindianarmy.nic.in ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ থাকবে।
Female candidates desirous of seeking admission to BSc(N) 2026 course at Colleges of Nursing under AFMS have to mandatorily qualify NEET (UG) 2026. The Eligibility, Terms and Conditions will be published in the Employment News in due course of time. The same will also be available on the website
www.joinindianarmy.nic.in
CBC 10601/11/0070/2526

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৫৯৪৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৬০২৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৫২৩০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২৬৩৩৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২৬৩৪৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

## আজ টিভিতে



গঙ্গা রাত ৯.০০ স্টার জলসা

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.০০ আমাদের জননী, দুপুর ১.০০ রাবণ, বিকেল ৩.৪৫ আশ্রিতা, সন্ধে ৭.১৫ বলো না তুমি আমার, রাত ১০.৪৫ সিঁদুরের বন্ধন

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.৩০ গল্প হলেও সত্যি, সন্ধে ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা

**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.০০ স্বপ্ন, বেলা ১১.৩০ সংঘর্ষ, দুপুর ২.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ সেজবউ, সন্ধে ৭.৩০ সুখ দুঃখের সংসার, রাত ১০.৩০ পবিত্র পাপী

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ পরিণতি

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ আদরের বোন

**কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড :** সকাল ৯.২০ কসম, বিকেল ৩.২০ ক্রোধ, সন্ধে ৬.৫০ ভাগম ভাগ, রাত ১০.২০ গরম মশালা

**সোনি ম্যাক্স টু :** সকাল ১০.২০ গর্দিশ, দুপুর ১.২৫ অনাড়ি, বিকেল ৪.৫০ সাজন চলে সসুরাল, সন্ধে ৭.৫০ জুনুন, রাত ১০.৩০ ক্ষত্রিয়

**স্টার গোল্ড সিলেক্ট :** বেলা ১১.০২ অকেলি, দুপুর ১.১২ সাথিয়াঁ, বিকেল ৫.৩০ যুগ যুগ জিও, সন্ধে ৭.৫৯ সঞ্জু, রাত ১০.৪২ বাদশাহো

**জি সিনেমা বলিউড :** সকাল ৯.২৯ তুফান, দুপুর ১.০১ প্রেমগ্রন্থ, বিকেল ৪.০৫ ক্র্যাক, সন্ধে ৬.৫৮ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.০৭ এনকাউন্টার শংকর



যুগ যুগ জিও বিকেল ৫.৩০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট



গল্প হলেও সত্যি বিকেল ৪.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা



১ ঘণ্টার মহাপর্ব

সাহসের পরীক্ষায় কীভাবে উত্তীর্ণ হবে লাজু?
কনে দেখা আলো রাত ৯.৩০ জি বাংলা

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে আর্থিক খরচ বাড়বে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। বৃষ : সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে কাটবে। তবে সাফল্য মিলবে। মিথুন : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। হৃদরোগীরা সাবধানে থাকুন। কর্কট : বাড়ি সংস্কারে হঠাৎ অর্থব্যয় হতে পারে। রাগের কারণে কাজ নষ্ট। কথা বলতে সাবধানি হন। আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। সিংহ : পথে চলতে সতর্ক থাকুন। ব্যবসায় অগ্রগতি। অতিসাহস সমস্যা তৈরি করতে পারে। হারানো দ্রব্য ফিরে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। কন্যা : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে তৃপ্তি। হারানো দ্রব্য খুঁজে পেতে পারেন। তুলা : সামান্য পেয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। আঘাতজনিত কারণে সমস্যা। সন্তানের শুভসংবাদ। বৃশ্চিক : পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। ঋণশোধ। ছেলের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। ধনু : মাথা গরম করে কাজ নষ্ট। নতুন কাজের সুযোগ। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। মকর : দাম্পত্যের অশান্তির কারণ খুঁজে পাবেন। আপনার উদারতার সুযোগ নিতে পারে কেউ। সন্তানের জন্য অযথা দুশ্চিন্তা। মেরুদণ্ডের ব্যথা ভোগাতে পারে। কুম্ভ : অবৈধ কোনও সম্পর্ক সমস্যা তৈরি করতে পারে। সহকর্মীদের সহায়তা পাবেন। আজ কোনও স্বপ্নপূরণ হবে। মীন : কোনও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পেরে বন্ধুর বাহবা পাবেন। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ ফাল্গুন, ১০ মার্চ ২০২৬, ২৫ ফাগুন, সংবৎ ৭ চৈত্র বদি, ২০ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৬ অঃ ৫।৪০। মঙ্গলবার, সপ্তমী রাত্রি ১২।৩৪। অনুরাধানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।১৩। হর্ষণযোগ দিবা ৭।৫৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।৩১ গতে ববকরণ রাত্রি ১২।৩৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, সন্ধ্যা ৬।১৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১২।৩৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১২।৩৪ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৭।২৪ গতে ৮।৫২ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১১।৩১ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, সন্ধ্যা ৬।১৩ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৮।৫৮ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, রাত্রি ১২।৩৪ গতে মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫৯ গতে ১০।২৬ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৪।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৫ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৩৭ গতে ৩।১১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# পশ্চিমবঙ্গে সুনিশ্চিত কৃষক কল্যাণ

প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির আওতায় প্রায় ১৩,০০০ কোটি টাকার আয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে ৫৪ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন

কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে ২৮০০ কোটিরও বেশি টাকা প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষিজ পণ্য সংরক্ষণ এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ আরও শক্তিশালী হয়েছে

মৎস্যজীবীদের জীবিকা সহায়তার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় ৫৪০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে

কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় ৫৮০ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে, ফলে ৮৮ হাজারেরও বেশি পশুপালক ও মৎস্য চাষি উপকৃত হয়েছেন

পার ড্রপ মোর ক্রপ উদ্যোগের আওতায় ১.২৫ লক্ষ হেক্টর জমিকে মাইক্রো সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

১ কোটিরও বেশি সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নত হয়েছে

প্রায় ৩৮০টি কৃষক উৎপাদক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ২.৩৫ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, ফলে সরাসরি ৪০ লক্ষ কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছে

## বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত
## প্রধানমন্ত্রী মোদির সংকল্প

“ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করছে এবং রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।”

– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

CBC 01101/13/0026/2526

## ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ, মনিটর নিয়োগের প্রতিবাদ

# মেডিকেলে অধ্যক্ষ ঘেরাও

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নতুন করে মনিটর এবং ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ (সিআর) নিয়োগ ঘিরে সোমবার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়ারা। প্রায় চার ঘণ্টা অধ্যক্ষের চেম্বারের মেঝেতে বসে স্লোগান দেন আন্দোলনকারীরা। অধ্যক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার আশ্বাস দিলে সন্ধ্যায় বিক্ষোভ উঠে যায়। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'সবার বক্তব্য শুনেছি। সমস্যা মেটানোর চেষ্টা হচ্ছে।'



মেডিকেলের অধ্যক্ষর ঘরে অবস্থানে পড়ুয়ারা। সোমবার।

মেডিকেল কলেজে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদ নেই। ছাত্র সংসদের নির্বাচনও হচ্ছে না। এর মধ্যেই গত শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দুটি পৃথক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ছ'টি হস্টেলের মনিটর এবং থার্ড প্রফেশনাল পার্ট-১ এর তিনজন সিআরের তালিকা ঘোষণা করেন। যা নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়। ডাক্তারি পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ এর বিরোধিতায় সরব হয়েছে। তাদের অভিযোগ, ছাত্র সংসদের নির্বাচনের মাধ্যমে সিআর ঠিক হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনই হচ্ছে না। তাহলে অধ্যক্ষ কীসের ভিত্তিতে সিআর ঠিক করলেন? পাশাপাশি মনিটরদের নাম বাছাই করার আগে বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। এক্ষেত্রে সেসব কিছু না করে আচমকা পছন্দমতো কিছু পড়ুয়ার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ নিয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বক্তব্য, 'হস্টেল পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে নিতে হয়েছে। এটা অস্থায়ী ভিত্তিতে, সেটা বিজ্ঞপ্তিতে লেখা রয়েছে।'

এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সকালে কিছু ডাক্তারি পড়ুয়া অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিতে আসেন। কিন্তু অধ্যক্ষ তাঁদের ঘরেই ঢুকতে দেননি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা অধ্যক্ষের অফিসের বাইরেই দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। দুপুরে অধ্যক্ষ তাঁদের জানান, কলেজে পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা শেষে কথা বলবেন।

দুপুর ২টো নাগাদ আন্দোলনকারীরা অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকে যান। অধ্যক্ষ তিন-চারজনকে থেকে বাকিদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা সেখানেই মেঝেতে বসে পড়েন। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অবিলম্বে সিআর এবং হস্টেল মনিটর নিয়ে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি বাতিল করতে হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফলে অধ্যক্ষ চেয়ারে বসে নিজের কাজ করে যান, আন্দোলনকারীরাও স্লোগান দিতে থাকেন। সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ তাঁদের কথা শোনেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে আন্দোলন ওঠে।

এদিকে, এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে থাকা কিছু পড়ুয়া অধ্যক্ষের অফিসের বাইরে জড়ো হন। তাঁদের মধ্যে চূড়ান্ত বর্ষের এক পড়ুয়ার বক্তব্য, 'অধ্যক্ষ একটা তালিকা করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই সবদিক বুঝেই নামগুলি বাছাই করেছেন। সেটা নিয়ে অযথা হইচই করা হচ্ছে। আমরা অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছি।'

তবে আন্দোলনকারীদের পক্ষে মনীষা সাউ বলেছেন, 'আমাদের আন্দোলনের জেরে অধ্যক্ষ সিআর পদে প্রতি মাসে নতুনদের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতি মাসে নির্দিষ্ট বর্ষের পড়ুয়ারা সিআর পদে নাম পাঠাবেন। তার ভিত্তিতে অধ্যক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন। অন্যদিকে, হস্টেল মনিটর পদেও নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্ব বণ্টনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' যদিও এ বিষয়ে অধ্যক্ষ কিছু জানাতে চাননি।

## চা বাগানে রিলে অনশন

**ওদলাবাড়ি, ৯ মার্চ :** তিন মাস কাটতে না কাটতেই ফের উত্তপ্ত বাগ্রাকোট চা বাগান। বকেয়া মজুরির দাবিতে সোমবার থেকে রিলে অনশনে বসলেন শ্রমিকরা। তবে এবারের আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে এক ভিন্ন চিত্র। গত নভেম্বরের আন্দোলনে সব দল বা শ্রমিক সংগঠন এককাট্টা থাকলেও এদিনের অনশন মঞ্চে শুধু সিটু অনুমোদিত চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন-এর প্রতিনিধিদেরই দেখা মিলল। তৃণমূল কিংবা বিজেপি, কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের অনুপস্থিতি কি বাগ্রাকোটের শ্রমিক ঐক্যে বড়সড়ো ফাটলের ইঙ্গিত? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বাগানের অন্দরে।

দীর্ঘদিন ধরেই এই বাগানে মজুরি নিয়ে সমস্যা চলছে। শ্রমিকদের অভিযোগ, কাজ করেও তাঁরা ন্যায্য পাওনা পাচ্ছেন না। চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের মাল রিজিওনাল কমিটির সম্পাদক পবন প্রধান জানান, নয়টি পাক্ষিকের মজুরি বকেয়া রয়েছে। গত শনিবার মাত্র একটি পাক্ষিকের টাকা দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে অনশন মঞ্চ থেকে চা শ্রমিক ঊর্মিলা বিস্ট, পবিত্রা থাপা, সুনীতা ঘিমিরে প্রমুখ একই কথা বলেন, 'দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে।' পিএফ এবং অন্য সুযোগসুবিধার তো নামগন্ধ নেই, এমনকি ন্যূনতম মজুরিটুকুও মিলছে না বলে এই আন্দোলন।

গত নভেম্বরে ১৬ দিনের লাগাতার রিলে অনশন আন্দোলনের পর ৯ ডিসেম্বর মাল মহকুমা শাসকের দপ্তরে হওয়া ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সমস্যার আপাত সমাধান হয়েছিল। ১০ ডিসেম্বর থেকে কাজ শুরু হলেও তিন মাসের মাথায় পরিস্থিতি ফের আগের জায়গায়।

## ট্র্যাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত

**খড়িবাড়ি, ৯ মার্চ :** ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির মেচি নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগে ২টি ট্র্যাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক চালককে। অপর চালক পলাতক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেচি নদীর আন্তারাম ঘাট থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে সোমবার সকালে নকশালবাড়ির উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের একটি দল ২টি ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করে। পুলিশ দেখে একজন পালিয়ে গেলেও এক চালককে আটক করে পুলিশ। কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় বালি চুরির অভিযোগে বাবলু হাঁসদা নামে ওই চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তিনি ফুলবাড়ি চা বাগান এলাকার বাসিন্দা।

## দেহ উদ্ধার

**চোপড়া, ৯ মার্চ :** রবিবার সন্ধ্যায় চোপড়া থানার মাফিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বিক্রম সিংহর (৪১) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। চোপড়া থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। সোমবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। পেশায় কাঠমিস্ত্রি ছিলেন বিক্রম। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় বিক্রমের নাম ডিলিট হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে দাবি পরিবারের। রবিবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দাদার বাড়ি থেকে ফেরার পথে তিনি আত্মহত্যা করেন বলে দাবি পরিবারের।

## স্বাস্থ্য শিবির

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** শুধু কর্মচারীরাই নন, সাধারণ মানুষের চিকিৎসার উদ্যোগ নিল ভারতীয় ডাক বিভাগের আরএমএস ও এমএমএস কর্মচারী ইউনিয়ন। সোমবার সংগঠনের তরফে ফুলবাড়িতে স্বাস্থ্য ও চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে দপ্তরের কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও চোখ পরীক্ষার পাশাপাশি সচেতনতামূলক পরামর্শ দেওয়া হয়। ইউনিয়নের ডিভিশনাল সচিব সঞ্জয় পাল বলছেন, 'কর্মচারী ও সমাজের কল্যাণে ভবিষ্যতে এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ আবার করা হবে।'



পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঘরে ফেরা।। পারপতিরামে ছবিটি তুলেছেন অরিজিৎ সরকার।

## আমলা, পুলিশের শাস্তি দাবি শুভেন্দুর

# কেন্দ্রকে আলাদা রিপোর্ট সাংসদের

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর শিলিগুড়ি সফরে অব্যবস্থার কারণ দর্শাতে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই চিঠির জবাবেও আগের অবস্থানেই অনড় থাকল রাজ্য প্রশাসন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে চিঠি পেয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল রাজ্য। জানা গিয়েছে, দার্জিলিং জেলা প্রশাসন যে রিপোর্ট দিয়েছে, সেখানে আগের অবস্থানই স্পষ্ট করা হয়েছে। তাদের দিক থেকে কোনও ভুল হয়নি বলেই দাবি করা হয়েছে। ৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি ভবনকে রিপোর্ট পাঠিয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, তাই সেই দায় রাষ্ট্রপতি ভবনেরই বলে দাবি করেছে রাজ্য। তবে রাজ্যের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট পৃথকভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। সেখানে তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ৬টি অভিযোগ পয়েন্ট আকারে পাঠিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রাজু বলছেন, 'রাজ্য সরকার দায় ঝেড়ে ফেললে হবে না। রাষ্ট্রপতি তো বিয়েবাড়িতে আসেননি। আদিবাসীদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। প্রোটোকল অনুযায়ী সবদিক ঠিক রাখা রাজ্যেরই দায়িত্ব। আমি পৃথকভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিয়েছি।'

এদিকে এই ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যসচিব, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হলদিবাড়িতে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় যোগ দিতে যাওয়ার আগে সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে শুভেন্দু বলেন, 'আগে এই তিনজনকে সাসপেন্ড করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির মতো



- আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কনফারেন্সে যোগ দিতে শনিবার শিলিগুড়িতে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি
- এই সফরকালেই রাষ্ট্রপতিকে রাজ্য সরকার অপমান করে বলে অভিযোগ
- মুখ্যসচিব, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে সাসপেন্ডের দাবি শুভেন্দুর

সাংবিধানিক পদকে অপমান করা হয়েছে।'

আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কনফারেন্সে যোগ দিতে শনিবার শিলিগুড়িতে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু সভামঞ্চে উঠে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপর কর্মসূচিতে না থাকলেও সোজা চলে যান বিধাননগরে। সেখানেই আদিবাসীদের মূল অনুষ্ঠানটি চলছিল। রাজ্য পুলিশ নিরাপত্তার অজুহাতে রাষ্ট্রপতির সভাস্থল সেখান থেকে বদল করে গোঁসাইপুরে এনেছিল। রাষ্ট্রপতি নিজেও বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বিজেপি হইচই শুরু করতেই সাফাই গাইতে মাঠে নামে শিলিগুড়ির তৃণমূল নেতৃত্ব। এসবের মাঝে রাষ্ট্রপতি দিল্লিতে ফিরতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করে।

রাজ্য আবার দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের দপ্তর থেকে যে রিপোর্ট গিয়েছে, তাতে সেই একই কথা উল্লেখ রয়েছে। ৪ মার্চ যৌথ ইনস্পেকশন করে রাষ্ট্রপতি ভবনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে উদ্যোক্তারা সঠিক ব্যবস্থা করতে পারেননি। একই কথা রাজ্য সরকারও প্রথম দিন থেকেই বলে আসছে। কিন্তু প্রোটোকল বলছে অন্য কথা।

রাষ্ট্রপতি বেসরকারি কর্মসূচিতে গেলেও তাঁর সবদিক খেয়াল রাখার কথা জেলা প্রশাসনের। সেখানে কোনও গাফিলতি দেখা দিলে রাজ্য প্রশাসনের সেগুলি ঠিক করার কথা। কাজ করতে গিয়ে যে অর্থ খরচ হবে, সেই বিল পরবর্তীতে আয়োজকদের ধরিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। তাই রাজ্যের রিপোর্টে ভরসা না রেখে বিজেপিও পৃথকভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। রাজ্য এবং রাজুর রিপোর্টের ভিত্তিতে কী সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র, এখন সেটাই দেখার।

## এসজেডিএ'র নতুন সিইও

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** দীর্ঘদিন পর শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) পদে একজন ডব্লিউবিসিএস অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হল। সোমবার রাজ্য সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বীরবিক্রম রাই এসজেডিএ-র নতুন সিইও হচ্ছেন। তিনি ২০০৭ ব্যাচের ডব্লিউবিসিএস অফিসার। তিনি বর্তমানে অনগ্রসর শ্রেণি এবং তপশিলি উপজাতি বিভাগের দার্জিলিং-এর প্রোজেক্ট অফিসারের দায়িত্বে রয়েছেন। বাম আমলে দীর্ঘদিন মাটিগাড়ার বিডিও হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন। এতদিন এসজেডিএ-র সিইও পদে আইএএস আমলারাই দায়িত্ব সামলেছেন। গত শনিবার এসজেডিএ-র সিইও পদে থাকা আইএএস অফিসার অর্চনা ওয়াংখেড়েকে নদিয়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক পদে বদলি হয়েছেন।



দুরন্ত শৈশব।। সোমবার বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

## উদ্ধার নাবালিকা

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম সুরজ বর্মন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারির ২৪ তারিখ ওই নাবালিকার পরিবারের তরফে মাটিগাড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়। সেই ডায়েরির ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। রবিবার রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, খাপরাইল মোড় এলাকায় একটি টোটোর মধ্যে ওই তরুণ ও ওই নাবালিকা বসে রয়েছে। এরপর পুলিশ গিয়ে ওই তরুণকে পাকড়াও করার পাশাপাশি ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। ধৃতকে সোমবার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক।

## গাঁজা সহ ধৃত ৩

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** গাঁজা পাচারের অভিযোগে তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। সোমবার রাতে গুরুংবস্তির একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মালদার কৃষ্ণ স্বর্ণকার, মুর্শিদাবাদের নৌশাদ শেখ ও সালিম শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত তিনজন তরুণ গত কয়েকদিন ধরে ওই বাড়িতে ভাড়া ছিলেন। ওই ঘরে তল্লাশি চালিয়ে খাটের তলা থেকে চারটি ব্যাগে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগের অনুমান, কোচবিহার থেকে গাঁজা এনে মালদা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাচার করতেন ধৃতরা। মঙ্গলবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

## চোপড়ায় নতুন করে স্লট বুকিং বন্ধ

# কম দামে ধান বেচছেন কৃষকরা

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ৯ মার্চ :** আচমকা সমবায়ের মাধ্যমে সহায়কমূল্যে ধনা কেনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার ওপর সদর চোপড়ার ধানক্রয়কেন্দ্রে ১৬ তারিখ পর্যন্তই ধান কেনা হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে ১৬ মার্চ পর্যন্ত স্লট বুকিং হয়ে গিয়েছে। ফলে আপাতত কৃষকরা নতুন করে আর স্লট বুক করতে পারবেন না। যার অর্থ ওই কৃষকদের বাধ্য হয়ে খোলা বাজারে অথবা ফড়েদের কাছে কম দামে ধান বিক্রি করতে হবে।

চোপড়া ব্লকের সবথেকে বেশি ধান উৎপাদন হয় ঘিরনিগাঁও, দাসপাড়া, চুটিয়াগছ ও লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এবার ব্লকে মূল শিবির ছাড়াও একটি সমবায় ও একটি মহিলা সংঘকে ধান কেনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঘিরনিগাঁওয়ে মালগছ সমবায় এবং চোপড়া সংঘের মাধ্যমে সহায়কমূল্য ধান কেনা শুরু হলেও আচমকা তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে চোপড়া সদরের একমাত্র সরকারি শিবিরটি চলছে। কিন্তু এখন নতুন করে স্লট বুক করা যাচ্ছে না। তৃণমূলের কৃষক সংগঠনের জেলা চেয়ারম্যান শংকর বৈদ্য বলছেন, 'কী কারণে সমবায়ের মাধ্যমে ধান কেনা বন্ধ হয়েছে, তা জানা নেই। তবে বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হচ্ছে।'

কৃষকদের একাংশের বক্তব্য, ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে গিয়ে সদরের শিবিরে ধান বিক্রি করতে গেলে সমস্যায় পড়তে হয়। সরকারি হিসেবে কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা উৎসাহ ভাতা সমেত ২৩৮৯ টাকা দেওয়া হলেও গাড়ির ভাড়া বেশি পড়ে যাচ্ছে। যার জন্য অনেকেই



- ২০ টাকা উৎসাহ ভাতা সহ সহায়কমূল্যে প্রতি কুইন্টাল ধানের দাম ২৩৮৯ টাকা
- খোলাবাজারে বিক্রি করলে মিলছে প্রায় ১৮০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল
- অর্থাৎ কৃষকরা কুইন্টাল প্রতি কম পাচ্ছেন প্রায় ৫৮৯ টাকা করে

কম দামে হলেও খোলা বাজারে ধান বিক্রি করছেন। এভাবে খোলাবাজারে ১৭৫০-১৮০০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে।

মেহেবুব আলম নামে কৃষক বলছেন, 'মালগছ সমবায়ের মাধ্যমে একবার ধান বিক্রি করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু ১৫ কুইন্টালের বেশি ধান একবারে দেওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয়বার বিক্রির কথা থাকলেও আচমকা ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে। বাধ্য হয়ে বাকি ধান খোলা বাজারে কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।' মেহেবুবের অভিযোগ, 'চোপড়ার মূল শিবিরে দালালচক্র আগে থেকে স্লট বুকিং করে রেখেছে।'

যদিও চোপড়া ধানক্রয়কেন্দ্রের পারচেজিং অফিসার (পিও) সুদীপনারায়ণ কুঙ্গার ফড়েদের দাপটের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'এবছর এখনও পর্যন্ত ৭২ হাজার ১১৬ কুইন্টাল ধান কেনা হয়েছে। এখানে শিবির চালু রয়েছে। তবে ১৬ তারিখ পর্যন্ত স্লট বুক করা আছে। আপাতত মনে করা হচ্ছে, ১৬ তারিখ পর্যন্তই শিবির চলবে।'

তার মানে এখন নতুন করে আর স্লট বুক করা যাবে না। বিডিও সৌরভ মাজি খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন। মালগছ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৭ হাজার ৮৮৪ কুইন্টাল ধান কেনা হয়েছে। তারপর থেকে স্লট দেওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ধান কেনা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে মূলত ১১ হাজার কুইন্টাল ধান কেনার কথা ছিল। অন্যদিকে চোপড়া সংঘের সম্পাদিকা রেপতি হালদার বলছেন, 'জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার কুইন্টাল ধান কিনেছি। তারপর কোনওরকম অনুমতি দেওয়া হয়নি।'

## গ্রেপ্তার ৪

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে রবিবার রাতে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে আনমোল প্রধান দার্জিলিংয়ের তাকদা, রতন বর্মন পতিরামজোত, রনি দাস সমরনগর ও বিশাল রাওয়াত ফাঁসিদেওয়া এলাকার বাসিন্দা। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে যে, পরিবহণনগর এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। এরপর সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। ধৃতদের সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

## বৈঠক

**চোপড়া, ৯ মার্চ :** ঘিরনিগাঁওয়ের ধনীরহাট এলাকায় সোমবার সিপিএমের ঘিরনিগাঁও অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বৈঠক ডাকা হয়। দলের অঞ্চল কনভেনার মকলেশ্বর রহমান বলছেন, 'কাঁঠালডাঙ্গি প্রাইমারি স্কুল মাঠে আজকের বৈঠকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত ও সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।'

# গুজবে ভয় ফেরিওয়ালাদের

**অরিন্দম বাগ**

**মালদা, ৯ মার্চ :** পুরোনো একটা ২৪ ইঞ্চির সাইকেলের পিছনে বাঁধা বাঁশের কাঠামো। তাতে ঝুলছে রকমারি পাঁপড়। উশকোখুশকো চুলের ক্লান্ত প্রৌঢ় একনাগাড়ে বলে চলেছেন 'এই পাঁপড়-পাঁপড় নেবেন, পাঁপড়'। গ্রাম-শহর কিংবা মফসসলে এমন দৃশ্য খুবই পরিচিত। তবে ইদানীং বাসিন্দাদের তীক্ষ্ণ নজর থাকছে পাঁপড় বিক্রেতার দিকে। সুযোগ পেলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেওয়া হচ্ছে ওই পাঁপড় বিক্রেতার পরিচয় ও ঠিকানা। সকলের চোখেই তাঁর প্রতি সন্দেহ। যেন কোনও অপরাধ করতেই তিনি এসেছেন। তবে এমন সন্দেহের কারণ কী? আসলে জেলাজুড়ে সম্প্রতি ছেলেধরার গুজব ছড়িয়েছে ভালোমতো। সন্দেহের বশে কাউকে আটক করা কিংবা মারধরের মতো ঘটনাও ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকরা তাঁদের শিশুদের জন্য নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। তাঁদের এমন সন্দেহের চোখ দেখে ভয় পাচ্ছেন এলাকার ফেরিওয়ালারা।

ভবঘুরে কিংবা কাবাড়িওয়ালাও 'সন্দেহের' ঊর্ধ্বে নন। বাড়ির পেছনে আবর্জনা ফেলার স্থানে বিক্রিযোগ্য ভাঙাচোরা সামগ্রী খুঁজতে গিয়ে সন্দেহের তালিকায় পড়তে হচ্ছে কাবাড়িওয়ালাদেরও। শিশু চোর সন্দেহে গত শনিবারই এক মহিলাকে ইলেক্ট্রিক পোস্টে বেঁধে মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল পুরাতন মালদায়। একই অভিযোগ ওঠে চাঁচল-১ ব্লকের খরবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও। দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা ব্যক্তিরা মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু একের পর এক এধরনের ঘটনা ঘটছে কেন? জেলা পুলিশের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেলেধরার গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাতেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ভবঘুরে থেকে শুরু করে ফেরিওয়ালাদেরও। রবিবার কাজিগ্রাম এলাকায় পাঁপড় বিক্রি করছিলেন ইউসুফ শেখ। তিনি বললেন, 'গত কয়েকদিন ধরে যেখানেই পাঁপড় বিক্রি করতে যাচ্ছি, সেখানেই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। কিছু জায়গায় স্থানীয় ছেলেরা ঘিরে ধরছে। কোথা থেকে এসেছি, বাড়ি কোথায় এসব জেরা করেছে।'

গত কয়েক মাসে গৌড়বঙ্গজুড়ে এধরনের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। বিদ্যুতের খুঁটিতে সন্দেহজনকদের বেঁধে রেখে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা হচ্ছে। নিমেষে তা ছড়িয়ে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তারপর সেখান থেকে জেলাজুড়ে শিশু চোর ঘুরে বেড়ানোর গুজব



- বিদ্যুতের খুঁটিতে সন্দেহজনকদের বেঁধে রেখে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা হচ্ছে
- নিমেষে তা ছড়িয়ে পড়ছে সামাজিক মাধ্যমে
- তারপর সেখান থেকে শিশুচোর ঘুরে বেড়ানোর গুজব আরও বাড়ছে

আরও বাড়ছে। এপ্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ছেলেধরা গুজব রুখতে জেলাজুড়ে প্রচার চালানো হচ্ছে।

পাঁপড় বিক্রেতার মতো একই অভিজ্ঞতা কাবাড়িওয়ালা সাইদুল আখতারের। তাঁর কথায়, 'কাজের জন্য বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়। অনেক সময় বাড়ির পেছনে আবর্জনা ফেলার জায়গাতেও ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন জায়গায় লোকজনকে ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করা হচ্ছে বলে শুনতে পাচ্ছি। এখন অপরিচিত এলাকায় প্লাস্টিক কুড়োতে গেলেই ভয় হচ্ছে।'

# হাতে হাত রেখে জীবনের ৫২ বসন্ত




**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** 'হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়/ সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়/ এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে/ সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।' কবি শঙ্খ ঘোষের 'সঙ্গিনী' কবিতার অংশ। বলা ভালো যে রবীন্দ্র জৈন ও সবিতা জৈনের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। বর্তমান সময়ে যেখানে বিবাহিত সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা এক কঠিন চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে, সেখানে বিয়ের ৫২ বছর পেরিয়েও এই দম্পতি ভালোবাসা, খুনসুটি আর অটুট বন্ধনে একে অপরের হাত ধরে পথ চলছেন। শিলিগুড়ির উত্তরায়ণের বাসিন্দা এই প্রবীণ দম্পতির জীবনযাত্রায় আজও যেন প্রতিদিনই বসন্তের নতুন ছোঁয়া লেগে থাকে।

পেশায় ব্যবসায়ী রবীন্দ্র জৈন ২৪ বছর বয়সে হরিয়ানার বাসিন্দা সবিতা জৈনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দীর্ঘ ৫২ বছরের বৈবাহিক পথচলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রবিবাসরীয় আড্ডায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ৭৬ বছরের রবীন্দ্র। বললেন, 'জীবনের প্রতিটি ভালো মুহূর্ত তো বটেই, খারাপ মুহূর্তগুলিতেও অর্ধাঙ্গিনী সঙ্গে থেকেছে। কোন খাবার আমার শরীরের জন্য ভালো, কোন গান শুনতে ভালোবাসি সবই ওর জানা।'



রবীন্দ্র জৈন ও সবিতা জৈন।

স্বামীর মুখে নিজের প্রশংসা শুনে হুইলচেয়ারে বসে থাকা ৭৫ বছরের স্ত্রীর মুখ মুহূর্তেই রাঙা। লজ্জামিশ্রিত সুরে বললেন, 'ভালোবাসা যে একে অপরের খেয়াল রাখা, সেটা তো তোমার কাছ থেকেই শিখেছি।'

সবিতা জানালেন, তাঁদের সময়ে বাবা-মায়ের পছন্দে বিয়ে হত, বিয়ের আগে একে অপরকে চোনাজানার কোনও সুযোগও ছিল না। কিন্তু বিয়ের পর থেকে দুজনে দুজনকে খুব বেশি করে চিনেছেন এবং প্রতি মুহূর্তেই একে অপরকে আগলে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাঁদের বিয়ের ওড়নাটি আজও সবিতা পরম যত্নে আগলে রেখেছেন এবং প্রতি বিবাহবার্ষিকীতে তিনি গায়ে চড়ান। মজা করে রবীন্দ্র বললেন, 'শুধু ওই ওড়নাই নয়, ও এখনও আমার পছন্দের প্রিয় গানগুলিও মাঝেমধ্যেই গেয়ে শোনায়।'

তাঁদের শিলিগুড়ির বাড়িটি যেন ভালোবাসার এক জীবন্ত সংগ্রহশালা। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ, সন্তানের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত কিংবা জীবনের ছোট ছোট আনন্দের ছবি বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। ছেলেমেয়ে বিদেশে থাকায় বাগান পরিচর্যা, গানবাজনা এবং সমাজসেবামূলক কাজে তাঁরা সময় অতিবাহিত করেন। গল্প করতে করতেই সবিতা 'লগ জা গলে' গানটি ধরলে রবীন্দ্র দ্রুত মোবাইল ফোনে রেকর্ড করতে শুরু করেন। সবিতা হেসে বললেন, 'মোবাইল ফোন হাতে পাওয়ার পর ও যে আমার কত ছবি তুলেছে তা গুনে বলা কঠিন।'

৫৫ বছর আগে স্নাতকোত্তর পাশ সবিতা সংসারকেই বেছে নিয়েছিলেন নিজের ইচ্ছায়। হাঁটুতে অসহ্য ব্যথার কারণে সবিতা তিন বছর হুইলচেয়ারে চলাফেরা করেন। রবীন্দ্র যেখানেই যান, এই অবস্থাতেই স্ত্রীকে নিয়ে যান। তাঁর স্মৃতিচারণ, 'কাজের সূত্রে একটা সময় স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে একা একা বাইরে থাকতে হত। তখন পরিবার সামলানো থেকে সন্তান মানুষ করা-পুরোটাই ও একা করেছে। তাই ওকে ছাড়া কোনও আনন্দ অনুষ্ঠানে যেতে ইচ্ছে করে না।' জীবনের কোনও আক্ষেপ আছে কি না-এই প্রশ্নে সবিতার উত্তর, 'এমন সঙ্গী থাকলে কোনও নারীর অভিধানে আক্ষেপ শব্দটি থাকতেই পারে না।'

## পার্ক এখন গবাদিপশুর বিচরণক্ষেত্র

**ফাঁসিদেওয়া, ৯ মার্চ :** খুদেদের জন্য তৈরি দোলনা ও স্লিপারে মরচে ধরে গিয়েছে। ছিঁড়ে গিয়েছে উদ্যান ঘিরে থাকা লোহার জাল, পিলারগুলোও ভেঙেচুরে শেষ। বসার শেডগুলো আগাছা আর লতাপাতায় ঢাকা পড়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন গবাদিপশুর বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ইকো পার্ক। ভীমবারের একটি বেসরকারি স্কুলের কাছে অবস্থিত এই উদ্যানটি বর্তমানে কঙ্কালসার অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

২০২০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বিধাননগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ইকো পার্কটির টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। শিশু ও প্রবীণদের বিনোদনের জন্য তৈরি এই পার্কটির জন্য ব্যয় হয়েছিল ১২,৯৫,১৮৯.৭৩ টাকা। ঠিকাদার কার্তিক শীলশর্মা নির্মাণের দায়িত্ব পান। পার্কের বর্তমান দশা দেখে প্রশাসনের উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উদ্যানের ভাঙা গেট দিয়ে দিনভর পথকুকুর ও গবাদিপশু পার্কের ভিতরে অবাধে বিচরণ করে। এ নিয়ে বিধাননগরের বাসিন্দা সুশীল বর্মন জানিয়েছেন, পার্কটি দ্রুত সংস্কার হলে ভালো হয়।

সুর চড়িয়ে বিজেপির বিধাননগর মণ্ডল সভাপতি সুব্রত চৌধুরী বলছেন, 'ভীমবারের এই ইকো পার্কটি তৈরির নামে বিপুল টাকার দুর্নীতি হয়েছে। নথিতে ১৩ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হলেও, তখনকার দিনে ২ লক্ষ টাকাও খরচ হয়েছে কি না সন্দেহ আছে। বাকি টাকা শাসকদল তৃণমূলের নেতাদের পকেট ভরাতে গিয়েই আজ সরকারি সম্পত্তি এভাবে নষ্ট হচ্ছে।'

এই বিষয়ে বিধাননগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্ণা সরকার বলছেন, 'পার্কটি আমার সময়ে তৈরি হয়নি। সেটি ২০২২ সালের আগে করা হয়েছিল। তাই সে সময়ের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে বলতে পারছি না। পার্কটির ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে।' প্রধানের কথা, 'আমরা ওই পার্কটিতে শিশু এবং বয়স্কদের জন্য একটি আউটডোর জিম তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছি। টাকা কাজ শুরু হবে।'

## স্বীকৃতি দাবি

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** গ্রাম, শহরের অস্বীকৃত চিকিৎসকদের নাম নথিভুক্ত করা, তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সহ বিভিন্ন দাবিতে সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তরে স্মারকলিপি দিল প্রগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। সোমবার দার্জিলিংয়ের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-২ এবং ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের দাবি, অস্বীকৃত চিকিৎসকদের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকদের অধীনে স্বীকৃতি দিয়ে শংসাপত্র দেওয়া এবং তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রবিউল আলম।




ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় বিজেপির রথ। সোমবার সন্ধ্যায়। ছবি : সূত্রধর

### বিজেপির অন্দরেই প্রশ্ন

# শিখার গড়ে অল্প সময় 'রথযাত্রা'

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** যে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা নিয়ে বিজেপির এত উন্মাদনা, সেই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার রথের কর্মসূচিতে কম সময় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায়! বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত এই বিধানসভা কেন্দ্রে এমন ঘটনায় দলের কর্মীদের মধ্যেও একাধিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পার্শ্ববর্তী শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকায় রথযাত্রা নিয়ে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হলেও, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রথ মাত্র কয়েক ঘণ্টা কেন থাকল? এই প্রশ্ন উঠেছে দলের অন্দরে। কর্মীদের একাংশের কথায়, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কি তাহলে দুয়োরানি!

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রথযাত্রা নিয়ে সোমবার নেতা-কর্মীদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফুল ছড়ানো, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বরণ করার পরিকল্পনা ছিল। এমনকি বিধানসভা এলাকায় সভা, জনসভা হবে বলেও আশা করেছিলেন নেতা-কর্মীরা। অভিযোগ, সব আশাতেই যেন জল ঢালল অপেক্ষাকৃত কম সময়। বিষয়টি নিয়ে অসন্তুষ্ট ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ও।

বিশদে কিছু বলতে না চাইলেও, তিনি বলেন, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মানুষের আগ্রহ ছিল আরও কিছুটা বেশি সময় রথযাত্রাকে এলাকায় রাখার। সেটা হল না। তবে ভিড় হয়েছে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলের এক নেতার কথায়, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বরাবরই বিজেপিকে বিভিন্ন ভোটে জোরদার লিড দিয়েছে। নেতাদের কাছে সেই আশা এলাকার মানুষের থাকা অস্বাভাবিক নয়।' সোমবার রাত আটটার পর জলপাইগুড়ি থেকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রথযাত্রা ঢোকে। রাত হয়ে যাওয়ায় ভিড় যতটা হওয়ার ছিল, সে তুলনায় অনেকটাই কম হয়েছে বলেও দলের অন্দরে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

এদিকে, মঙ্গলবার শিলিগুড়ির দুই মাইলে খাটুশ্যাম মন্দিরে পুজো দিয়ে রথযাত্রা শুরু হবে। তারপর

> ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মানুষের আগ্রহ ছিল আরও কিছুটা বেশি সময় রথযাত্রাকে এলাকায় রাখার। সেটা হল না। তবে ভিড় হয়েছে।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়**

পানিট্যাঙ্কি মোড়ে স্বাগত ভাষণ এবং বিধান রোড হয়ে হাসমি চকে সভা, হিলকার্ট রোড ধরে জংশনে স্বাগত ভাষণ দেবেন নেতারা। মাটিগাড়ার খাপরাইল মোড়, শিবমন্দির, বাগডোগরা এবং নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে সভা হবে। শেষে খড়িবাড়ির বাতাসিতে একটি বড় জনসভা হবে। সে তুলনায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির সময় অনেকটাই কম বলে দাবি। তাছাড়া অন্য জায়গায় বড় নেতাদের উপস্থিতি থাকলেও, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ক্ষেত্রে সেভাবে বড় কোনও নেতা উপস্থিত ছিলেন না বলেও অভিযোগ। শুধু ঘোগোমালিতে একটি ছোট জনসভায় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বক্তব্য রাখেন। রাজ্য বা কেন্দ্রের পরিচিত মুখ না থাকাতেও একাধিক প্রশ্ন উঠেছে।

শিলিগুড়ি বিভাগে রথযাত্রার দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি দীপক বর্মন। এদিনের বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, 'অনেকটা পথ যেতে হবে। চাইলেও বেশি সময় দেওয়া সম্ভব নয়।' রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর কথায়, 'কোনও বিধানসভায় ইচ্ছাকৃত কম সময় রথযাত্রা রাখা হবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা এবং প্রত্যেকটি জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

এদিকে, রথযাত্রা নিয়ে এদিন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মাল্লাগুড়ির অফিসে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানে বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, শংকর ঘোষ, জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল এবং প্রবীণ আগরওয়াল উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন শংকর।

এদিকে, এই সাংবাদিক বৈঠকে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন এবং ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর থাকার কথা থাকলেও তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না।

## সেচনালা বুজে বন্ধ বোরো চাষ

**নকশালবাড়ি, ৯ মার্চ :** আবর্জনা জমে প্রায় ভরাট হয়ে গিয়েছে দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ সেচনালা। আর তার ফলে কৃষিজমিতে সেচের জল পৌঁছাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে কৃষকদের। তার ওপর বাতারিয়া নদীর ওপর তৈরি বাঁধের দুটি স্লুইস গেট ভেঙে গিয়ে সমস্যা আরও বাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নকশালবাড়ির কোটিয়াজোত, জয়সিংজোত, লালজিজোত এলাকার প্রায় শ-পাঁচেক কৃষক বিপাকে পড়েছেন। এমনকি পরিস্থিতির কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও পাঠিয়েছেন কৃষকরা। কৃষকদের দাবি, তাঁরা বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। প্রায় মাস ছয়েক ধরে এমনই অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। সেচের জলের অভাবে অনেকে বোরো ধান চাষ করতে পর্যন্ত পারেননি।

নব্বইয়ের দশকে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোটিয়াজোত এলাকায় বাতারিয়া নদীর ওপর কৃষিকাজের জন্য শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সেচ বিভাগ থেকে চারটি স্লুইস গেট বসিয়ে একটি বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। এই বাঁধ থেকে মণিরাম এবং নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় দুশো হেক্টর কৃষিজমি চাষাবাদ হয়। বর্তমানে বাঁধটির দুটি স্লুইস গেট ভেঙে গিয়েছে। ফলে পর্যাপ্ত জল পৌঁছায় না জমিগুলিতে। আবার দক্ষিণ কোটিয়াজোত এলাকায় দেড় কিলোমিটার সেচনালায় আবর্জনা জমে প্রায় বন্ধের মুখে সেটি।

দীপক প্রধান নামে এক কৃষক বলছেন, 'গত এক-দেড় বছর ধরে আমরা এলাকার বাসিন্দারা নিজেরা সেচনালাগুলি পরিষ্কার করে জল জমিতে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে স্লুইস গেট ভেঙে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। আর অন্যদিকে ঘরের আবর্জনা ফেলে গোটা কৃষিনালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এবছর কৃষকরা বোরো ধানের চাষ করতে পারছেন না।'

রমেশ সিংহ নামে আরেক কৃষকের কথায়, 'সেচনালাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জমিগুলি পতিত হয়ে পড়ে আছে। বাড়ির পাশে অল্প করে পিঁয়াজ, রসুন চাষ করলেও সেগুলিতে মোটর চালিয়ে বাড়ির কুয়োর জল দিতে হচ্ছে।' এ নিয়ে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলছেন, 'সমস্যাটা জানি। তবে পঞ্চায়েতের হাতে ফান্ড কম থাকায় অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া ওই এলাকার বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যকে বারবার বলা সত্ত্বেও সেচনালায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালাননি।' বাঁধের বিষয়টি মহকুমা পরিষদে জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

যদিও দক্ষিণ কোটিয়াজোতের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য অশোক প্রধান বলছেন, 'আমরা একাধিকবার সাধারণ মানুষকে সেচনালাতে আবর্জনা ফেলতে নিষেধ করেছি। কিন্তু কেউই কথা শুনছেন না। প্রতিবার আমরা নিজেরাই জল দিয়ে সেচনালার আবর্জনা পরিষ্কার করি। এবারও তাই করব।'

### একাধিক কারণে প্রায় দু'বছর ধরে বন্ধ

# শর্তসাপেক্ষে খুলছে চন্দন চা বাগান

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ৯ মার্চ :** প্রায় দু'বছর বন্ধ থাকার পর ফের খুলতে চলেছে চোপড়ার চন্দন চা বাগান। সোমবার মাটিগাড়ায় তরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) কনফারেন্স হলে এনিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মালিকপক্ষ, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন, ওয়েস্ট দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্সের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে বাগান খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়। যদিও কবে থেকে বাগান খোলা হবে সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

এদিনের বৈঠকে পুনরায় বাগান খোলার জন্য মালিকপক্ষের তরফে বেশকিছু শর্ত রাখা হয়। মালিকপক্ষের তরফে বাগানের জমি অবৈধভাবে দখল, ছায়াগাছ ও চা গাছ কাটার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে ইউনিয়নগুলিকে অনুরোধ করা হয়। আপাতত শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছে মালিকপক্ষ। বকেয়া মেটানোর জন্য আরও কিছুটা সময় চেয়েছে তারা। এছাড়াও এখন কোনও ক্যাজুয়াল শ্রমিক নেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বাগান খোলা হলেও আর্থিক সংকটের কারণে কারখানা বন্ধ থাকবে বলে মালিকপক্ষ জানিয়েছে। সূত্রের খবর, মালিকপক্ষকে বাগান খোলার জন্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা। শেষে উভয়পক্ষই সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

২০২৪ সালের ১৬ জুন মালিকপক্ষের তরফে চন্দন চা বাগানে ওয়ার্ক অফ সাসপেনশন নোটিশ টাঙানো হয়। ফলে ৬০০ জন স্থায়ী শ্রমিক সহ মোট ১৫০০ জন শ্রমিক রাতারাতি কর্মহীন হয়ে পড়েন। এদিকে, এতদিন পরে বাগান খোলার খবরে খুশির হাওয়া শ্রমিক মহল্লাতে। বাগান শ্রমিক মহম্মদ তসিরউদ্দিন বলেন, 'বাগান খোলার সিদ্ধান্তে আমরা খুবই খুশি।' একই কথা বলেন বাগানের সাব-স্টাফ সমসের আলি।

বাগান খোলার বিষয়টি নিয়ে ম্যানেজার একে গড়াইয়ের বক্তব্য, 'এদিনের বৈঠকে বাগান খোলার ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আলোচনা হয়েছে। তবে কবে থেকে বাগান খোলা হবে এ ব্যাপারে এখনও নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হয়নি।' যদিও স্থানীয় আইএনটিটিইউসি নেতা জীবন রায় জানান, এদিনের আলোচনায় বাগান খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইদের আগেই বাগান খোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, সিটুর উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটির সদস্য কার্তিক শীল বলেন, 'বাগান খোলার ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে। মালিকপক্ষকে সবরকম সহযোগিতা করা হবে।' এদিকে এদিনের বৈঠক নিয়ে ইসলামপুরের জয়েন্ট লেবার কমিশনার দীপনারায়ণ ভাণ্ডারী বলেছেন, আগেও বাগান খোলার ব্যাপারে একাধিকবার বৈঠক করেও সুরাহা মেলেনি। এদিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা ছিল। যদিও সন্ধ্যা পর্যন্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানতে পারিনি। তবে বলা আছে সরকারি সবরকম সহযোগিতা করা হবে।




চন্দন চা বাগান। ফাইল চিত্র।

# ফের লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার

### দু'বছরেই বেহাল পথশ্রীর রাস্তা

**খড়িবাড়ি, ৯ মার্চ :** দু'বছরেই বেহাল পথশ্রীর রাস্তা! রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচ বছরের সময়সীমা থাকলেও, ফের রাস্তা সংস্কারের শিলান্যাস কেন? বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে পানিট্যাঙ্কির ওয়ারিশজোত এলাকায়। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় রাজনৈতিক বাগযুদ্ধও চরমে উঠেছে।

দু'বছর আগে ভারত-নেপাল সীমান্ত ঘেঁষা রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়ারিশজোত এলাকার কোয়ার্টার মোড় এশিয়ান হাইওয়ে-২ থেকে গৌরসিংজোত শিশুশিক্ষাকেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি করা হয়। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অধীনে রাস্তাটি তৈরিতে ব্যয় করা হয়েছিল ৬৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৬৪ টাকা। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে সে সময় কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন স্থানীয়রা। এদিকে, সোমবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই রাস্তার মেরামতির কাজের সূচনা করা হয়। শিলান্যাস করেন মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ সহ আরও অনেকে। আর এতেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

স্থানীয় রাজেন বর্মন বললেন, 'ক'দিন আগেই নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছিল। ফের এখন কাজ হবে শুনছি। অল্পদিনের মধ্যেই রাস্তা শেষ। কেন এমন হল তা নেতা আর ঠিকাদার সংস্থাই বলতে পারবে।' আরেক বাসিন্দা সনৎ শা-র অভিযোগ, 'রাস্তাটি ভালো করে না বানানোর জন্যই দু'বছরে ভেঙে গিয়েছে।'

রাস্তা সংস্কারের শিলান্যাস হতেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ বলেন, '২০২৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে তৈরি করা হয় রাস্তাটি। পথশ্রী প্রকল্পে নতুন রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের সময়সীমা পাঁচ বছর। নিয়মানুযায়ী ঠিকাদার সংস্থাকে বিনামূল্যে ওই



রাস্তা মেরামত করার কথা। কিন্তু তা না করে মেরামতের জন্য নতুন টেন্ডার হয় কীভাবে? ঠিকাদার সংস্থাকে সুযোগ করে দিয়ে কাটমানি গল্প রয়েছে।'

যদিও এদিন উদ্বোধনে কিশোরীমোহন দাবি করেছেন, পথশ্রী প্রকল্পে রক্ষণাবেক্ষণের সময়সীমা এক বছর। তিনি বলেন, 'রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছিল, মানুষের স্বার্থে নতুনভাবে মেরামত করা হচ্ছে।' মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানিয়েছেন, কোন রাস্তা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। যদি এমনটা হয় তবে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তপূর্বক উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।

## বিবাদ বিধায়ক ও সভাধিপতির

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ৯ মার্চ :** বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা শুরুর আগেই নকশালবাড়িজুড়ে রাজনৈতিক তর্জা তুঙ্গে। মঙ্গলবার নকশালবাড়িতে শুরু হবে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা। সেই উপলক্ষ্যে বিজেপির পক্ষ থেকে নকশালবাড়ির অলিগলি পদ্ম শিবিরের ঝান্ডায় ভরে যায়। সোমবার সন্ধ্যা থেকেই ঘাসফুল শিবিরের কর্মী-সমর্থকরাও পালটা ঝান্ডা লাগানো শুরু করেন।

এদিন সন্ধ্যায় নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে দলীয় পতাকা লাগাতে ব্যস্ত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। অদূরে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার মঞ্চ তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। সেই মঞ্চের কাজ খতিয়ে দেখতে বাসস্ট্যান্ডে আসেন বিজেপির নকশালবাড়ি মাটিগাড়ার বিধায়ক আনন্দময় বর্মন সহ অন্য কর্মীরা। তৃণমূলের দলীয় ঝান্ডা লাগানো নিয়ে অভিযোগ জানাতেই শুরু হয় তর্কবিতর্ক। প্রথমেই বিজেপি কর্মীরা বিধায়কের সামনে সভাধিপতিকে দলীয় ঝান্ডা লাগানোর বিষয়টি তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, যেখানে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার মঞ্চ তৈরি হচ্ছে তার কাছেই

### দলীয় পতাকা লাগানোর রেষারেষি

তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা দলীয় পতাকা লাগিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ শুনেই সভাধিপতি ক্ষোভ উগরে বিধায়ককে পালটা বলেন, 'প্রশাসনের তরফে এই ঝান্ডা লাগানোর অনুমতি আপনাদের কাছে আছে? গত পাঁচ বছরে আপনারা কী কাজ করেছেন?' বিধায়ক পালটা বলেন, 'সেটা মে মাসে বোঝা যাবে।'

এই বিবাদে বাদ থাকে না ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র প্রসঙ্গও। সভাধিপতি বলেন, 'এসআইআরে যাদের নাম কেটেছে তারা সবাই কি রোহিঙ্গা?' বিধায়ক পালটা উঁচু স্বরে বলেন, 'হিন্দুদের জন্য আপনাদের ভাবার দরকার নেই সেজন্য আমরা আছি।'

গোটা ঘটনা নিয়ে বিজেপির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ক্ষোভ উগরে বলেন, 'আমাদের পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা নিয়ে তৃণমূল খুবই চিন্তিত। তাই তারা হতাশ হয়ে আমাদের দলীয় পতাকাকে ঢেকে দিয়ে তাদের পতাকা ঝুলিয়ে দিচ্ছে।'

এদিকে সভাধিপতি অরুণ ঘোষের যুক্তি, 'পতাকা লাগিয়ে আমি ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। এমএলএ সাহেবকে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম থানার অনুমতি আছে কি না? আপনারা কী করেছেন যে মানুষ আপনাদের ভোট দেবে। এসব প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে বিজেপির কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।'

## দিনের বাসে আয়ে ঘাটতি নিগমের

**শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ :** যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) শিলিগুড়ি-কলকাতা ডে বাস সার্ভিস শুরু করেছিল, এক মাসের বেশি সময় হয়ে গেলেও তার ধারেকাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নতুন পরিষেবা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে ফাঁপরে পড়েছে কর্তৃপক্ষও।

দীর্ঘ ছ'বছর পর চলতি বছর ফেব্রুয়ারির শুরুতে ফের শিলিগুড়ি-কলকাতা ডে বাস সার্ভিস শুরু করা হয়। ঠিক হয় প্রতিদিন একটি বাস শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাবে। অপরদিকে, একইদিনে একটি বাস কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসবে। এইভাবেই সপ্তাহের সাতদিন পরিষেবা চালু থাকবে। কর্তৃপক্ষের আশা ছিল দু'দিকেই টিকিটের দাম ৩৫০ টাকা হওয়ায় এবং বাসে ৫৫টি সিট থাকায় রোজ একটি বাস থেকে ১৯ হাজার ২৫০ টাকা করে আয় হবে। তাছাড়া অনেকে শিলিগুড়ি থেকে ইসলামপুর বা মালদা পর্যন্ত গেলে, সেখান থেকে আবার নতুন যাত্রী উঠলে কিছু বাড়তি আয় হবে। সবমিলিয়ে রোজদিন ৪০ হাজার টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল নিগম। যদিও পরিষেবা শুরু হওয়ার পর শেষ এক মাসে সেই লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছানো যায়নি। এখনও পর্যন্ত একদিনই সর্বোচ্চ ৩৩ হাজার টাকা আয় হয়েছে।

যদিও লক্ষ্যমাত্রায় না পৌঁছানোর কারণ হিসাবে নিগমের কর্তারা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার এবং রমজান মাসের বিষয়টি সামনে এনেছেন। নিগমের শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে-র যুক্তি, 'বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা মনে করছি, ১৫ মার্চের পর থেকে দৈনন্দিন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।'

তবে লক্ষ্যমাত্রায় না পৌঁছানোর পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে বলে মনে করছে নিগমের কর্মীরা। নিগমের বাম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যর কথায়, 'গত ছয়-সাত বছরে ডিজেলের দাম বাড়লেও সরকারের নির্দেশে ভাড়া বাড়ানো হয়নি। সেকারণেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যাচ্ছে না।'

তাছাড়া এই বাস পরিষেবায় সেভাবে যাত্রী না হওয়ার পিছনে বর্তমান সময়ে জীবনযাত্রার পরিবর্তনও একটা কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এই বাস অনেক বেশি জায়গায় দাঁড়াচ্ছে, ফলে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় পৌঁছাতে ১৩ ঘণ্টারও বেশি সময় লাগছে। যাত্রী কম হওয়ার পিছনে এটাও একটা বড় কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নিগমের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকার অবশ্য বলছেন, 'বহুদিন পর ডে সার্ভিস পরিষেবা শুরু হয়েছে। তাই যে করে হোক, এই পরিষেবা আমাদের দাঁড় করাতেই হবে। আসলে এই বাস পরিষেবা পরীক্ষার মধ্যে শুরু হয়েছে বলে আশানুরূপ যাত্রী হয়নি। তবে, এই মাস থেকে ধীরে ধীরে যাত্রী সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী হবে।' তিনি আরও জানান, এই পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে ডে সার্ভিসে সিএনজি এসি বাস ব্যবহারের ব্যাপারেও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।



দোল দোল দুলুনি।। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পার্কে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

# নাম বাদ ভোটারদের, অনশনে উদয়ন

**দিনহাটা, ৯ মার্চ :** বেছে বেছে তৃণমূলের ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে 'বিচারাধীন' করে দেওয়া হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ওই বিচারাধীনদের ভোট সুনিশ্চিত করার দাবিকে সামনে রেখে সোমবার দিনহাটা মহকুমা শাসকের করণের সামনে গণ অনশনে বসেন উদয়ন। অনশন মঞ্চ থেকে বিজেপিকে একহাত নেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের তুলোধোনা করেন উদয়ন। তিনি বলেন, 'পরিকল্পিতভাবে ভোটার লিস্ট ধরে ধরে এবং পুরোনো ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে এই কাজ করেছে।' এখানেই থেমে থাকেননি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। রীতিমতো পরিসংখ্যান ধরে তিনি দাবি করেন, তাঁর দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় নয়ারহাট, চৌধুরীহাট, শুকারুরকুঠির মতো গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যেখানে প্রতিটি নির্বাচনে তাঁদের লিড থাকে সেখানেই ১৬ হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে। একইরকমভাবে সিতাই বিধানসভারও গিতালদহ-১, গিতালদহ-২, ওকরাবাড়ি ও আটিয়াবাড়ির মতো গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বহু ভোটারের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারাধীনের তালিকায় রাখা হয়েছে। উদয়ন বলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন ভোটারদের ভোটদানের অধিকার দিতে হবে।'

মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন পরিকল্পিতভাবে যদি একটি রাজনৈতিক দলের ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে অন্য দলকে সুবিধা করে দিতে চায় তাহলে আমরাও পালটা এসআইআর করে তাদের নাম বাদ দিয়ে দেব।' আগের ঘোষণামতোই এদিন সকাল ৯টা থেকে অনশন মঞ্চে হাজির হন উদয়ন। মোট তিনটি মঞ্চে ২০০ জন তৃণমূল নেতা-কর্মী ওই অনশনে শামিল হন। মঙ্গলবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ওই অনশন কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছে তৃণমূল।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কটাক্ষ করতে গিয়ে ধনেশপাখির সঙ্গে তুলনা করেন উদয়ন। তিনি বলেন, 'যে বিজেপি দিল্লি থেকে ধনেশ পাখির তেল এনে শক্তি বাড়াতে চাইছে, তাতে কোনও লাভ হবে না।'

এদিকে, তৃণমূলের ওই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। দলের জেলা কমিটির সম্পাদক অজয় রায় বলেন, 'কলকাতায় দিদির নাটক চলছে। আর দিনহাটায় উদয়নের নাটক চলছে। আসলে ভোট এসেছে তাই নাটক দেখাতে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। আর যাই হোক অনেক খেয়ে পেট ফুলিয়েছেন। এরকম দু'-একবার অনশন করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।'

উল্লেখ্য, এসআইআর তালিকা প্রকাশের পর রাতারাতি পালটে গিয়েছে একাধিক বিধানসভার চিত্র। দিনহাটা বিধানসভায় বিচারাধীন তালিকায় নাম রয়েছে ৩৫ হাজার ৯৩২ জনের। অন্যদিকে দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচি বিধানসভা মিলিয়ে বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা ৪৫ হাজার ৯৩৪। তৃণমূলের আশঙ্কা, বিচারাধীন যে নামের তালিকা রয়েছে তাতে দিনহাটা বিধানসভার নয়ারহাট, চৌধুরীহাট ও শুকারুরকুঠি-এই তিন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম পঞ্চায়েতে সব থেকে বেশি। আর এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই বরাবরই তৃণমূল বিশাল অঙ্কের ভোটে লিড পেয়ে থাকে। এর ফলে সময়মতো বিচারাধীন ভোটারের নাম যদি নিষ্পত্তি না হয় বা তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারেন তাহলে ভোটের ফলাফল অনেকটাই বদলে যেতে পারে তা ভালো করে বুঝতে পেরেছে শাসকদল। আর তাই বিচারাধীন নামের নিষ্পত্তি নিয়ে আন্দোলন জোরালো করতে চাইছে শাসকদল।




অনশন মঞ্চে উদয়ন গুহ। সোমবার।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৮৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৫ ফাল্গুন ১৪৩২

## ধাক্কা পদের গরিমায়

প্রোটোকলের তোয়াক্কা করেনি রাজ্য। রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে রাজ্যের কোনও মন্ত্রী ছিলেন না শিলিগুড়িতে। সেটা নিতান্তই প্রশাসনিক শিষ্টাচারের প্রশ্ন। তবে রাজ্যের তরফে তার চেয়েও বড় খামতি রাষ্ট্রপতির সভাস্থলের দেখভাল না করা। প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সরকারি বা বেসরকারি যে কর্মসূচিই করুন না কেন, তাতে সবরকম সহযোগিতা করতে হয় স্থানীয় প্রশাসনকে। ঘটনা পরম্পরায় স্পষ্ট, বাংলার প্রশাসন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই সেই দায়িত্ব পালন করেনি।

এধরনের খামতিতে রাষ্ট্রপতির দপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতেই পারে। রাজ্য সরকারের কৈফিয়ত চাইতে পারে। রাষ্ট্রপতির উষ্মার কথা পৌঁছে দিতে পারে রাজ্যকে। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ বা সুপারিশও করতে পারে। রেকর্ড ঘাঁটলে দেখা যায়, অতীতে এরকম ক্ষেত্রে এমনই হয়েছে। একবার পুলিশের ডিজি রাষ্ট্রপতির বিদায়বেলায় বিমানবন্দরে না থাকায় তাঁর দপ্তর রাজ্যকে কড়া চিঠি লিখেছিল। কিন্তু তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও হইচই করেনি।

দ্রৌপদী মুর্মু কিন্তু সেপথ মাড়ালেন না। বরং রাজ্যের খামতির সমালোচনার ব্যাটনটা নিজের হাতে তুলে নিলেন। সেই ব্যাটন হাতে নিছক রাজ্য প্রশাসনের নয়, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে যেসব কথা বললেন, তা সাধারণত তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বলে থাকেন। রাজ্য প্রশাসন অন্যায় করেছে সন্দেহ নেই। সেজন্য প্রশাসনিক নিয়ম ও শিষ্টাচার মেনে ব্যবস্থা গ্রহণের বদলে রাষ্ট্রপতি প্রকাশ্য জনসভাকে বেছে নিলেন সমালোচনার জন্য।

একটি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের নাম করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমালোচনা মোটেও দেশের সাংবিধানিক প্রধান সুলভ হয়নি। তিনি বলেছিলেন, মমতা চান না যে তিনি বাংলায় আসেন। এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের চেয়েও তাঁর মুখে ছিল কার্যত রাজনৈতিক অভিযোগ। দ্রৌপদী বলেছিলেন যে, তাঁর মনে হয় না যে, এরাজ্যের সাঁওতালরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পান।

রাষ্ট্রপতির কর্মসূচির জন্য রাস্তাঘাট পরিষ্কারের ব্যবস্থা না করে, জঞ্জাল না সরিয়ে, এমনকি সভাস্থলে পানীয় জল দূরের কথা মঞ্চের পিছনে টয়লেট ব্লকে জলের জোগান না দিয়ে রাজ্য প্রশাসন বিরাট গাফিলতি করেছে। বাস্তবে রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন্দ্র বিরোধিতা বা বিজেপির প্রতি বিদ্বেষের সঙ্গে এক করে ফেলেছিল রাষ্ট্রপতির কর্মসূচিতে সহযোগিতা না করে। তৃণমূল সরকার এই আচরণ করেছে রাজনৈতিক স্বার্থে।

কিন্তু এইসব রাষ্ট্রপতির ভবন সরাসরি রাজ্য সরকারকে কিছু জানিয়েছে বলে খবর মেলেনি। কিন্তু সভায় দ্রৌপদীর ভাষণকে ব্যবহার করে তৃণমূল বিরোধিতার অ্যাজেন্ডাকে বাস্তবায়িত করতে দ্রুত আসরে নেমে পড়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপি নেতৃত্ব। নয়াদিল্লি থেকে প্রথমে গোলাবর্ষণের সূত্রপাত ঘটান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে। তারপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীরা তো বটেই, বিজেপির দলগত সোশ্যাল মিডিয়া সেল তৃণমূল বিরোধী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রপতির মতো রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকা একটি পদকে কেন্দ্র করে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির স্রোত আছড়ে পড়ে। সেই সুযোগটা করে দিয়েছিলেন দ্রৌপদী মুর্মু নিজে। তাঁর এই কর্মকাণ্ড ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বকালে রাষ্ট্রপতি পদে জ্ঞানী জৈল সিং বা ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের ভূমিকাকে মনে করিয়ে দেয়। জৈল সিং প্রকাশ্যে নিজেকে ইন্দিরার হনুমান বলে দাবি করেছিলেন।

অতীতে ধারণা, এমনকি বিশ্বাস ছিল যে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, বিচারপতি, বিচারকরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, এই পদগুলিতে আসীন ব্যক্তিত্বদের আচরণ সমালোচনার যোগ্য হয়ে উঠছে। পদের গরিমা বজায় রাখার প্রথম ও প্রাথমিক দায়িত্ব একান্তভাবে পদাধিকারীদের। এই তথ্য মনে না রাখলে প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভেদরেখা গুলিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতি গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেও শোভনীয় নয় কখনও। রাষ্ট্রপতি এসেছিলেন সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দিতে। ক্ষমতার কারবারিদের চাপানউতোরে জানা গেল না, সম্মেলনে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর স্বার্থে আদৌ কোনও আলোচনা হল কি না।

## অমৃতধারা

জীবনের ভিত্তি খুব পাকা হওয়া চাই। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যাইবে। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। কায়মনোবাক্যে বীর্য ধারণ করিবে। বীর্য জীবন, বীর্যই প্রাণ,বীর্যই মানুষে যথাসর্বস্ব। বীর্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বীর্য রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয়। আর এই বীর্য নষ্ট করিলেই মানুষ পশুত্বপ্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন কিছু সময় প্রার্থনা ও ভগবানের নাম জপ করিবে। নাম করিলে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, কু-বাসনা, কু-প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

# খাদের কিনারা থেকে বিশ্বজয়ের রূপকথা

ফর্ম সাময়িক, ক্লাস চিরস্থায়ী— এই মন্ত্রেই ভর করে সমালোচকদের জবাব দিয়ে দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিলেন সঞ্জুরা।

**কুশল হেমব্রম**



আহমেদাবাদে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর গোটা দেশ এখন উৎসবের ঘোরে ভাসছে। কিন্তু এই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের আড়ালে একটি রূঢ় সত্য নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে— এ দেশের ক্রিকেট-জনতার আবেগ চরম পরিবর্তনশীল। গতকাল যাঁরা খলনায়ক ছিলেন, আজ রাতারাতি তাঁরাই জাতীয় বীর! গৌতম গম্ভীর বা অজিত আগরকারের দিকে কিছুদিন আগেও ধেয়ে আসছিল তীক্ষ্ণ কটাক্ষের বাণ, আজ তাঁদের মাথাতেই উঠছে জয়ের মুকুট। সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে সমালোচনা এখন আর গঠনমূলক নেই, তা অত্যন্ত বিষাক্ত ও নির্মম। কয়েকটা ইনিংসে রান না পেলেই খেলোয়াড়দের তুলোধোনা করা আমাদের যেন অলিখিত জাতীয় অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। ক্রমাগত নেতিবাচক কোলাহল একজন খেলোয়াড়ের মানসিক স্থিতি নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু গম্ভীর এবং তাঁর থিংকট্যাংক ঠিক এই বিষাক্ত কোলাহলকেই ড্রেসিংরুমের দরজার বাইরে আটকে রাখতে পেরেছিলেন।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আসল জয়টা মাঠের ২২ গজে নয়, হয়েছে ড্রেসিংরুমের চার দেওয়ালের অন্দরে। বাইরে যখন সমালোচনার প্রবল ঝড়, ফর্মে না থাকা খেলোয়াড়দের ছাঁটাইয়ের দাবিতে যখন সোশ্যাল মিডিয়া সোচ্চার, ম্যানেজমেন্ট তখন ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা দেখিয়েছে। ঈশান কিষান, সঞ্জু স্যামসন বা তরুণ অভিষেক শর্মা— টপ অর্ডারের এই তিন ব্যাটারই ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগেছেন। কখনও শুরুটা ভালো করেও উইকেট ছুড়ে দিয়েছেন, তো কখনও খাতা খোলার আগেই ফিরেছেন। কিন্তু গম্ভীর এবং দলের অধিনায়ক তাঁদের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস হারাননি। তাঁদের একটাই অমোঘ মন্ত্র ছিল— 'ফর্ম সাময়িক, কিন্তু ক্লাস চিরস্থায়ী'। খেলোয়াড়দের যোগ্যতার ওপর ম্যানেজমেন্টের এই অবিচল বিশ্বাসই শেষপর্যন্ত ম্যাজিকটা করে দেখাল। যখন দলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, ঠিক সেই মোক্ষম সময়েই, সব চাপের পাহাড় টপকে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় মঞ্চে নিজেদের জাত চেনালেন তাঁরা।

এই প্রত্যাবর্তনের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ নিঃসন্দেহে সঞ্জু স্যামসন। গত রাতের মহাকাব্যিক ইনিংসের পর তাঁর বলা কথাগুলো শুধু ক্রিকেটের ব্যাকরণ নয়, যেন জীবনেরই এক অমোঘ মন্ত্র। টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে তাঁর চোখেমুখে ছিল অদ্ভুত প্রশান্তি। ব্যক্তিগত সেঞ্চুরির মাইলস্টোনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আমাদের রেকর্ড-সর্বস্ব ক্রিকেট সংস্কৃতিতে যা এক বিরল ঘটনা। নিজের রেকর্ড বিসর্জন দিয়ে দলকে জেতানোই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে, যা প্রমাণ করে তিনি কতটা পরিণত এবং দলের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ।

তবে এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে এক দীর্ঘ যন্ত্রণার ইতিহাস। ২০২৪ সালের বিশ্বকাপে ব্রাত্য থাকার কষ্ট তাঁকে কুরে খেয়েছে। সেই দিনগুলোতে তিনি হাল না ছেড়ে বারবার এই বিশ্বজয়ের মুহূর্তটা কল্পনা করতেন। এরপর নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর মনোবল পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এবার হয়তো সব শেষ! কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। সঞ্জুর কথায়, 'স্বপ্ন দেখার সাহস দেখিয়েছিলাম বলেই আজ এই পুরস্কার পেলাম।' গত কয়েক মাস ধরে শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ এবং অমূল্য পরামর্শ সঞ্জুকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলেছে। যখন চারপাশের সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন একজন কিংবদন্তির গাইডেন্স কতটা আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে, গত রাতে সঞ্জুর ব্যাট তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।



স্বপ্নপূরণ। - এএফপি

**সোশ্যাল মিডিয়ার বিষাক্ত ট্রোলিং আর অফ-ফর্মের প্রবল চাপকে মাঠের বাইরে রেখে খাদের কিনারা থেকে দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিলেন সঞ্জু, অভিষেক ও ঈশানরা। 'ফর্ম সাময়িক, ক্লাস চিরস্থায়ী'— ম্যানেজমেন্টের এই ইস্পাতকঠিন বিশ্বাস আর খেলোয়াড়দের হার না মানা অদম্য জেদ প্রমাণ করল, চরম ব্যর্থতার দিনেও নিজের প্রতি অবিচল আস্থা থাকলে যে কোনও অসম্ভবকেই সম্ভব করে বিশ্বজয় করা যায়।**

একই রকম গভীর মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন তরুণ ওপেনার অভিষেক শর্মাও। বিশ্বকাপ ফাইনালের মহারণে দাঁড়িয়ে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ্যে আনার জন্য বুকের পাটা লাগে। অভিষেক অকপটে সেই দ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করেছেন। আইপিএলে দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও, বড় টুর্নামেন্টের মাঝপথে এসে তিনি নিজের সামর্থ্য নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। চরম হতাশায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে চোখে জল নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন কোচ আর অধিনায়কের কাছে। তাঁরা তিরস্কার করেননি, বরং বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'তুমিই আমাদের বড় ম্যাচগুলো জেতাবে। তোমার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে।' এই একটা কথাই জিয়নকাঠির মতো কাজ করেছিল। নিজের ওপর বিশ্বাস হারানো একজন তরুণ যখন দেখেন গোটা দল তাঁর পাশে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে, তখন অসম্ভবকে সম্ভব করার স্পর্ধা জন্মায়। গতকাল আহমেদাবাদের মাঠে অভিষেকের ব্যাট যেন সেই ফিরে পাওয়া আত্মবিশ্বাসেরই জ্বলন্ত বিস্ফোরণ।

ঈশান কিষানের গল্পটাও অভিন্ন। চরম রানখরার পরেও ম্যানেজমেন্ট তাঁর সামর্থ্যে আস্থা রেখে দলে টিকিয়ে রেখেছিল। এই ত্রয়ীর ঘুরে দাঁড়ানোর অসামান্য আখ্যান আসলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের এক দারুণ অনুপ্রেরণা। ক্রিকেট এখানে শুধু খেলা নয়, জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। আমাদের জীবন সব সময় সরলরেখায় চলে না। চরম ব্যর্থতা বা লোকসানে ডুবে গিয়ে অনেক সময় মনে হয়, পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। চারপাশের মানুষের সমালোচনা আর কটাক্ষ যখন বিষাক্ত তিরের মতো বেঁধে, তখন লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঠিক সেই সময়টাতেই হাল না ধরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি।

সঞ্জু, অভিষেক বা ঈশানরা রবিবার রাতে শুধু বিশ্বকাপ জেতেননি, চরম বাস্তব শিক্ষা দিয়ে গেলেন— মেধা থাকলেই হয় না, কঠিন সময়ে নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। একটা পুরোনো প্রবাদ আছে, ঈশ্বর তাঁদেরই সাহায্য করেন, যাঁরা নিজেদের সাহায্য করে। ঈশ্বর আপনার হয়ে মাঠে নেমে রান করে দেবেন না, কিন্তু নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরালে এবং ব্যর্থতার পরেও ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখলে, সুযোগ ঠিকই আসে। এই তরুণ তুর্কিরা প্রমাণ করলেন, স্বপ্ন দেখার সাহস আর অদম্য জেদ থাকলে খাদের কিনারা থেকেও বিশ্বজয় সম্ভব। বাইরের কোলাহল আর ট্রোলিংকে দূরে সরিয়ে নিজের কাজের ওপর ফোকাস করাই আসল চাবিকাঠি। এই জয় শুধু ভারতীয় ক্রিকেটের নয়, মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তির, হার না মানা বিশ্বাসের। আগামী প্রজন্মের কাছে এই বিশ্বকাপ জয় তাই শুধুমাত্র একটি ট্রফি হয়ে থাকবে না, হয়ে থাকবে প্রত্যাবর্তনের এক মহাকাব্যিক রূপকথা।

*(লেখক শিক্ষক)*

## আজ

**১৯৪৪**



আজকের দিনে জন্ম সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের।



**১৯৮০**

আজকের দিনে প্রয়াত হন লেখক সুবোধ ঘোষ।

## আলোচিত



আজকের রাতই হোক সেই রাত, যে রাতের পর বাংলায় যেন কোনও বেআইনি অস্ত্র, বোমা, বেআইনি নগদ টাকা ও মদের কারবার দেখতে না পাই। অর্থাৎ ভোটের আগে বেআইনি মদ, অস্ত্র, বোমা ইত্যাদি যা বাজেয়াপ্ত করতে হয়, আজ রাতের মধ্যেই করতে হবে। কালকের জন্য যেন কিছু ফেলে রাখা না হয়।

- জ্ঞানেশ কুমার

## ভাইরাল/১



উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের অস্ত্রচালনার কৌশল সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। মন্দিরে আয়োজিত রংপঞ্চমী উৎসবে উপস্থিত হন তিনি। সাদা গেঞ্জি ও গেরুয়া ধুতি পরে দু'হাতে অস্ত্র ধরে এদিক-ওদিকে ঘুরিয়ে কৌশল প্রদর্শন করেন।

## ভাইরাল/২



ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূমের সরকারি হাসপাতালে নবজাতকের মৃত্যু হয়। গ্রাম দূরে হওয়ায় মৃতদেহ নিয়ে যেতে গাড়ির ব্যবস্থা করার অনুরোধ করে পরিবারটি। রাজি হয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শেষে কার্টনে করে হেঁটে ওই শিশুকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

জনমন

জনমত

## নারীরা আজও সেই তিমিরেই

সম্প্রতি পেরিয়ে এলাম নারী দিবস। এই বিশেষ দিনে ঘটা করে বিভিন্ন জায়গায় নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু আদৌ কি নারী দিবস পালনের যৌক্তিকতা রয়েছে?

আজ নারীরা অনেকেই শিক্ষিত আর স্বাধীন। নারী পরনির্ভরশীল নয়। নারী আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিচিত্র কর্ম-প্রেরণায়। নানা ক্ষেত্রেই নারীর সাফল্যের স্বীকৃতি। তারপরেও আমাদের দেশের শিশুকন্যা থেকে শুরু করে কিশোরী, তরুণী এমনকি শিক্ষিতা, চাকরিরতা, বয়স্ক নারীদের নিরাপত্তার অভাব বোধ হচ্ছে। শুধুমাত্র পুরুষের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কিছু সংখ্যক মানুষরূপী পুরুষ পশুদের সঙ্গে সেই মানসিকতার মহিলারাও দরিদ্র পরিবারের নারীদের নানা লোভ দেখিয়ে কুপথে পরিচালিত করে মোটা পয়সা রোজগার করছে।

মাতৃতুল্য মহিলারা দরিদ্র পরিবারের শিশুকন্যাদের দুষ্টচক্রের হাতে তুলে দিয়ে পয়সা রোজগার করছে। তাছাড়া আমাদের সমাজে শিক্ষিতা, চাকরিরতা নারীদের ধর্ষণ করে খুন করা হচ্ছে। সেইসব খুনিদের চিহ্নিত করা হচ্ছে না। তাদের শাস্তি এমনকি বিচার হচ্ছে না। এইসব বিষয় সমাজের, দেশের তাবড় তাবড় ব্যক্তিদের অজানা নয়।

আসল কথা হচ্ছে, আমার কন্যাটি যেন নিরাপদে থাকে, অন্যরা যাক গোল্লায়। এই ভাবনাটা যতদিন আমাদের সমাজের, রাজ্যের, দেশের ক্ষমতাবান পুরুষ-মহিলাদের মনে থাকবে ততদিন নারী অবমাননার দিন শেষও হবে না আর এসবের সুবিচারও হবে না। তাই ঘটা করে নারী দিবস পালনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

**অঞ্জলি চন্দ (দত্ত)**
**পান্ডাপাড়া পার্ক মোড়, জলপাইগুড়ি।**

## আহমেদাবাদে শাপমোচন ঘটল

প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা সহজ, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারাটা ভীষণ কঠিন। সদ্য সমাপ্ত আইসিসি টি২০ দশম বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে টিভির পর্দায় হিটম্যান রোহিত শর্মাকে (এই বিশ্বকাপের শুভেচ্ছা দূত) বলতে শোনা যেত, 'হিস্ট্রি ডিফেন্ড করেঙ্গে, হিস্ট্রি রিপিট করেঙ্গে।' প্রথমটায় আমিও ভাবতাম, ভারত কি সত্যিই পারবে দ্বিতীয়বারের জন্য টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে? কিন্তু সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শাপমোচন ঘটিয়ে ট্রফিটা জয় করেই নিল।

টি২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় এবং কোচেদের আন্তরিকভাবে জানাই অজস্র শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই প্লেয়ার অফ দি টুর্নামেন্ট সঞ্জু স্যামসনকে। গোটা টুর্নামেন্টে যার মহা মূল্যবান ও কার্যকরী ৩২১ রান ভারতকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট বড় ভূমিকা পালন করেছে। এভাবেই আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেটে আরও উজ্জ্বল, সোনালি সাফল্যের আশায় রইলাম।

**সঞ্জীবকুমার সাহা**
**উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যে হারানো এক রিক্ত সমাজ

অন্ধকার ঋণের জালে বন্দি মেকি আভিজাত্য থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন সুস্থ মূল্যবোধ ও গভীর আত্মসমালোচনা।

**সাহানুর হক**



বছর তিনেক আগে লোকদেখানোর খাতিরেই গ্রামের বাবুনদা পরিবার সহ শহরে চলে যান। শহরে যাওয়ার পরই মাথা তুলে দাঁড়াল দোতলা বাড়ি। প্রথমে ছিল বাইক, তারপর চার চাকার গাড়ি। এসব দেখে গ্রামের বহু মানুষের মুখে শোনা যায়— বাবুনদারা অত্যন্ত সুখী পরিবার। অথচ একদিন বাবুনদার গুরুতর অসুস্থতার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, মাথায় পঁচিশ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা তাঁর। শুনে বিস্ময় জাগে। আদৌ কি দরকার ছিল এমন কৃত্রিম সুখের? আদতেই এমন জীবন কতটা স্বস্তির?

বাবুনদা ও তাঁর পরিবারের মতো অনেকেই আজ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছেন। লোকদেখানো জীবনযাপনে অভ্যস্ত এইসব মানুষ অন্যকে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য দেখালেই বোধহয় তৃপ্তি পান। অথচ দিনশেষে আত্মতৃপ্তির বেলায় দেখা যায়, ডাল বা আলুসেদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়ে অথবা না খেয়েই হয়তো রাত কাটাচ্ছেন তাঁদের অনেকেই। অর্থাৎ পেটে অন্ন না থাকুক, অন্যের সামনে নিজেদের প্রদর্শন করাতেই হবে। প্রাচীনকাল থেকেই এমন প্রবণতা থাকলেও ইদানীংকালে এর বাড়বাড়ন্ত অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে। ধীরে ধীরে এই প্রদর্শনীই যেন বর্তমান সমাজের 'ট্রেন্ডিং' বা মূল ধারা হয়ে উঠছে, যা শহর থেকে গ্রামেও ছড়িয়ে যাচ্ছে লতাগুল্মের ডালের মতোই।

আগে যেখানে পরিচয় নির্ধারিত হত মূল্যবোধ, জ্ঞান বা কর্মে, এখন তা নির্ধারিত হচ্ছে বাহ্যিক সাফল্য, ব্র্যান্ডেড জীবনযাপন এবং ভার্চুয়াল সুখ প্রদর্শনীর ওপর। যার ফলস্বরূপ 'আমি কে'— এই মৌলিক প্রশ্নটি বদলে যাচ্ছে 'আমি কী দেখাতে পারি'-এর অসুস্থ প্রতিযোগিতায়। এই প্রেক্ষিতে তরুণ প্রজন্মের কথা না বললেই নয়। বাবা দিনমজুরি করে সংসার চালান, অথচ জন্মদিনে জাঁকজমকপূর্ণ রেস্তোরাঁয় সব বন্ধুকে বিরিয়ানি পার্টি দিতেই হবে হতভাগ্য বাবার কলেজ পড়ুয়া সন্তানকে। তা না হলে বন্ধুদের সামনে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়! এভাবেই এক অবাস্তব সমাজের সদস্য হয়ে উঠছি আমরা।


-এআই

এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও একই ছবি। বন্ধু বৃত্তের কেউ কেউ নিয়মিত দামি রেস্তোরাঁ থেকে ডুয়ার্সের পাহাড়ি রিসর্টে ভ্রমণের ছবি পোস্ট করাতেই মগ্ন। আজ 'অমুক' এটা করেছেন তো কাল 'তমুককে' সেটা করতেই হবে। এমনই এক ভার্চুয়াল প্রতিযোগিতায় ভেসে বেড়াচ্ছে সমাজ। প্রশ্ন একটাই, এত রং মাখানো জীবন বা আনন্দঘন মুহূর্তের ছড়াছড়ি একে অপরকে দেখিয়ে কী লাভ, যদি দিনশেষে নিজেরাই নিজেদের তৃপ্ত চোখে দেখতে না পারি?

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভারতের কমবেশি সত্তর শতাংশ আইফোন ব্যবহারকারী নাকি ইএমআই দিয়ে ফোন কিনে থাকেন। এই তথ্য শোনার পর হাসবেন না কাঁদবেন, তা ভাববার বিষয়। একবার ভেবে দেখুন, শৌখিনতার সীমারেখা ছাড়িয়ে আমরা ঠিক কোন অতলে পৌঁছেছি। এই সামাজিক ব্যাধি থেকে উত্তরণের জন্য এখনই প্রয়োজন মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা ও আত্মসমালোচনার চর্চা। এই শৌখিন মানুষের জানা দরকার— মানুষের প্রকৃত মূল্য তার চরিত্রে, সহমর্মিতা ও দক্ষতায়; বাহ্যিক চাকচিক্যে নয়।

অস্থির সময়ের দৈনন্দিন যাপনের পর শব্দহীন রাতে পরিবারের সঙ্গে খাবার টেবিলে বসলে বোঝা যায়, আমাদের বৈচিত্র্যময় জীবনে গদ্য ও পদ্যের ভ্রমের মাঝেই আসল সংগ্রাম। তবুও সংবিৎ ফিরছে না জীবনের এই অতল বিপাকে। প্রত্যেকেই যেন হাজারো কঠিন ব্যাধির ঘাড় চেপে 'শো-অফ' নামক খেয়ায় চড়ে বাবুনদাদের মতোই দিনকে রাত আর রাতকে দিন মনে করে অজান্তেই এক অনন্তের দিকে এগিয়ে চলেছি। কী জানি কোন উদ্দেশ্যে, কোথায় এই যাত্রার শেষ? সমাজ-বৈচিত্র্যের এই ব্যাধি থেকে মুক্তির পথ কবে সুগম হবে?

*(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৮৯

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ৫ | | | | | |
| ৬ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ৭ | | ৮ |
| ৯ | | ১০ | | ১১ | | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১২ | | | ★ | ১৩ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বনদেবীর আরেক নাম ৩। নিত্য, অবিনশ্বর, চিরন্তন ৫। কল্যাণকর, শুভকর ৬। নহবত-এর কথ্যরূপ ৭। দামামা জাতীয় প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ ৯। নানাবিধ কাঁচা শাকসবজি ১২। ইংরেজি বছরের একটি মাস ১৩। গমনাগমন,যাতায়াত, সঞ্চালন।

**উপর-নীচ :** ১। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের নামবিশেষ, শূন্যতাযান ২। পাখি ৩। দুর্গাদেবী, সরস্বতী, বীণাবিশেষ ৪। খেয়ামাঝি, খেয়াঘাটের শুল্ক আদায়কারী ৫। মনোগত ভাব, সম্মতি, বিধি, ধারা ৭। দুই ফোঁটাচিহ্নিত খেলার তাস ৮। প্রাচীন ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ ৯। দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি ১০। পর্বতের পাদদেশের জলপূর্ণ স্যাঁতসেঁতে অঞ্চল ১১। বাড়ির পশ্চাদভাগ, ছাঁচতলা।

### সমাধান ■ ৪৩৮৮

**পাশাপাশি :** ১। পরত ৪। নিযুত ৫। রাহা ৭। মণিকা ৮। দহরম ৯। বদনাম ১১। কনৌজ ১৩। কস্তা ১৪। কুঞ্জল ১৫। কাজরি।

**উপর-নীচ :** ১। পশ্চিম ২। তনিকা ৩। মতবাদ ৬। হামাম ৯। বর্ণিক ১০। মৎকুন ১১। কলকা ১২। জহুরি।

## বিন্দুবিসর্গ

## উচ্ছ্বাসে অশান্তি

টি২০ বিশ্বকাপে দেশের জয়ের উচ্ছ্বাস ঘিরে অশান্তির ঘটনা দুর্গাপুরে। শব্দবাজি পোড়ানো নিয়ে এক তরুণের নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। পুলিশের তরফে ঘটনা নিয়ে খোঁজখবর শুরু হয়েছে।

## স্মারকলিপি

আরজি কর সংক্রান্ত মামলায় দীর্ঘদিন ধরে নিষ্পত্তি হচ্ছে না। দ্রুত ন্যায়বিচার চেয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে প্রধান বিচারপতিকে স্মারকলিপি দিল অভয়া মঞ্চ। প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তাঁরা।

## আধুনিক যন্ত্র

গঙ্গার ঘোলা জলে বাধা পাচ্ছে ওয়াটার ড্রোন। তাই ডুবুরিদের সহায়তায় ৬ কোটি টাকা খরচে আধুনিক যন্ত্র কিনছে লালবাজার। যাতে কেউ তলিয়ে গেলে দ্রুত কাজ করা যায়। যন্ত্রগুলি ডিএমজির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

## উদ্যোগ পুরসভার

দক্ষিণ কলকাতায় জলসংকট মেটাতে ফারতাবাদে জলপ্রকল্প দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। ১০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন জল শোধনাগার তৈরি করছে পুরসভা।

# জ্ঞানেশকে স্পাইডারম্যান কটাক্ষ

## চার দিনের মাথায় অভিষেকের কথায় ধর্না প্রত্যাহার মমতার

**কলকাতা, ৯ মার্চ :** খোদ শহরে বসে পুলিশের তাবড় কর্তাদের কার্যত তুলোধোনা করছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। আর মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে সেই কমিশন-প্রধানকেই 'স্পাইডারম্যান' ও 'ভ্যানিশ কুমার' বলে তীব্র কটাক্ষে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

সোমবার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে কড়া বার্তা দিয়েছেন জ্ঞানেশ। সাফ জানিয়েছেন, ভোটে গাফিলতি বা নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠলে কাউকে রেয়াত করা হবে না, এমনকি মে মাসের পর ভোট মিটে গেলেও কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এডিজি আইনশৃঙ্খলা বিনীত গোয়েল-সহ একাধিক শীর্ষ অফিসারকে এদিন নাম ধরে ধমকও দেন তিনি। এই খবর ধর্নামঞ্চে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল সুপ্রিমো। জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে তাঁর তোপ, 'বেচারা ভ্যানিশ কুমার! ভ্যানিশিং পাউডার দিয়ে সব ভ্যানিশ করে দেবে! অফিসারদের আজ থ্রেট করেছেন। বলছেন মে মাসের পরও অ্যাকশন নেবেন। যেন সুপার গড! যেন বাচ্চাদের স্পাইডারম্যান, যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। আমি বলি, মে মাসের পর আপনি নিজে ওই চেয়ারে থাকবেন তো?' অফিসারদের বিষয়টি ট্যাক্টফুলি হ্যান্ডেল করারও পরামর্শ দেন তিনি।

শুধু কমিশন-প্রধানকে আক্রমণই নয়, এদিন ইভিএম নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন মমতা। তাঁর দাবি, 'এসআইআরের নামে চক্রান্ত করে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে এখন ইভিএমে কারচুপি করার ছক কষছে এরা। আমি সব খবর পেয়েছি।' বিজেপির বিরুদ্ধে 'গণতন্ত্রে গ্রহণ' লাগানোর অভিযোগ তুলে তাঁর নয়া স্লোগান- 'যতই ডাকো ইডি সিবিআই, ছাব্বিশের ভোটে হবে বাই বাই!'

এদিকে, টানা চারদিন ধর্নায় বসে থাকা দলনেত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁকে এবার ধর্না তুলে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট কথা, ৬০ লক্ষ ভোটারের অধিকার না ফেরা পর্যন্ত লড়াই চলবে ঠিকই, তবে রাজ্যের মানুষের স্বার্থেই মমতার আর শরীর খারাপ করা উচিত নয়। তাঁর কথায়, 'আপনি রাস্তায় থাকতে চান, কিন্তু তৃণমূলের ছাত্র-যুব আছে। তারা এবার এই লড়াই বুঝে নেবে।'

অভিষেকের এই বার্তার পরই মঙ্গলবার ধর্নামঞ্চের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে যুব তৃণমূলের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, খোদ জ্ঞানেশের উপস্থিতিতেই ধর্নার ব্যাটন ছাত্র-যুবদের হাতে দিয়ে, মমতাকে এবার প্রচারের ময়দানে নামানোর নিখুঁত ঘুঁটিই সাজাল ঘাসফুল শিবির।

অন্যদিকে, এদিন সকালেই মঞ্চের ঠিক পিছন থেকে, যেখান থেকে উত্তরবঙ্গগামী বাসগুলো ছাড়ে, বিজেপির 'ব্রিগেড চলো' লিফলেট বিলির অভিযোগে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল।

হাতেনাতে লিফলেট-বিলি ধরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঝাঁঝালো তোপ, 'বিজেপি ভীতু, কাপুরুষ, ভোটচোর! গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত ওদের।' টাকার লোভ দেখিয়ে হকারদের ব্রিগেডে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে মন্ত্রী শশী পাঁজাকে অবিলম্বে এফআইআর করার নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর হুঙ্কারের পরই হাতেনাতে দু'জনকে আটক করে পুলিশ। ধর্মতলায় এই দুঃসাহস ঘিরে ফুটছে বঙ্গ রাজনীতি।

*কাঠবেড়ালি কাঠবেড়ালি...* *কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

*সোমবার ধর্নামঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। -পিটিআই*

*সোমবার কালীঘাটে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও সিইও মনোজ আগরওয়াল। -পিটিআই*

# কমিশনের হ্যান্ডেলে পুজোর ছবিতে প্রশ্ন

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৯ মার্চ :** রাজ্যের ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবিবার রাতে দমদম বিমানবন্দরে নেমে অপেক্ষমান জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে গাড়িতে ওঠেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সোমবার সকালে কালীঘাটে পুজো দিতে যান তিনি। দুটি ঘটনারই ছবি কমিশনের এক্স হ্যান্ডেলে এবং সিইও ওয়েস্ট বেঙ্গলের মিডিয়া গ্রুপে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

এসআইআর-এর সূত্রে এই মুহূর্তে দেশে অন্যতম চর্চিত এবং বিতর্কিত নাম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বিশেষ করে এ রাজ্যের ক্ষেত্রে তো বটেই। সেই আবহে জ্ঞানেশ ও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রবিবার দমদম বিমানবন্দরে জ্ঞানেশের অভ্যর্থনায় রাজ্যের মুখ্য সচিব, ডিজি থেকে শুরু করে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক ও কমিশনের ডেপুটিরা যেখানে উপস্থিত সেই মঞ্চেই অপেক্ষমান জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে গাড়িতে ওঠা একেবারেই বিসদৃশ্য বলেই মনে হয়েছে রাজ্যের আমলাদের। কেন্দ্রীয় ক্যাডারে থাকা রাজ্যের এক আমলা বলেন, 'দমদম বিমানবন্দরে তাঁর আচরণ অনেকটা রাজনৈতিক নেতাদের মতো। কালীঘাটে পুজো দিতে যাওয়া তাঁর ব্যক্তিগত কর্মসূচির মধ্যে থাকতেই পারে। কিন্তু বিমানবন্দর ও কালীঘাটের ছবিকে যেভাবে কমিশনের সরকারি এক্স হ্যান্ডেলে ও সিইও ওয়েস্ট বেঙ্গলের গ্রুপে ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে তা একেবারেই কাঙ্ক্ষিত নয়।'

- রাজনীতিকদের মতো হাত নাড়তে নাড়তে গাড়িতে উঠলেন জ্ঞানেশ
- কালীঘাটে পুজো দিয়ে রাজ্যে হিংসামুক্ত ভোটের জন্য প্রার্থনা জ্ঞানেশের
- সাংবিধানিক সংস্থার প্রধানের ক্ষেত্রে এই আচরণ কতটা সংগত

নির্বাচন কমিশনকে যিনি প্রথম আম জনতার চর্চার মধ্যে এনেছিলেন তিনি প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষন। তাঁর ভূমিকাকে ঘিরে সে সময় বিতর্ক এবং চর্চা কিছু কম হয়নি। কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে শেষণ কখনও ব্যক্তিগত ইমেজকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসেননি। যা বর্তমান কমিশন কর্তার আমলে হামেশাই দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান হিসেবে নিরপেক্ষতার প্রশ্নে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'এক্স হ্যান্ডেলের পোস্ট নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না তবে সিইও ওয়েস্ট বেঙ্গলের পেজে দেওয়া সব কিছুই সিইও এবং কমিশনের নির্দেশে। সংবাদমাধ্যমে প্রচারের জন্যই।' তবে সমালোচকরা বলছেন, দমদম বিমানবন্দরে জ্ঞানেশের অর্ভ্যথনার ওই বর্ণময় ছবি ছাড়াও সেখানে জ্ঞানেশকে কালো পতাকা দেখানো ও গো ব্যাক স্লোগানের ছবিও ছিল। কালীঘাটেও এদিন পুজো দিতে গিয়ে একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। সেই ছবি কিন্তু প্রকাশ্যে আনেনি কমিশন।

# হাত মেলালেও বাবুল-রাহুলের তর্জা

## রাজ্যসভায় নির্বাচিত বাংলার ৫

**কলকাতা, ৯ মার্চ :** ভোটাভুটির আগেই দেওয়াল লিখন স্পষ্ট ছিল। সোমবার বিধানসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে জয়ের শংসাপত্র হাতে পেলেন বাংলার পাঁচ হেভিওয়েট মুখ। তৃণমূলের চার তুরুপের তাস—প্রাক্তন পুলিশকর্তা রাজীব কুমার, টলিউডের নায়িকা কোয়েল মল্লিক, গায়ক-নেতা বাবুল সুপ্রিয় এবং বিশিষ্ট আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী।

অন্যদিকে, গেরুয়া শিবিরের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সংসদের উচ্চকক্ষে পা রাখছেন বিজেপির আদি নেতা রাহুল সিনহা। দীর্ঘদিন বিজেপিতে থাকার পরে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে এবার তাঁর ওপরই ভরসা রেখেছিল দল। যদিও তাঁর মনোনয়ন নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় আদৌ তাঁর রাজ্যসভায় যাওয়া হবে কি না, সেই নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হলেও অবশেষে আজ শংসাপত্র পান তিনি। মেনকা গুরুস্বামী দিল্লিতে থাকায় তাঁর হয়ে শংসাপত্র নেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এদিন বিধানসভার অলিন্দে সবচেয়ে নজরকাড়া ফ্রেমটি ছিল দুই বিপরীত রাজনৈতিক মেরুর সৌজন্য বিনিময়। মনোনয়নের নথিতে বিস্তর ভুলত্রুটির জেরে তৃণমূলের চরম আপত্তি সত্ত্বেও, শেষমেশ নির্বাচন কমিশনের ছাড়পত্র জোগাড় করে পাশ করেছেন রাহুল সিনহা। আর জয়ের শংসাপত্র হাতে নিয়ে বেরোতেই তাঁর হাত ধরে অভিনন্দন জানান একসময়ের সতীর্থ, বর্তমানে ঘাসফুলের সৈনিক বাবুল।

তবে করমর্দনের ওই উষ্ণতাটুকু বাদ দিলে, দুজনের বাক্যবাণে ছিল রীতিমতো বারুদের গন্ধ। পুরনো দল বিজেপিকে বিঁধে বাবুলের তোপ, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে ভালো কাজ করেও স্বীকৃতি পাইনি। পিছন থেকে ছুরি মারা হয়েছিল।'

পাশাপাশি, গানের জগতে সময় দিতেই তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানোর জন্য তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান তিনি। পালটা বাউন্সার দিয়েছেন রাহুলও। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর কটাক্ষ, 'সেবার হুগলিতে লড়তে চেয়েছিল ও, আমি আসানসোলে পাঠাই বলে খুশি ছিল না। এখন তৃণমূলে গিয়ে কতটা খুশিতে আছে, কে জানে!' পাশাপাশি, বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া একেবারে স্পষ্ট বলেও দাবি তাঁর।

অন্যদিকে, রাজনীতির ময়দানে আনকোরা হলেও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কোয়েল মল্লিক। জয়ের হাসি হেসে তিনি জানান, রাজ্যের হয়ে সংসদে গলা ফাটানোর পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের হয়ে পুরোদমে প্রচারের ময়দানেও নামবেন তিনি। চিরকাল সংবাদমাধ্যমের সামনে মিতভাষী প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার এদিন শংসাপত্র হাতে ভিকট্রি সাইন দেখিয়ে শুধু বলেন, 'এ এক বিরাট সম্মান ও বড় দায়িত্ব। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।'

*বিধানসভায় শংসাপত্র হাতে তৃণমূলের তিন রাজ্যসভার সদস্য। -পিটিআই*

# আজ সুপ্রিমে ৬০ লক্ষের ভাগ্যের শুনানি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৯ মার্চ :** নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নবান্নের স্নায়ুযুদ্ধ এবার চূড়ান্ত পর্যায়ে। একদিকে ধর্মতলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাইভোল্টেজ ধর্না, অন্যদিকে কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের ম্যারাথন বৈঠক, সব মিলিয়ে ভোটের আগেই তপ্ত বাংলার রাজনীতি। তবে সবকিছুর ভাগ্য এখন ঝুলে রয়েছে মঙ্গলবার দিল্লির সুপ্রিম কোর্টের শুনানির ওপর। ভোটার তালিকায় নাম থাকা আর না থাকার এই আইনি লড়াইয়ে কালই হতে পারে বড় কোনও ফয়সালা।

সব পক্ষের নজর ৬০ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৭৫ জন 'অ্যাডজুডিকেটেড' বা বিবেচনাধীন ভোটারের দিকে। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর পর প্রকাশিত তালিকায় এঁদের ভবিষ্যৎ কার্যত অনিশ্চিত। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী সওয়াল করেন, 'আমাদের ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাঁরা আগে ভোট দিয়েছেন, অথচ এখন তাঁদের নথি রেকর্ড করা হচ্ছে না।' জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করা যায় না। এই নিয়ে মঙ্গলবার আসুন।' এদিকে এসআইআর-এর তালিকায় থাকতে পারছেন না বলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর আওতায় আবেদনকারীরা পৃথকভাবে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। সেই আর্জির প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আমাদের তো আরও কাজ আছে নাকি!'

> **আমাদের ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাঁরা আগে ভোট দিয়েছেন, অথচ এখন তাঁদের নথি রেকর্ড করা হচ্ছে না।**
>
> **-মেনকা গুরুস্বামী**

২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬৩ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। মূলত মা-বাবার নামের অমিল বা বয়সের অসংগতির মতো 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র দোহাই দিয়ে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রায় ৮০ লক্ষ আপত্তি খতিয়ে দেখতে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়োগ করেছে শীর্ষ আদালত। আবেদনকারীদের অভিযোগ, তাঁদের হাতে কোনও সরকারি নির্দেশ পৌঁছোয়নি, যার ফলে তাঁরা আইনি প্রতিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সোমবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ ম্যারাথন বৈঠক করলেও জট খোলেনি। তৃণমূলের প্রতিনিধি দল বৈঠক শেষে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, 'কমিশন আমাদের কথা শুনছে না, সব বিষয় সুপ্রিম কোর্টের ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। নিরপেক্ষ থাকার বদলে কমিশন এখন বিজেপির শিখিয়ে দেওয়া পথে হাঁটছে।' সূত্রের খবর, শীর্ষ আদালতের সবুজসংকেত না পাওয়া পর্যন্ত রাজ্যে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারছে না কমিশন।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্নামঞ্চ থেকেই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করছেন। আইনজীবী কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম 'বিবেচনাধীন' থাকা অবস্থায় নির্বাচন করানো সাংবিধানিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারে, সংশোধিত তালিকা প্রকাশের পর ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা যাবে। এখন দেখার, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট বাংলার ভোটারদের জন্য কী বার্তা দেয়।

# প্রার্থী বাছাইয়ে আলোচনা শুরু প্রদেশ কংগ্রেসে

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ৯ মার্চ :** সামনেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। আর তার আগেই বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় বদল। এককালে বামেদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করলেও, এবার 'একলা চলো' নীতিতে অনড় প্রদেশ কংগ্রেস। সোমবার বিধান ভবনে ম্যারাথন বৈঠকের পর প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছে, ২৯৪টি আসনেই তারা প্রার্থী দেবে। যখন কংগ্রেস ঘর গোছাতে ব্যস্ত, তখন বামফ্রন্টের অন্দরে আসন রফা নিয়ে চলছে টানাপোড়েন।

সোমবার বিধান ভবনে কংগ্রেসের নির্বাচনি কমিটির বৈঠকে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। বৈঠকে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, সাধারণ সম্পাদক গোলাম আহমেদ মীর এবং অধীররঞ্জন চৌধুরী-সহ শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও অভিজ্ঞ মুখদেরই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কমিটির সদস্যরা ২৯৪টি কেন্দ্রের জন্য তাঁদের সুপারিশ জমা দিয়েছেন, যা অনুমোদনের জন্য দিল্লি হাইকমান্ডের কাছে পাঠানো হবে। প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'কংগ্রেস ছাড়া রাজ্যে সরকার গঠন সম্ভব নয়, আর আমরা একক শক্তিতেই লড়তে প্রস্তুত।'

বামেদের অন্দরে অস্বস্তি কংগ্রেস যখন প্রার্থী তালিকায় সিলমোহর দেওয়ার পথে, তখন বাম শিবিরে আসন ভাগাভাগি নিয়ে জট আরও পাকিয়েছে। বিশেষ করে আরএসপি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সিপিএমের মতপার্থক্য এখন প্রকট। ফরওয়ার্ড ব্লক ১০টির বেশি আসন দাবি করেছে, যা নিয়ে এখনও কোনও ঐকমত্য হয়নি। অন্যদিকে, নওশাদ সিদ্দিকির আইএসএফ-এর সঙ্গেও সিপিএমের আলোচনা এখনও বিশ বাঁও জলে। শরিকি বিবাদ মেটাতে আগামী শুক্রবার ফের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসার সম্ভাবনা রয়েছে আলিমুদ্দিনের কর্তাদের।

### আসন জট কাটল না বামেদের

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, কংগ্রেস এককভাবে লড়লে তার প্রভাব পড়বে উত্তরবঙ্গের আসনগুলিতে। মালদা বা মুর্শিদাবাদের মতো এলাকায় যেখানে কংগ্রেসের নির্দিষ্ট ভোটব্যাংক রয়েছে, সেখানে লড়াই হবে মূলত ত্রিমুখী। অন্যদিকে, বামেরা যদি শরিকি জট না কাটিয়ে প্রার্থী ঘোষণা করতে দেরি করে, তবে ভোট ময়দানে তারা অনেকটা পিছিয়ে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলা এবং কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের দৌড়ঝাঁপ— রাজ্যে আলোচনার কেন্দ্রে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের এই আগাম প্রস্তুতি বাকি দলগুলোর ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

# হাইকোর্টের তোপে শিশুকল্যাণ সমিতি

**কলকাতা, ৯ মার্চ :** সন্তানকে ফিরে পেতে হন্যে হয়ে ঘুরছেন বাবা-মা। অথচ 'খামখেয়ালি'ভাবে ওই শিশুকে অন্য এক দম্পতিকে দত্তক দিয়ে দিল শিশুকল্যাণ সমিতি! সোমবার এই চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়ল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে সদ্যোজাত নাতিকে দোতলার ঘর থেকে নর্দমায় ছুড়ে দিয়েছিলেন দিদিমা। বরাতজোরে বেঁচে যাওয়া সেই শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকেই শিশুটির ঠাঁই হয় শিশুকল্যাণ সমিতির হোমে। পরবর্তীতে মেয়ের বাড়ির অমত থাকলেও সন্তানকে ফিরে পেতে আদালতের দ্বারস্থ হন শিশুটির জৈবিক বাবা-মা। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশের রিপোর্ট এমনকি ডিএনএ পরীক্ষার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শিশুটিকে নিজেদের জিম্মায় রেখে দেয় সমিতি। উল্টে বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট দিয়ে মা'কেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। বিচারপতি যখন নির্দেশ দিয়েছিলেন শিশুটিকে তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিতে, তখন সমিতি জানায়, শিশুটিকে ইতিমধ্যে দত্তক দিয়ে দেওয়া হয়েছে!

এদিন আদালতে হাজির ছিলেন সমিতির চেয়ারম্যান। বিচারপতি বলেন, 'আপনারা কি জানতেন না যে একটি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে? জেলা শাসককে রিপোর্ট দেওয়ার আগে কি বাবা-মায়ের আর্থিক অবস্থা বা দাবিদারদের তালিকা খতিয়ে দেখেছিলেন?' চেয়ারম্যানের 'এগুলো আমাদের কাজ নয়' এমন মন্তব্য শুনে বিচারপতি জানান, উপযুক্ত বিবেচনা ছাড়া এভাবে দত্তক দেওয়া আইনত গ্রাহ্য হতে পারে না। আদালতের চাপে এদিন তড়িঘড়ি হলফনামা জমা দেয় শিশুকল্যাণ সমিতি। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৮ মার্চ।

# জল্পনায় মমতাকে ব্যতিব্যস্ত রাখার কৌশল!

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ৯ মার্চ :** রাজ্যে বিধানসভা ভোটের সূচি ঘোষণা এখন সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু তার আগেই একের পর এক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারকে কার্যত ব্যতিব্যস্ত করে তোলার কৌশল নিয়েছে গেরুয়া শিবির—এমনটাই গুঞ্জন রাজনৈতিক মহলের অন্দরে। একদিকে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে আইনি লড়াই, অন্যদিকে রাজ্যপালের পদত্যাগ ও রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে প্রশাসনিক সংঘাত--সবমিলিয়ে নবান্ন এখন ইস্যুর পাহাড়ে ঢাকা।

ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই ভোটার তালিকার 'নিবিড় সংশোধন' বা এসআইআর নিয়ে সংঘাত চরমে। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করতে হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, শাসকদলের মদতে অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গারা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। পালটা তৃণমূলের দাবি, প্রায় ৬০ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম ছাঁটাইয়ের ষড়যন্ত্র চলছে। এই আইনি লড়াইয়ের মাঝেই ধর্মতলায় অবস্থান বিক্ষোভে বসতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে, যা তাঁর ভোট প্রস্তুতির অনেকটা সময় কেড়ে নিচ্ছে।

এই ডামাডোলের মাঝেই গত ৫ মার্চ আচমকা পদত্যাগ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মুখ্যমন্ত্রীকে অন্ধকারে রেখেই তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবিকে বাংলার দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছে বলে অভিযোগ নবান্নের। এর রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে নজিরবিহীন বিতর্কে জড়িয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শিলিগুড়ির কাছে ফাঁসিদেওয়ায় আদিবাসী সম্মেলনে প্রোটোকল লঙ্ঘন ও অনুষ্ঠানসূচি বদল নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত এখন তুঙ্গে। রাষ্ট্রপতির প্রকাশ্য অসন্তোষের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জরুরি ভিত্তিতে রিপোর্ট তলব করেছে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর কাছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, একের পর এক বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে রাখাই আসলে বিজেপির পাল্টা কৌশল। এর ফলে জেলা সফর থেকে শুরু করে প্রশাসনিক বৈঠক— অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজই আপাতত শিকেয় উঠেছে। ফলে তৃণমূল যখন প্রচারে ঝাঁপানোর কথা ভাবছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে দিল্লির রিপোর্ট পাঠানো আর সুপ্রিম কোর্টের শুনানি নিয়ে।

যদিও বিজেপি নেতারা এই 'কৌশল' নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে নবান্ন সূত্রের খবর, এই ত্রিমুখী চাপে পড়ে সরকারের দৈনন্দিন কাজ এবং আসন্ন নির্বাচনের রূপরেখা তৈরিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে।

পৃথিবীর পাঠশালা

## যে প্রাণীর মৃত্যু নেই



অমরত্ব মানুষের চিরকালের স্বপ্ন। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে এমন এক ধরনের জেলিফিশ পাওয়া যায়, যাদের আক্ষরিক অর্থেই কোনও মৃত্যু নেই। টুরিটোপসিস ডোরনি নামের এই ছোট্ট জেলিফিশটি যখন বুড়ো হয়ে যায় বা কোনও আঘাত পায়, তখন সে নিজের কোষগুলোকে পরিবর্তন করে আবার শিশু অবস্থায় ফিরে যায়। অনেকটা প্রজাপতি থেকে শুঁয়োপোকা হওয়ার মতো। এরপর সে আবার বড় হয় এবং বারবার এই চক্র চলতে থাকে। যদি না কোনও বড় মাছ তাদের খেয়ে ফেলে বা বড় কোনও রোগে আক্রান্ত হয়, তবে এরা অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে। পৃথিবীর বুকে এই অমর প্রাণীটি বিজ্ঞানীদের কাছে আজও এক অপার বিস্ময়।



## প্রাণীদের পাথর বানায় যে হ্রদ

তানজানিয়ার নেট্রন হ্রদ দেখতে অসম্ভব সুন্দর এবং এর রং লালচে। কিন্তু এই হ্রদ আসলে এক মৃত্যুফাঁদ। এর জলে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম কার্বনেট এবং অন্যান্য খনিজ মিশে থাকে, যা মৃতদেহকে পচতে দেয় না। কোনও পাখি বা ছোট প্রাণী যদি ভুল করে এই জলে পড়ে মারা যায়, তবে তার শরীর শুকিয়ে ক্যালসিয়ামের আস্তরণে ঢেকে যায়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন নিখুঁতভাবে খোদাই করা কোনও পাথরের মূর্তি। ফোটোগ্রাফাররা যখন এই হ্রদের চারপাশে এমন পাথরের মতো জমে থাকা প্রাণীদের ছবি প্রকাশ্যে আনেন, তখন তা সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।



## গুনগুন করে গায় বালির পাহাড়

মরুভূমির বিশাল বালির পাহাড় যে গান গাইতে পারে, তা কি শুনেছেন? বিশ্বের মাত্র কয়েকটি মরুভূমিতে, যেমন মঙ্গোলিয়ার গোবি বা ক্যালিফোর্নিয়ার কেলসোতে এই জাদুকরি বালি বা সিঙ্গিং স্যান্ড দেখা যায়। যখন প্রবল বেগে বাতাস বয় বা বালির পাহাড়ের ওপর দিয়ে কেউ হেঁটে যায়, তখন বালিগুলো নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ে। আর সেই ঘর্ষণের ফলে হঠাৎ গভীর এক অদ্ভুত শব্দ তৈরি হয়। শব্দটা অনেকটা অর্গান পাইপ বা সেলো বাজানোর মতো শোনায়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বালির কণাগুলোর আকার এবং উপাদানের নিখুঁত গঠনের জন্যই এমন জাদুকরি ধ্বনি তৈরি হয়। মাইলের পর মাইল ফাঁকা মরুভূমিতে হঠাৎ এই গুনগুন শব্দ শুনলে যে কারও গায়ে কাঁটা দেবে। প্রকৃতি যে কত বড় সুরকার, তা এখানে এলেই বোঝা যায়।

## ফ্ল্যাটের ভেতর দিয়ে যায় ট্রেন

ট্রেনের আওয়াজে ঘুমোনো মুশকিল। কিন্তু চিনের চংকিং শহরের একটি ১৯ তলা আবাসিক বিল্ডিংয়ের মাঝখান দিয়ে আস্ত একটি ট্রেন লাইন চলে গেছে। শহরটিতে এত বেশি মানুষ আর এত পাহাড় যে, নতুন করে ট্রেন লাইন পাতার জায়গা ছিল না। তাই ইঞ্জিনিয়াররা এক অভাবনীয় সমাধান বের করেন। তাঁরা বিল্ডিংটির ৬ থেকে ৮ তলার মাঝখান দিয়ে ট্রেনের সুড়ঙ্গ তৈরি করেন। বিল্ডিংয়ের ভেতরেই আছে ট্রেনের স্টেশন। মজার ব্যাপার হল, ট্রেনটি এমন প্রযুক্তিতে তৈরি যে তা চললে কোনও শব্দ বা কম্পন হয় না। বাসিন্দারা দিব্যি নিজেদের ফ্ল্যাটে শান্তিতে থাকেন, আর চোখের সামনে দিয়ে ট্রেন চলে যায়।



# গানের অ্যালবামে উত্তরের প্রতিভা

**মালবাজার, ৯ মার্চ :** মঙ্গলবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে হিন্দি গানের অ্যালবাম- তুহি মেরা জিনেকা সাহারা। সেই উপলক্ষ্যে সোমবার বিকেলে মাল শহরের একটি প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করলেন নির্মাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা। সংস্থার প্রোজেক্ট ডিরেক্টর অরিজিৎ লোহার জানান, নাগরাকাটার পুকেশ প্রসাদ গানটি লিখেছেন এবং রেকর্ড করেছেন। সংগীত নির্দেশনায় আছেন মনোজ রায় এবং করণ কালু। উত্তরবঙ্গের দুই প্রতিভাবান তরুণ অভিনেতা রাজীব এবং অনন্যার অভিনয় দেখা যাবে এই মিউজিক অ্যালবামে। সংগীতশিল্পী পুকেশ প্রসাদ জানান, ডুয়ার্সে হিন্দি গানের কাজ খুবই কম হয়, চেষ্টা করেছি নতুন কিছু করার। গানের সফলতা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী নির্মাতারা।

# খেতাব জয়

**বহরমপুর, ৯ মার্চ :** দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে দ্য ওয়ার্ল্ড লিডার ইন ন্যাচারাল ফিটনেস বডি বিল্ডিংয়ে অন্যদের টপকে শিরোপা দখল লালগোলার রাহুল হালদারের। বাবার সঙ্গে রাস্তার ধারে চায়ের দোকান সামলানো রাহুলের এখন লক্ষ্য দেশের হয়ে আইএফ বিবি প্রো-তে সেরার সেরা হওয়া। গ্রামের ছেলের এমন প্রতিভায় এখন উচ্ছ্বসিত মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার লালগোলা। মানসিকতা দৃঢ় হলে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা যে দূর করা সম্ভব, তা রাহুল নতুন করে প্রমাণ রেখেছে, বলছেন গ্রামের মানুষ।

# রেলের কর্মশালা

**আলিপুরদুয়ার, ৯ মার্চ :** কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধ করার বিষয়ে রেলের তরফে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হল। সোমবার রেলের অফিসার ক্লাবে সেই কর্মশালায় ৮৫ জন মহিলা রেলকর্মী অংশ নেন। সেখানে নানা আইনি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। এদিন কর্মশালায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং সহ অন্য রেলকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মহিলা রেলকর্মীরা পদযাত্রা করেন ও রেল পরিষেবায় মহিলা কর্মীদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়।

# ভাবাবেগে শান

*প্রথম পাতার পর*

রাষ্ট্রপতির শিলিগুড়ি সফর নিয়ে হইচইয়ে এতদিন বিজেপি সামনের সারিতে থেকে ব্যাটিং করছিল। তৃণমূল কংগ্রেসকে ঠেকাতে এবারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলের মতো নেতাদেরও বিজেপির সঙ্গে প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলাতে দেখা গেল। সোমবার শিলিগুড়ির মহাত্মা গান্ধি মোড় থেকে সচেতন নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে একটি মিছিল হয়। মিছিলটি শহরের হিলকার্ট রোড ধরে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে শেষ হয়। মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মিছিলে বিধায়ক শংকর ঘোষ, বিজেপির বিভিন্ন নেতার পাশাপাশি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গের সভাপতি লক্ষ্মণ বনসল, আদিবাসী সংগঠনের কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মণের বক্তব্য, 'তৃণমূল সরকার রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেছেন। এটা মেনে নেওয়া যায় না। তারই প্রতিবাদ মিছিল।'

অন্যদিকে, এদিন শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে বিধায়ক শংকর ক্ষমাপ্রার্থী শোভাযাত্রার ঘোষণা করেন। তাঁর বক্তব্য, 'রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তা অসম্মানের। শিলিগুড়িবাসী হিসাবে ক্ষমাপ্রার্থী। সেজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী শোভাযাত্রা করব।' দলের পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা শেষ হলেই শিলিগুড়ির মানুষকে নিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী শোভাযাত্রা করা হবে বলে শংকর জানিয়েছেন।

বিজেপি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে সংকল্প কর্মসূচিতেও রাষ্ট্রপতির প্রসঙ্গটি যুক্ত করা হয়েছে। আদিবাসী প্রধান এলাকায় রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে দলের নেতারা সরব হয়েছেন। পালটা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী যা বলার বলেছেন। বিজেপির রাজনীতি বুঝতে মানুষের বাকি নেই।'

## দেশবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ভবন দেখতে না পেয়ে হতাশ পর্যটকরা

# সংস্কার করেও বন্ধ 'স্টেপ অ্যাসাইড'

**রণজিৎ ঘোষ**

**দার্জিলিং, ৯ মার্চ :** দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক ভবন 'স্টেপ অ্যাসাইড' নতুন করে সেজে উঠলেও তার সুফল পাচ্ছেন না পর্যটকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় দেড় বছর আগে ঘটা করে এই মিউজিয়ামটির পুনর্নবীকরণ করে উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু তারপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বর্তমানে দরজা অধিকাংশ সময় বন্ধই থাকছে বলে অভিযোগ। ফলে পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের মুখ ভার করে ফিরতে হচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই মহান নেতার শেষনিঃশ্বাসের সাক্ষী ভবনটি দেখতে এসে দরজায় তালা ঝুলতে দেখে ফিরে যাচ্ছেন বহু মানুষ।

দার্জিলিংয়ের ম্যাল রোডের ঠিক নীচেই ভুটিয়া বস্তি যাওয়ার রাস্তায় পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত এই বাড়িটি। চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা বিশিষ্ট আইনজীবী নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এই ভবনটি তৈরি করেছিলেন। দেশবন্ধুর দার্জিলিং আগমনের সূত্র ছিল এই বাড়িটিই। জানা যায়, ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধিও এই 'স্টেপ অ্যাসাইড'-এ এসে দু'রাত কাটিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু যখন শেষবারের মতো দার্জিলিং আসেন, তখন এই বাড়িটিই ছিল তাঁর ঠিকানা। সেই বছরেরই ১৬ জুন এই বাড়িতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাড়িটির সামনের রাস্তাটি 'সিআর দাশ রোড' নামে পরিচিত।



দার্জিলিংয়ের 'সিআর দাশ' রোডের বন্ধ বাড়ি।

এলাকার বাসিন্দা রোমা ভুটিয়া জানান, সপ্তাহে কোনওদিন এক ঘণ্টার জন্য খোলে, আবার কোনও সপ্তাহ পুরোপুরি বন্ধ থাকে। দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরা যখন তাঁদের কাছে এই মিউজিয়াম খোলার সময় জানতে চান, তখন তাঁদের কাছে কোনও সদুত্তর থাকে না। মুর্শিদাবাদের চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বা কোচবিহারের গৌতম দাসের মতো পর্যটকরা আক্ষেপ প্রকাশ করে জানান, দেশবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত এই ঘরটি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু টানা দু-তিনদিন এসেও তাঁরা দরজায় তালা ঝুলতে দেখেছেন।

> ওই মিউজিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট কর্মী বরাদ্দ রয়েছেন এবং সময়মতো তা খোলা ও বন্ধ হওয়ার কথা। কেন নিয়মিত এটি খুলছে না, তা খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **রিচার্ড লেপচা** সদর মহকুমা শাসক, দার্জিলিং

একটা সময় বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকলেও পরবর্তীতে রাজ্য সরকার এটি অধিগ্রহণ করে। ২০১২ সালে এটিকে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্থায়ী প্রদর্শনীকেন্দ্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এখানে দেশবন্ধুর ব্যবহৃত বিছানা, পোশাক এবং মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য ছবি ও নথিপত্র সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু ভবনটির জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে সুরক্ষার স্বার্থে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর ২০২৩ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে এর সংস্কারের কাজ শুরু করে। পুরোনো কাঠের কারুকাজ অটুট রেখে ২০২৩-'২৪ সালে এর ভোল বদলে যায়। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এর নতুন রূপের উদ্বোধন করেছিলেন।

এই অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে দার্জিলিংয়ের সদর মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা বলেন, 'ওই মিউজিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট কর্মী বরাদ্দ রয়েছেন এবং সময়মতো তা খোলা ও বন্ধ হওয়ার কথা। কেন নিয়মিত এটি খুলছে না, তা খতিয়ে দেখা হবে।' দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

# নিশীথের মুখেও রাষ্ট্রপতি শাসন

**মালদা ও বৈষ্ণবনগর, ৯ মার্চ :** পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় এবার নিশীথ প্রামাণিকের মুখে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠল। রাষ্ট্রপতিকে অবমাননা প্রসঙ্গে সোমবার মানিকচকে নিশীথ বলেন, 'এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল মানা হয় না, এ রাজ্যে যে কোনও আইনশৃঙ্খলা নেই, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই আমরা বারবার বলে এসেছি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রয়োজন রয়েছে।'

সোমবার নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয় মানিকচক থেকে। মানিকচকের বাঁকিপুর দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে সভা হয়। মঞ্চে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতৃত্ব। তবে নিশীথ এলেন প্রায় দুটোয়। সেই সভায় নিশীথ মানিকচকের গঙ্গা ভাঙন, উন্নত মানের বাস ডিপোর মতো স্থানীয় ইস্যুর কথা বলেন।

মানিকচকের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ পরিবর্তন যাত্রা এসে পৌঁছায় ইংরেজবাজারের অমৃতিতে। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে পরিবর্তন যাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানো হয়। সেখান থেকে রথ সোজা চলে আসে মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে।



ধবল বকের সারি। আলিপুরদুয়ারের পররপাড়ে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি। সোমবার।

# একগুচ্ছ দাবি

**কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার, ৯ মার্চ :** বামনহাট-শিলিগুড়ি জংশন (ভায়া ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি রোড, শিলিগুড়ি টাউন) লোকাল ট্রেনটিকে পুনরায় চালু, কোচবিহার স্টেশনে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের পুনরায় স্টপ, দিনহাটা-শিলিগুড়ি টাউন ডেমু প্যাসেঞ্জারকে নতুন করে চালু সহ দিনহাটা-বাগডোগরা একটি ইন্টারসিটি ট্রেন দেওয়ার দাবি উঠল। এছাড়াও বামনহাট-শিলিগুড়ি জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসকে অল স্টপ লোকাল ট্রেন হিসাবে চালুর দাবিও তোলা হয়েছে। এই ট্রেনটি কোচবিহার ও শিলিগুড়ি জংশনের মধ্যে চলাচলের ক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে ৭ ঘণ্টা সময় নেয়। পাশাপাশি, গুরুত্বপূর্ণ নিউ কোচবিহার জংশনে পিটলাইন এবং সিকলাইনের কাজ দ্রুত চালু করা ও বামনহাটের নিকটবর্তী পাথরশন রেলগেটে একটি আন্ডারপাস নির্মাণের দাবিও জানানো হয়। কোচবিহার দিনহাটা রেলযাত্রী মঞ্চ, দিনহাটা নাগরিক মঞ্চ ও বামনহাট নাগরিক মঞ্চের তরফে সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারকে দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়। সংগঠনগুলির তরফে জয়গোপাল ভৌমিক, তাপস বসু, ধীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

# পালানোর চেষ্টা

*প্রথম পাতার পর*

নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চালু থাকে। অভিযোগ, রোজই পাব-বার থেকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বেরিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন অনেকে। স্বাভাবিকভাবেই গতির নিয়ন্ত্রণ কিংবা পথচারীদের অবস্থান নিয়ে তাঁদের হুঁশ থাকছে না।

অঙ্কিতের দাবি, চেতনও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন রবিবার রাতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, চেতন গাড়ি নিয়ে পানিট্যাঙ্কি মোড় হয়ে সেবক রোডে ঢুকে পাঞ্জাবিপাড়ার মোড়ের টার্নিংয়ে প্রথমে স্কুটারে ধাক্কা মারেন। তারপর অঙ্কিতকে। তিনি বনেটে বসা অবস্থায় তিনশো মিটার গাড়িটি চলার পর জোরে ব্রেক কষা হয়। অঙ্কিত পড়ে গেলে গাড়ি নিয়ে অভিযুক্ত পাঞ্জাবিপাড়ার ভেতর ঢুকে পড়েন। পরে আবারও সেবক রোডে ওঠেন। অঙ্কিত বলছিলেন, 'সেবক রোডে উঠে আইসক্রিম খাওয়ার জন্য গাড়িটি দাঁড় করান লোকটি।'

এদিকে, সেবক রোডের ওপর পানিট্যাঙ্কি মোড় এবং চেকপোস্টে নাকা চেকিং চালায় পুলিশ। এই দুটো জায়গার মাঝে চেতন এমন কাণ্ড ঘটালেন কীভাবে? প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি অনুযায়ী তিনি যদি পানিট্যাঙ্কি মোড় হয়ে সেবক রোডে ঢোকেন, তবে চেকিং হওয়ার কথা ছিল।

অন্যদিকে, অঙ্কিতের অভিযোগ অনুযায়ী তিনি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকা ব্যক্তিকে কেন চিহ্নিত করা গেল না নাকা চেকিংয়ে? জামিন নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অঙ্কিত। এ ব্যাপারে চেতনের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

যদিও ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের যুক্তি, 'অ্যাক্সিডেন্ট কেস জামিনযোগ্য হয়। আমরা তো আইনের ঊর্ধ্বে যেতে পারি না। তাছাড়া, একটা সুস্থ সমাজ গড়তে সবার দায় রয়েছে। মদ খেয়ে যে গাড়ি চালাচ্ছে, তারও আছে। আমরা সব জায়গায় নজর রাখছি। সেবক রোডেও নজরদারি বাড়ানো হবে।'

পাব ও বার থেকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দু'চাকা, চার চাকা নিয়ে যখন-তখন বেরিয়ে যাওয়া রুখতে সঠিক পরিকল্পনা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন শহরবাসী। সেবক রোডে নাকা চেকিং পয়েন্ট আরও বাড়ানো, আরও কড়াকড়ি করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তাঁরা।

রাতের শহরে গতির দাপট যে এখনও নাগালের বাইরে, তা স্পষ্ট হল কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে। পেশায় টোটোচালক অনিল রায় মাঝেমধ্যে পাব, বার থেকে বেরোনো মানুষকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দেন। এদিন বললেন, 'গাড়িগুলো বেরোতে দেখলেই ভয় লাগে। যখন-তখন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আমি মূল গেট থেকে দূরে দাঁড়াই তাই।' একই অভিজ্ঞতা বাইক-ট্যাক্সিচালক গৌতম দাসের। তাঁর কথা, 'মধ্যরাত অবধি সেবক রোড দিয়ে প্রচুর গাড়ি চলাচল করে। আমি দেখেছি, চেকিং শুরু হওয়ার পর থেকে অনেকেই পানিট্যাঙ্কি মোড়ের আগে থেকে গতি কমিয়ে দিচ্ছেন। রাস্তার একপাশ দিয়ে চলতেও ভয় লাগে।'

আইনজীবী মণীশ বারি দাবি করলেন, 'এটাও ভয়ংকর ঘটনা। পুলিশ জামিন অযোগ্য ধারা যোগই করেনি। ফলে চালক জামিন পেয়ে গেলেন।' সহজে ছাড় পেলে তো এধরনের প্রবণতা আরও বাড়বে বলে মত তাঁর।

# ধৃত ২

**কিশনগঞ্জ, ৯ মার্চ :** কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের টেরাগছ থানার পুলিশ রবিবার রাতে রুটিন টহল দেওয়ার সময় দুটি বাইক থেকে ৩০৬ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। এই মদ পাচারের অভিযোগে প্রদীপকুমার যাদব ও মুকেশকুমার চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

# দুর্ঘটনায় মৃত্যু

**কিশনগঞ্জ, ৯ মার্চ :** কিশনগঞ্জ-বাহাদুরগঞ্জ রাজ্যে সড়কে সোমবার সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট থানা এলাকার দেরামারি ডে মার্কেট গ্রামের কাছে অটোরিকশা দুর্ঘটনায় মহম্মদ সামশেরের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বাহাদুরগঞ্জের বাসিন্দা। ধনপুরা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ কুমার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটোরিকশাটি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই মর্মে বাহাদুরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

# কাজের স্বীকৃতি

**কিশনগঞ্জ, ৯ মার্চ :** কিশনগঞ্জ শহরের মাধবনগরের বাসিন্দা মুকেশ মল্লিক নিঃশব্দে বেওয়ারিশ মৃতদেহের সৎকার করে যাচ্ছেন। বিগত ১২ বছরে মুকেশ ২০০০-এর বেশি বেওয়ারিশ মৃতদেহ সৎকার করেছেন। করোনা কালে তিনি ২০০-র ওপর মৃতদেহ সৎকার করেন। এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় মহাদলিত সংঘ তাঁকে কিশনগঞ্জ জেলার সংশ্লিষ্ট সংঘের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছে।

# নেতা রাজীবকে স্যালুট, বিতর্কে পুলিশ

**কলকাতা, ৯ মার্চ :** পুলিশের উর্দি ছেড়ে সদ্য জোড়াফুলের উত্তরীয় গায়ে চাপিয়েছেন। কিন্তু বঙ্গ পুলিশের একাংশের কাছে তিনি যে এখনও 'বড়বাবু'! আর সেই পুরনো অভ্যাসের জেরেই এবার ভোটের মুখে চরম বিতর্কে জড়াল রাজ্য পুলিশ।

সোমবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রাক্তন ডিজি তথা দলের বর্তমান রাজ্যসভার প্রার্থী রাজীব কুমার। পাঁচতারা হোটেলের বাইরে বৈঠক শেষে বেরোতেই দেখা গেল এক বেনজির দৃশ্য! তৃণমূল নেতা রাজীবকে দেখে রীতিমতো তটস্থ কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা। কেউ সটান ঠুকলেন স্যালুট, তো কেউ আবার দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলেন গাড়ির দরজা!

খাকির এহেন আচরণ দেখে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর ঝাঁঝালো তোপ, 'অবসরের পরেও বেআইনিভাবে ডিজির বাংলো দখল করে আছেন রাজীব। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করা উচিত! আর পুলিশের এই ধপাধপ স্যালুটই প্রমাণ করছে রাজ্যে পার্টি আর পুলিশ কীভাবে মিলেমিশে একাকার!' শাসকদলের সাফাই, পুরনো অভ্যাসবশেই এই স্যালুট। কিন্তু ভোটের মুখে খাকির এই 'অভ্যাস' যে প্রশাসনের নিরপেক্ষতাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

# রাষ্ট্রপতির শাসন নিয়ে চিন্তায় পদ্ম শিবির

*প্রথম পাতার পর*

অঙ্ক ছিল তেমনটাই। তখন অবশ্য এসআইআর নিয়ে এত কাণ্ড হয়নি। তখন বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অভিযোগ ছিল। সুষ্ঠু ভোট হওয়া নিয়ে সংশয় ছিল।

জগদীপ ধনকরের আমলে ঘন ঘন রাজভবনে গিয়ে ৩৫৬ না হোক, নিদেনপক্ষে ৩৫৫ ধারায় মমতার সরকারকে সরিয়ে বা নড়িয়ে দেওয়ার জন্য দরবার করা ছিল। কিছু একটা ঘটলেই দিল্লি থেকে নানা নামের কমিশন, কমিটি বাংলায় আসা প্রায় দস্তুর হয়ে উঠেছিল। কমিশন বা কমিটি ফিরে গিয়ে রিপোর্টে লিখত, বাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। এবার রাষ্ট্রপতির অপমান নিয়ে বাজার গরম করতে নেমে পড়েছে পদ্ম শিবির।

ভোটের মুখে আবার সুপ্রিম কোর্ট আর নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে সবটা চাপিয়ে মজা দেখছে বিজেপি। তবে দিল্লির গেরুয়া নেতারা অঙ্ক কষছেন, রাষ্ট্রপতি শাসন হলে হিতে বিপরীত হবে না তো? উলটে সহানুভূতির হাওয়া মমতার দিকে বইবে না তো? তৃণমূলকে শহিদ করে লাভ হবে কি?

একেই এসআইআর নিয়ে বিজেপির ছক পুরো উলটে দিয়েছেন মমতা। নীরবে গোপনে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া যাবে ভেবেছিলেন যাঁরা, তাঁরা বরং এখন মানুষের রোষে। এসআইআর আতঙ্কে বেশকিছু মৃত্যুর অভিযোগ আছে। সাতপুরুষের ভিটে থেকে উৎখাত হওয়ার দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে লাখ লাখ বৈধ ভোটারের। হাজার ঢাক পিটিয়েও লিস্টে বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গাদের নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হালে পানি পাচ্ছে না নির্বাচন কমিশনও।

বাকি রইল রাষ্ট্রপতির শাসন। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম রাষ্ট্রপতি শাসন হয়েছিল ৬২ বছর আগে। বিধানচন্দ্র রায় মারা যাওয়ার পর। মাত্র সাতদিনের জন্য। তারপর মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। এরপর আবার রাষ্ট্রপতি শাসন হয়েছিল ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন রাজ্যপাল ধরম বীরার কাছে। মাত্র তিন মাসের জন্য টিঁকেছিল সেই সরকার। ৩৫৬ ধারা জারির আদেশে সই করেছিলেন রাষ্ট্রপতি জাকির হুসেন।

এক বছর পর অজয় মুখোপাধ্যায়ের যুক্তফ্রন্ট সরকার শপথ নেওয়া পর্যন্ত ছিল সেবারের রাষ্ট্রপতি শাসন। বাংলা কংগ্রেস আর সিপিএমের নিজেদের গোলমালে এক বছর উনিশ দিনের মাথায় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার পড়ে যায়। ফের রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। একইভাবে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার পড়ে গেলে তৃতীয়বারের জন্য জারি হয়েছিল রাষ্ট্রপতির শাসন। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে মুখ্যমন্ত্রী হন অজয়বাবু। তিন মাসেরও কম সময়ে পড়ে যায় সেই সরকার। তারপর টানা ২৬৫ দিন চলে রাষ্ট্রপতির শাসন।

এরপর ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কংগ্রেস সরকার। চলে ৫ বছর ৪১ দিন। ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে বিধানসভার মেয়াদ ফুরোলে ৫১ দিনের জন্য জারি হয়েছিল রাষ্ট্রপতির শাসন। তারপর থেকে টানা ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসন। তারও পরে ১৫ বছর তৃণমূলের। বহুবার দাবি উঠলেও গত প্রায় পঞ্চাশ বছরে আর কখনও রাষ্ট্রপতির শাসনের মতো অবস্থা হয়নি।

এখনকার প্রজন্ম জানেই না বস্তুটা কী! শুধু বিজেপির নেতাদের কথায় আন্দাজ করছে, রাষ্ট্রপতি শাসন মানে রাজ্যপালের বকলমে সরকার চালাবে দিল্লি। হঠাৎ রাজ্যপাল বদলে এই জল্পনায় আরও জোর হাওয়া লেগেছে। তার জেরে লড়ে যাচ্ছেন বঙ্গের পদ্ম নেতারা। বাকি দেশে এমন দৃষ্টান্ত নেহাত কম নেই। নরেন্দ্র মোদির আমলেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি থেকে রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণ দেখিয়ে ৩৫৬ ধারা জারি হয়েছে। আবার রাজ্য পুনর্গঠনের কথা বলে জম্মু-কাশ্মীরকে আনা হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসনের আওতায়।

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে অরুণাচল, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, মণিপুর, মহারাষ্ট্র, পুদুচেরিতে। তবে এসআর বোম্মাই কেসে সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের পর এখন আর আগের মতো কথায় কথায় ৩৬৫ ধারা জারি করা যায় না। কী হইতে কী হইবে জানা যাবে আর ক'দিনেই। ততদিন আমাদের নজর থাকবে ধর্মতলার ধর্না মঞ্চে, দিল্লির নির্বাচন সদনের দিকে। এত বিপুল সংখ্যক বৈধ ভোটারকে বাদ দিয়ে কি ভোট হতে পারে? ভোটপর্ব সেরে মে মাসের ৭ তারিখের মধ্যে কি আদৌ নতুন সরকার গড়ে ফেলা যাবে? প্রশ্নটা ক্রমশ বড় হচ্ছে।

# ধমকে-চমকে কমিশন

*প্রথম পাতার পর*

বিনীতকে থামিয়ে জ্ঞানেশ বলেন, 'আপনাকে খুব ভালোভাবে চিনি। কেন নেই সব জানি। বসে পড়ুন।' পুলিশের প্রতি তাঁর কড়া বার্তা ছিল, 'আজকের রাতই সেই রাত হোক, যে রাতের পর বাংলায় যেন কোনও বেআইনি অস্ত্র, বোমা, বেআইনি নগদ টাকা ও মদের কারবার না দেখি। কালকের জন্য যেন কিছু ফেলে রাখা না হয়।'

তবে যতই ধমক-চমক চলুক, এসআইআর এবং ভোটার তালিকার বিচারাধীনদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে নীরবই ছিল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। রাজনৈতিক দলগুলি আলাদা আলাদাভাবে কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে। বিশেষ করে বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়ে দেন, বিচারাধীনদের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট দেখছে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'এসআইআর নিয়ে যাই বলেছি, ওঁরা বলেছেন মামলা সুপ্রিম কোর্টে আছে। তাহলে আমাদের ডাকলেন কেন? সুপ্রিম কোর্টে যাওয়াটা কি আমাদের অন্যায় হয়েছে?'

বিজেপির তরফেও বলা হয়, এসআইআর সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। বিচারাধীন বিষয়ের প্রসঙ্গে বৈঠকে তারা আলোচনা চায়নি। বৈঠকে বিজেপির পক্ষ থেকে ছিলেন তাপস রায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শিশির বাজোরিয়া। তাঁরা বরং জ্ঞানেশ কুমারকে লক্ষ্য করে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাটা আঙুল' মন্তব্য নিয়ে সরব হন। পরে তাপস রায় বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারের আঙুল কাটা মানে সংবিধানের আঙুল কাটা। এর মধ্যে দিয়েই তৃণমূল বোঝাতে চাইছে, তারা নির্বাচনকে হিংসামুক্ত হতে দিতে চায় না।'

সিপিএমের মহম্মদ সেলিম, আফরিন বেগম এবং শমীক লাহিড়ি বৈঠক করেন কমিশনের সঙ্গে। পরে সেলিম বলেন, '৬০ লক্ষ বিচারাধীনের দ্রুত নিষ্পত্তি করে ভোটার তালিকা প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছে। কারও নাম বাদ গেলে, তাঁদেরকে ফের সুযোগ দিতে বলা হয়েছে।' সংঘাতের আবহে তৃণমূলের তরফে সওয়াল করেন মূলত চন্দ্রিমা।

তৃণমূলের ৬ পাতার দাবিপত্রে ভোটার তালিকার ত্রুটিকে বিচ্যুতি কারিগরি ভুল নয়, বাংলার গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর পরিকল্পিত আঘাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে দু'দফায় বাদ গিয়েছে প্রায় ৬৩ লক্ষ ৬৭ হাজার নাম। অথচ নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জমা পড়েছিল ৪২,২৫১। অর্থাৎ আবেদনের তুলনায় প্রায় ১৩ গুণ নাম বাদ পড়েছে।

এই অসংগতি তুলে চন্দ্রিমা বৈঠকে বলেন, 'এরপরও আপনারা ৬০ লক্ষ মানুষের নাম বিচারাধীন বলে ঝুলিয়ে রেখেছেন।' বৈঠক থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, 'একথা বলতেই আমাকে বলা হল, ডোন্ট শাউট।' কমিশনের বিরুদ্ধে মহিলাদের অসম্মান ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগও করেন তিনি। পালটা বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ভোটে হারবে জেনে মহিলা কার্ড খেলতে চাইছে তৃণমূল।' রাহুল সিনহা বলেন, 'কমিশনে কিছু বলার নেই বলে মহিলা দুর্ব্যবহারের নাটক করছে তৃণমূল।'

ভোটের দফার প্রশ্নে অবশ্য বাম-কংগ্রেস-বিজেপি কার্যত একমত। বিজেপির শিশির বাজোরিয়া বলেন, 'আমরা সর্বাধিক দু'দফায় ভোট চাই। কোনওভাবেই আগের মতো ৭-৮ দফায় ভোট হওয়া উচিত নয়।' সিপিএমও সর্বোচ্চ দু'দফায় ভোটে সম্মতি জানিয়েছে। কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা কমিশনকে বলেছি, এক দফা বা দু'দফা যাই হোক ভোট হিংসামুক্ত ও নির্বিঘ্ন করতে হবে।'

উত্তরবঙ্গে যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে শুভেন্দু অধিকারী সোমবার ইঙ্গিত দেন, পয়লা বৈশাখের পরই ভোট ঘোষণার সম্ভাবনা। রাজ্যে ফুল বেঞ্চের উপস্থিতিতে শুভেন্দুর এই আগাম ঘোষণায় তৈরি হয়েছে বিতর্ক। রাজ্য প্রশাসনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি, ইডি, শুল্ক, আরবিআইয়ের মতো সংস্থার আধিকারিকদেরও সোমবার সতর্ক করেন জ্ঞানেশ। ইডি কর্তাকে বলেন, 'কেস ডায়েরি পাইনি, এসব শুনতে এখানে আসিনি। পদক্ষেপ করুন। না হলে শুধুই বসে থাকতে হবে।'

## ছোট্ট তারা

সূর্য সেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী শ্রীজিতা মজুমদার আঁকা এবং আবৃত্তি দুটোতেই পারদর্শী। তার প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষকরা।

*সদাব্যস্ত এই ফুলেশ্বরী রেলগেটই এখন শহরে মাদক কারবারের ঠেক। ছবি : সূত্রধর*

ওরা মাদক কারবারিদের শাগরেদ। পুলিশি নজর এড়িয়ে মাদক কারবারিদের কাছে নিয়ে যাওয়াই তাদের মূল কাজ। তবে, তাদের কাউকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে তারা মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী বাজার লাগোয়া বিস্তীর্ণ রেললাইন সংলগ্ন এলাকাজুড়ে তাদের অবাধ বিচরণ, আলোকপাত করলেন **নিতাই সাহা**

### সবাই জানেন, চোখে দেখেও চুপ

# মাদকের কারবার শহরের বাজারে

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** ফুলেশ্বরী বাজার সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন বরাবর ইতস্ততভাবে ঘোরাঘুরি করলেই মাদক কারবারিদের শাগরেদরা ছুটে চলে আসে। সাহস করে তাদের কাছে মনের কথা খুলে বলতে পারলেই কেল্লা ফতে। কোথায় কার কাছে ব্রাউন সুগার পাওয়া যাবে তা গড়গড় করে বলে দেবে। তবে, সেখানে সটান হাজির হলে অবশ্য ব্রাউন সুগার পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে অবশ্য মাদক কারবারিদের শাগরেদদের পিছু নিতে হবে। পরিচিত মুখ হলে অবশ্য কোনও বাধা নেই। অপরিচিত হলে প্রথমেই মাদক কারবারিদের শাগরেদেরা ব্রাউন সুগারের দরদাম করে। দামে পুষিয়ে গেলে তারাই সকলের নজর এড়িয়ে মাদক কারবারির কাছে পৌঁছে দেবে।

### পুরিয়া ৪০০

রবিবার দুপুরে ওই এলাকায় ঢুঁ মারতেই সেই ঘটনাই নজরে এল। প্রথমেই বছর ২৫-এর এক তরুণ এগিয়ে এল। কথার শুরুতেই ব্রাউন সুগারের প্রসঙ্গ উঠতেই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে, পুনরায় মাদকের খোঁজ করতেই সটান উত্তর, '৪০০ টাকা লাগবে দাদা। একটা পুরিয়া পাবে।' এরপর দরদাম করতেই ফের উত্তর, '৩০০ টাকাতেও হবে। লাগবে নাকি। ব্রাউন সুগারের কোয়ালিটি যথেষ্টই ভালো।' কত দূর যেতে হবে? ওই তরুণের উত্তর, 'এই তো রেললাইন ধরে একটু গেলেই হয়ে যাবে।' ওই তরুণের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, মাটিগাড়া এলাকা থেকে পাইকারি দরে সেখানে ব্রাউন সুগার এসে পৌঁছায়। এরপর পুরিয়া হিসেবে তা বিক্রি করা হয়।

### পরিবেশ নষ্ট

স্থানীয় এক সবজি ব্যবসায়ী সঞ্জয় পাল বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই রেললাইনজুড়ে ব্রাউন সুগারের কারবার চলছে। তার জেরে দিনভর বহিরাগতদের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। স্থানীয় কিছু তরুণও এই কাজে জড়িত রয়েছে। ফলত ফুলেশ্বরী বাজার এলাকার পরিবেশ ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই এই মাদকের কারবার চিরতরে বন্ধ হোক।' নাম না প্রকাশের শর্তে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'পুলিশি ভয় উপেক্ষা করেই দিনভর মাদকের কারবার চলে। দেখার কেউ নেই। শুনেছিলাম একসময় পুলিশ হানা দিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি। পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে।'

### তরুণ ও তরুণী

ডাবগ্রাম এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'রেললাইনজুড়ে অবাধে মাদকের কারবার চলে। এখানকার মাদক কারবারিদের ব্রাউন সুগার সাপ্লাই হয় ডাবগ্রাম এলাকায়। মাঝেমধ্যেই নির্দিষ্ট একটি এলাকায় এক তরুণ ও তরুণী স্কুটিতে চেপে এসে ব্রাউন সুগার হাতবদল করে চম্পট দেয়।'

### বীতশ্রদ্ধ প্রতুল

ফুলেশ্বরী বাজার সংলগ্ন এলাকায় বিস্তীর্ণ রেললাইনজুড়ে যে মাদকের কারবার চলছে তা অজানা নয় স্থানীয় কাউন্সিলার প্রতুল চক্রবর্তীর। তিনি বলেন, 'এই ঘটনায় আমরা রীতিমতো বীতশ্রদ্ধ। একসময় আমরা অভিযান চালিয়েছিলাম। মাঝেমধ্যে পুলিশও হানা দেয়। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি। আমরা ফের পুলিশের দ্বারস্থ হব।'

### ড্রাগসের আঁতুড়

অন্যদিকে ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'ওই এলাকা ড্রাগসের আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। পুলিশ কঠোর হলে ব্রাউন সুগারের মতো সর্বনাশা মাদক এভাবে বিক্রি হতে পারত না। এর পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসকদলের মদত রয়েছে তা প্রমাণিত।' এদিকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

- ফুলেশ্বরী বাজার সংলগ্ন রেললাইনে মাদকের খোঁজ করলে শাগরেদদের দেখা মিলবে
- এক পুরিয়ার দাম কত পড়বে, কোথায় যেতে হবে তা এই শাগরেদরা জানিয়ে দেবে
- দীর্ঘদিন ধরেই সবার জ্ঞাতসারে রেললাইনজুড়ে ব্রাউন সুগারের কারবার চলছে

**এই ঘটনায় আমরা রীতিমতো বীতশ্রদ্ধ। একসময় আমরা অভিযান চালিয়েছিলাম। মাঝেমধ্যে পুলিশও হানা দেয়। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতির কোনও বদল হয়নি। আমরা ফের পুলিশের দ্বারস্থ হব।**

**-প্রতুল চক্রবর্তী**

### আজ শহরে

- শিলিগুড়ি ঋত্বিকের আয়োজনে দীনবন্ধু মঞ্চে নাট্যোৎসবে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় প্রথম নাটক কোচবিহার কম্পাসের প্রযোজনা 'কোর্ট মার্শাল' এবং পরের নাটক ঋত্বিক প্রযোজনা 'অনপেক্ষিত'।

## ধর্মঘটের প্রচার

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** স্কুলে স্কুলে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার করল এবিটিএ। বকেয়া ডিএ সহ একাধিক দাবি নিয়ে ১৩ মার্চ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (এবিটিএ)। সেই সমর্থনে সোমবার শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, বাগডোগরা, নকশালবাড়ি এলাকায় বিভিন্ন স্কুলে প্রচার কর্মসূচি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু।

# যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ধৃত বৃদ্ধ

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** বছর সত্তরের এক বৃদ্ধকে দেখে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। বিপদে-আপদে সবসময় পাশে থাকার কথা বলায় ভরসাও ছিল তাঁর ওপর। তবে সেই বৃদ্ধ এমন কাণ্ড ঘটাবেন, তা ভাবতেই পারছেন না তরুণী। বাড়িতে যাওয়া-আসার সুযোগ নিয়ে ওই তরুণীর ষোলো বছরের বোনকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে ওই বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে প্রধাননগর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দেবরাজ গুরুং নামে ওই বৃদ্ধকে। লেবংয়ে তাঁর বাড়ি থাকলেও গত কয়েকমাস ধরে তিনি প্রধাননগর থানা এলাকায় থাকছিলেন।

সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণী ও তাঁর বোন পড়াশোনার সূত্রে প্রধাননগর থানা এলাকার একটি বাড়িতে থাকেন। গত ছয় মাসের বেশি সময় ধরে ওই এলাকারই একটি বাড়িতে থাকছিলেন দেবরাজ। একই এলাকায় থাকায় যাওয়া-আসার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ওই তরুণী ও তাঁর বোনের সঙ্গে পরিচিত হন ওই বৃদ্ধ।

পরিবারের অভিযোগ, বিভিন্ন সময় ওই কিশোরীকে টাকার প্রলোভনও দিয়েছেন ওই বৃদ্ধ। যদিও ব্যাপারটা প্রথমদিকে, সাধারণ ভেবেছিলেন ওই তরুণী। গত শনিবার রাতে পুরো পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। তরুণীর অভিযোগ, রাতের দিকে আচমকা ওই বৃদ্ধ ঘরে ঢুকে বোনকে যৌন হেনস্তা করেন। বিষয়টা নজরে আসার পরেই ওই তরুণী তাঁকে ধরতে গেলে তিনি পালিয়ে যান। পরে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

## কদর কমেছে পবিত্র

# আগুনের উপকরণের

বৈদিক পরবর্তী যুগের বৃহজ্জবাল উপনিষদে ঘুঁটে তৈরির পন্থা সম্পর্কে বলা আছে। বৈদিক যুগের পবিত্র আগুনের এই উপকরণ এখন অপাংক্তেয়। তাই তিন-চার দশকের ঘুঁটে বিক্রেতারা এখন উৎসাহ হারিয়েছেন। এখন ঘুঁটে যতটুকু কাজে লাগে তা টবের সার হিসেবে। তাও অনেকে কেনেন অনলাইনে সুদৃশ্য প্যাকেট, লিখেছেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

- আগে রান্নার কাজে ঘুঁটে ছিল সস্তার জ্বালানি, এখন বাহারি প্যাকেটে মেলে অনলাইনে
- এখন আর জ্বালানি হিসেবে কেউ ঘুঁটে কেনেন না, কেনেন গাছে দেওয়ার সার হিসেবে
- শহর সংলগ্ন কিছু চিঁড়া-মুড়ির মিল, চানাচুর ফ্যাক্টরিতে এখনও ঘুঁটের প্রয়োজন হয়

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** একসময় শিলিগুড়ি শহরে ঘুঁটের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। রান্নার কাজে কাঠ-কয়লার পাশাপাশি ঘুঁটে ছিল সস্তার একটি জ্বালানি। শহর এবং শহরতলি এলাকায় তখন অনেক বাড়িতেই থাকত গোরু-মহিষ। সেই গোরু-মহিষের গোবরের সঙ্গে খড় বা বিচালি মিশিয়ে গোল করে বা হাতে চ্যাপ্টা করে দেওয়ালে শুকোতে দেওয়া হত আবার লম্বা পাটকাঠি বা সরু বাঁশের কঞ্চির গায়েও গোবর লেপে রোদে শুকোতে দেওয়া হত।

সেই ঘুঁটে তৈরি করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন বহু মানুষ, সেইসঙ্গে বিক্রি হত এঁটেল মাটি। এই মাটি দিয়ে তৈরি হত উনুন, কলসি, কাঁচা বাড়ির দেওয়াল সহ আরও অনেককিছু।

বিভিন্ন জায়গায় পসরা সাজিয়েও বিক্রি করা হত সেসব। বংশপরম্পরাতে এই ব্যবসা চালিয়েছে অনেকেই, কিছু মানুষ এখনও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তবে এখন সেই ব্যবসা এসে ঠেকেছে তলানিতে। গ্যাসের প্রচলন হওয়ায় জ্বালানির কাজে ঘুঁটে এখন আর প্রয়োজন হয় না সেভাবে। তবে এখনও ঘুঁটের আগুনকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। যে কারণে ছটপুজোয় ঘুঁটের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

শুধু ছটপুজো কেন, বৈদিক পরবর্তী যুগের বৃহজ্জবাল উপনিষদে বলা হয়েছে, গোরুর গোবর সংগ্রহ করে তা শুকিয়ে উপলা (ঘুঁটে) তৈরি করতে হবে। সেই উপলা আগুনে দগ্ধ করে যে ছাই উৎপন্ন হবে সেটিই পবিত্র ভস্ম। মন্ত্রপাঠে সেই ভস্ম শুদ্ধ করে শরীরে মাখতে হবে। অর্থাৎ পুজোয় ঘুঁটের ব্যবহার চলে আসছে বৈদিক যুগ থেকেই। পুজো ছাড়াও এখনও গাছে দেওয়ার জৈব সার সহ আরও বেশ কিছু কাজে আজও ঘুঁটের প্রয়োজন হয়, অনেকেই কিনে নেন। যাঁদের বাজারে বা বর্ধমান রোডে গিয়ে ঘুঁটে কেনার ব্যাপারে অনীহা রয়েছে তাঁরা ঘুঁটে কেনেন অনলাইনে। তখন দাম একটু বেশি পড়ে। স্থানীয় বাজারে ঘুঁটে মেলে একটাকা বা দু'টাকা পিস। সেটাই অনলাইনে সুদৃশ্য মোড়কে প্রায় দশটাকা পিস।

প্রায় ৩০ বছর ধরে বর্ধমান রোডে একপাশে ঘুঁটে, এঁটেল মাটি, মাটির উনুন বিক্রি করছেন মমতা সাহানি। তাঁর মা-দিদাও এই কাজ করতেন, সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ বছরের ব্যবসা তাঁদের। তবে আগের সেই ব্যবসা এখন যেন তাঁর কাছে দিবাস্বপ্নের মতো। মমতা বলছিলেন, 'পাইকারিতে ঘুঁটে নিয়ে যায় অনেকে। এখন তো আর জ্বালানি হিসেবে কেউ কেনে না। গাছে দেওয়ার সার তৈরির জন্য অথবা কোনও ফ্যাক্টরির কাজের জন্য অথবা অন্য কোনও কাজের জন্য নিয়ে যায়।' তিনি জানান, কেউ কেউ এঁটেল মাটিও কেনে। একটাকা, দু'টাকায় একপিস করে ঘুঁটে মেলে।

৩০ বছর ধরে রাস্তার ধারে ঘুঁটে বিক্রি করছেন সীতারাম সাহানি, এখনও মাঝেমধ্যে ভ্যানে করে জলেশ্বরী, নরেশ মোড়ের দিকে যান ঘুঁটে বিক্রি করতে। তিনি বলছিলেন, 'ওইদিকে কিছু চিঁড়া-মুড়ির মিল, চানাচুর ফ্যাক্টরি রয়েছে যাদের এখনও ঘুঁটের প্রয়োজন হয়। ওরা আমার কাছ থেকে ঘুঁটে নেয়। যাওয়ার সময় একটু বেশি করে নিয়ে যাই যদি পথে বিক্রি হয় সেটা ভেবে, তবে তা আর হয় না। যাদের অর্ডার থাকে তাদেরই পৌঁছে দিয়ে আসি।'

আরও এক বিক্রেতা পুনাদেবী বলেন, 'এখন তো বিক্রিই নেই। গোবর সার, মাটির উনুন, ঘুঁটে, এঁটেল মাটি এসবই বিক্রি করি। একসময় প্রচুর বিক্রি হত। তবে এখন মানুষের পাকা বাড়ি, সকলের বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা রয়েছে তাই এসবের বিক্রি প্রায় নেই-ই। হোলির আগে হোলিকা দহনের জন্য কিছুটা বিক্রি হয়েছিল, কিছু পুজোর জন্য ঘুঁটে দিয়ে মালা তৈরি করে দেওয়ার অর্ডার আসে। ছটপুজোর সময় প্রয়োজন হয়। উনুন তৈরির জন্য কেউ এঁটেল মাটি নেয়। এভাবেই এখনও ব্যবসাটা টিকে আছে।'

তেলিপাড়ার এক বাসিন্দা সুধা সরকার বলছিলেন, 'আমি মাঝেমধ্যে এঁটেল মাটি কিনি। উনুনে পিঠেপুলি তৈরি করি, চিঁড়ে-মুড়ি ভাজি। তাই উনুন তৈরি, উনুন লেপার জন্য মাটির প্রয়োজন হয়। তবে কাঠ জ্বালিয়েই করি। ঘুঁটের খুব একটা প্রয়োজন হয় না।

একসময় বাগরাকোট, জাবরাভিটা, মাটিগাড়া সহ শহরের বিভিন্ন জায়গার মানুষের অন্যতম পেশা ছিল এটি। এখন সেই পেশা বিলুপ্তির পথে। জাবরাভিটার ভবেশ রায় বলছিলেন, বাবা-মা, ঠাকুরদা সবাই তো এই পেশায় ছিলেন। আমিও শুরুর দিকে করেছি তবে প্রায় ১৫ বছর আগেই ওই পেশা ছেড়ে দিয়েছি। তখনই এই পেশার ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত তা আঁচ করেছিলাম।

### বাস ছাড়তে বিলম্ব, রুষ্ট যাত্রীরা

# টার্মিনাসে অবরোধ আন্দোলনে ধুন্ধুমার

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** অস্থায়ী কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির দাবিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে। সোমবার নিগমের বাম শ্রমিক সংগঠনের তরফে টার্মিনাসের মূল গেট অবরোধ করে আন্দোলন শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর টার্মিনাসের ওসি সমীর সরকার ওই আন্দোলন সরাতে এলেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কারণ সমীর সরকার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকও।

তিনি বাম শ্রমিক নেতা তুফান ভট্টাচার্যের হাত ধরে টেনে ওঠাতে গেলে সমীরের সঙ্গে তুফান বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। সমীরের বক্তব্য, 'আমি অনুরোধ করতেই তুফানের হাত ধরেছিলাম। টেনে সরানোর কোনও ব্যাপার ছিল না। আমরা তো সব একই সংস্থার কর্মী। ওঁর হাত ধরার পরেই এক দাদা এসে অনুরোধ করেন, পাঁচ মিনিট তাঁরা বসতে চান। পাঁচ মিনিট হওয়ার পর তাঁরা নিজেরাই গেট ছেড়ে দিয়েছেন।'

তাঁর আরও বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী ধর্মঘটের বিরুদ্ধে। চাক্কা জ্যাম যাতে না করা হয়, সে কারণেই আমি ওঁদের সরতে বলেছিলাম। ওঁরা সরে গিয়েছেন। এর বাইরে আর কিছু হয়নি।' নিগমের অন্দরে অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে বেতনবৃদ্ধির দাবিকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সরকারি তরফে অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে চালকদের বেতন বাড়ানো হলেও কনডাক্টর ও মেকানিকদের বেতনবৃদ্ধি না হওয়ায় অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

তুফানের কথায়, 'আমরা পঁচিশ মিনিট ধরে মূল গেট বন্ধ রেখে আন্দোলন করেছি। এরপর যাত্রীদের পরিষেবার কথা মাথায় রেখে গেট ছেড়ে একপাশে প্রায় ঘণ্টা তিনেক আন্দোলন করেছি।' এদিকে এদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশাল দাস নামের এক যাত্রীর কথায়, 'টার্মিনাসে এই পরিস্থিতি ভাবাই যায় না। গেটের মুখে বসে পড়ায় বাস ছাড়তেও কিছুটা সমস্যা হয়।' নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের বক্তব্য, 'কর্মীদের দুঃখকষ্ট রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও যাত্রীদের পরিষেবা দেওয়াটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। পরিষেবা না দিয়ে কোনও আন্দোলন করাটা সমর্থনযোগ্য নয়। আমি আগাম ওঁদের বলেছিলাম, গেট আটকে আন্দোলন না করার জন্য।'

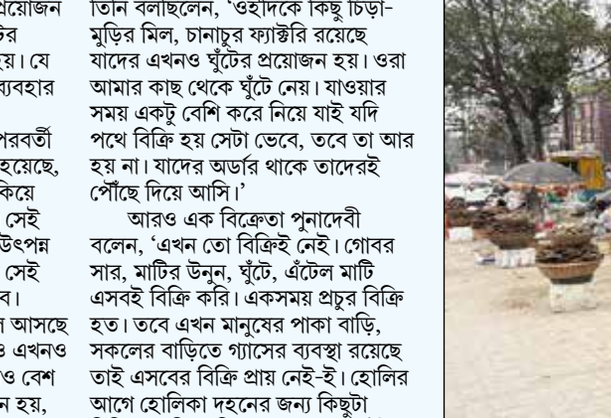

*এনবিএসটিসি বাস টার্মিনাসের গেটে আন্দোলনে বাম শ্রমিকরা।*

# ভোট দিতে গিয়ে প্রচার গৌতমের

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার সেরে ফেললেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সোমবার সকালে তিনি ভোট দিতে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও। দুজনেই পেশায় আইনজীবী। তাই সকাল থেকেই আদালত চত্বরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ছিলেন। সেখানেই নিজেরও প্রচার সারেন গৌতম। তবে লুকিয়ে নয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে জয়ী করার জন্যে সরাসরি পরিচিত আইনজীবীদের অনুরোধ করেন গৌতম। তাঁর কথায়, 'বার কাউন্সিলের ভোট দিতে এসে নিজের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারও করে গেলাম।'

সোমবার ছিল রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচন। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত থেকেও বেশ কয়েকজন আইনজীবী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সেখানে বাম, বিজেপি, তৃণমূল সব দলেরই আইনজীবী রয়েছেন। যেহেতু গৌতম এবং রঞ্জন শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তাই তাঁরাও এদিন ভোট দেন। সেখানেই এক সহকর্মীকে উদ্দেশ্য করে গৌতমকে বলতে শোনা যায়, 'আমি দাঁড়াচ্ছি কিন্তু এবার। জেতাতে হবে আমাকে।' ওই আইনজীবী প্রত্যুত্তরে বলেন, 'তুমি তো জিতবেই। তুমি দাঁড়াও।'

# নারী দিবস উদযাপন

**শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার শিলিগুড়ির সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ে একটি সেমিনার হয়। ইন্টারনাল কমপ্লেইন্টস কমিটি এবং ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিওলজির উদ্যোগে এই সেমিনারে বাংলাদেশ সহ ফিনল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। মূলত স্বাধিকারবোধের ওপর সার্বিক আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ সুফল বিশ্বাস, সেমিনারের কোঅর্ডিনেটর সুতপা সাহা সহ অন্যরা।

অন্যদিকে, এদিন শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি-র স্যর জেসি বোস সেমিনার হলে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ মৌশ্রী বশিষ্ঠ। তিনি নারীর জন্য সমান অধিকার এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অন্যদিকে, ছাত্রী, মহিলা ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং কর্মীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

বিশ্রামে...সোমবার মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে।

# ‘দেশের স্বার্থ সবার আগে’

## জ্বালানির উদ্বেগ নিয়ে বিবৃতি জয়শংকরের ● ওয়াক-আউট বিরোধীদের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ :** মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ পড়ল সংসদের অন্দরে। সোমবার কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল লোকসভা ও রাজ্যসভা। পশ্চিম এশিয়া সংকট নিয়ে মোদি সরকারের ‘একতরফা’ বিবৃতির প্রতিবাদে এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবিতে কক্ষ ত্যাগ করলেন বিরোধীরা। এর জেরে অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে নির্ধারিত বিতর্কও শুরু করা গেল না। সব মিলিয়ে উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতির অলিন্দ।

সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই রণংদেহি মেজাজে ধরা দেয় বিরোধী শিবির। লোকসভায় রাহুল গান্ধি এবং রাজ্যসভায় মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে সংসদ ভবনের বাইরে চলে বিক্ষোভ। বিরোধীদের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে জ্বলজ্বল করছিল ঝাঁঝালো স্লোগান, ‘মধ্যপ্রাচ্য জ্বলছে, তেলের ছ্যাঁকা বাড়ছে, নীরবতা নয়, নেতৃত্ব চাই’, ‘নেতৃত্ব চাই, ভীরুতা নয়’। বিরোধীদের অভিযোগ, পশ্চিম এশিয়ায় ইজরায়েল-ইরান সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়ার উপক্রম। ইতিমধ্যেই রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে। অথচ সরকার সংসদে একটি বিবৃতি দিয়ে দায় সারতে চাইছে, যেখানে বিরোধীদের প্রশ্ন করার কোনও অধিকার থাকছে না।

এদিন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর যখন পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দিতে ওঠেন, তখনই ফেটে পড়ে বিরোধীরা। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের দাবি, ‘বিদেশমন্ত্রী এমনভাবে বিবৃতি দিয়েছেন যেখানে আমাদের ব্যাখ্যা চাওয়ার সুযোগ নেই। আমরা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পূর্ণাঙ্গ বিতর্ক চেয়েছিলাম।’ একই সুরে কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল বলেন, ‘জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা দেশের সাধারণ মানুষের হেঁশেলে



লোকসভায় বক্তব্য রাখছেন এস জয়শংকর।

আগুন লাগিয়েছে। সরকার কেন সদুত্তর দিতে ভয় পাচ্ছে?’

পালটা আক্রমণ শানিয়েছে শাসক শিবির। প্যানেল চেয়ার জগদম্বিকা পাল বিরোধীদের এই আচরণকে ‘অপরিণত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বলে তোপ দেগেছেন। তাঁর দাবি, সরকার আলোচনা করতে রাজি থাকলেও বিরোধীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

ভারত প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করে, যার সিংহভাগ আসে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি থেকে। হরমুজ প্রণালী, যেখান দিয়ে ভারতের আমদানিকৃত তেলের অর্ধেক যাতায়াত করে, সেটি এখন যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটলে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে ভারতের সাধারণ মানুষের পকেটে। পেট্রোল থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়বে হু হু করে।

> দেশের স্বার্থ আমাদের কাছে সবার আগে। আমরা এখন ৪০টির বেশি দেশ থেকে তেল কিনছি।
>
> -এস জয়শংকর

> জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা দেশের সাধারণ মানুষের হেঁশেলে আগুন লাগিয়েছে। সরকার কেন সদুত্তর দিতে ভয় পাচ্ছে?
>
> -কেসি বেণুগোপাল

এছাড়াও পশ্চিম এশিয়ায় প্রায় লক্ষ লক্ষ ভারতীয় কর্মরত, যাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রীর আশ্বাস, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। ভারতের কৌশলগত তেল ভাণ্ডার আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য তৈরি। বিদেশমন্ত্রীর কথায়, ‘দেশের স্বার্থ আমাদের কাছে সবার আগে। আমরা এখন ৪০টির বেশি দেশ থেকে তেল কিনছি, তাই কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর নির্ভরতা কমেছে।’ তবে তিনি স্বীকার করেন, ‘পশ্চিম এশিয়া ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাড়তে থাকা সংঘাতের জেরে সরবরাহ শৃঙ্খলে কোপ পড়ার পাশাপাশি অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। ভারতের জন্য যা যথেষ্ট উদ্বেগের।’

বিরোধীদের পালটা প্রশ্ন, যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে কেন বাজারের অস্থিরতা কমছে না? কেন সাধারণ মানুষকে অগ্নিমূল্য গ্যাসে রান্না করতে হচ্ছে? মঙ্গলবার লোকসভায় ফের এই নিয়ে বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একদিকে যুদ্ধের দামামা, অন্যদিকে সংসদের অচলাবস্থা, সাধারণ মানুষ এখন তাকিয়ে দিল্লির দিকে। শেষপর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের আগুনের আঁচ থেকে ভারতের অর্থনীতি কতটা রক্ষা পাবে, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েই যাচ্ছে।

## ঢাকার নয়া দোসর চিন, নিশানায় তিস্তা

**এএইচ ঋদ্ধিমান**

**ঢাকা, ৯ মার্চ :** নয়াদিল্লির চরম অস্বস্তি বাড়িয়ে এবার সরাসরি উত্তরবঙ্গের একেবারে নাকের ডগায় থাবা বসাতে চলেছে বেজিং! ভারতের দীর্ঘদিনের ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগ এবং জাতীয় নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করেই, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বহুচর্চিত ‘তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা ও বাঁধ নির্মাণ’ প্রকল্পে বিপুল বিনিয়োগের প্রকাশ্য আগ্রহ জানাল চিন।

সোমবার ঢাকায় বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন চিনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়ান। বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের স্পষ্ট জানান, বহুল চর্চিত তিস্তা প্রকল্প এখন বেজিং ও ঢাকা— উভয়েরই অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। এই প্রকল্পে চিনা বিনিয়োগ নিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে এবং দ্রুত কাজ এগোবে বলেও আশাবাদী তিনি।

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলের মতে, এই খবর ভারতের কাছে রীতিমতো অশনিসংকেত। ভারতের অতি-গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডোর বা ‘চিকেনস নেক’-এর খুব কাছেই এই তিস্তা ব্যারেজ এলাকা। ভারতের ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলতে সেখানে চিনা ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীদের অবাধ বিচরণ নয়াদিল্লির কাছে এক মারাত্মক জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি। এমনিতেই তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে ঢাকা-দিল্লির দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন রয়েছে। সেই ঘোলা জলে মাছ ধরতেই এবার সুকৌশলে আসরে নেমেছে শি জিনপিংয়ের দেশ।

শুধু তিস্তাই নয়, বাংলাদেশের জ্বালানি এবং পরিকাঠামো খাতেও বিপুল বিনিয়োগে নজর রয়েছে ড্রাগনের। চিনা রাষ্ট্রদূত এদিন জানান, বাংলাদেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই চারটি চিনা কোম্পানি প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর ফলে পদ্মাপাড়ে প্রায় ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি তাঁর। চিনা রাষ্ট্রদূতের এই বার্তার পর বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আমির খসরুও বিদেশি বিনিয়োগের এই ‘ইতিবাচক’ ধারা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সব মিলিয়ে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের পর বর্তমান সরকারের সঙ্গে বেজিংয়ের এই গদগদ সম্পর্ক এবং সোজা তিস্তায় চিনা অনুপ্রবেশ— ভারতের কৌশলগত নিরাপত্তার জন্য যে এক বড়সড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

## জ্ঞানেশের ইমপিচমেন্ট

# এককাট্টা ‘ইন্ডিয়া’

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ :** ভোটার তালিকা থেকে নাম ছাঁটাই বা এসআইআর (SIR) ইস্যুতে এবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তৃণমূলের সংঘাত ছুঁল এক নজিরবিহীন উচ্চতা। খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পদচ্যুত করতে এবার সংসদে 'ইমপিচমেন্ট' প্রস্তাব আনার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে চলেছে ঘাসফুল শিবির। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মেগা-রণকৌশলে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে জ্ঞানেশ-হঠাও লড়াইয়ে তৃণমূলের পাশে মজবুত ঢাল হয়ে দাঁড়াল গোটা ‘ইন্ডিয়া’ জোট।

সোমবার সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হতেই বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা মেগা-বৈঠকে এই প্রস্তাব তোলেন লোকসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়। তিনি স্পষ্ট জানান, বাংলায় এসআইআর-এর নামে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার আজ বিপন্ন। এই অবিচারের বিরুদ্ধেই টানা চারদিন ধরে ধর্মতলার রাস্তায় ধর্নায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শতাব্দীর এই ঝাঁঝালো সওয়ালের পরই জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্তে নীতিগত সিলমোহর দেয় বিরোধী জোট। সূত্রের খবর, আগামী দু’এক দিনের মধ্যেই প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করে সাংসদদের সই সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

সংবিধানের ৩২৪(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মতোই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরাতে গেলে সংসদের



দুই কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা প্রয়োজন। লোকসভায় ১০০ জন বা রাজ্যসভায় ৫০ জন সাংসদের সই লাগে এই প্রস্তাব আনতে। মোদি সরকারের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে এই প্রস্তাব পাশ হওয়া যে কার্যত অসম্ভব, তা বিলক্ষণ জানে বিরোধী শিবির। তবুও এই লড়াই নিছক সংখ্যার নয়, বরং নৈতিকতার।

নোটিস খারিজ হলেও, কমিশন-প্রধানের বিরুদ্ধে 'স্বেচ্ছাচারিতা' ও 'পক্ষপাতিত্বের' এই গুরুতর অভিযোগটি অন্তত সংসদের কার্যবিবরণীতে চিরকালের মতো নথিভুক্ত হয়ে যাবে। রাজনৈতিক শিবিরের মতে, ভোটের আগে দিল্লির ওপর চাপ বাড়াতে এটাই তৃণমূলের আসল মাস্টারস্ট্রোক।

এদিকে, তৃণমূলের এই রণমূর্তির মাঝেই এদিন এসআইআর ইস্যুতে লোকসভায় সৌগত রায় এবং রাজ্যসভায় সাকেত গোখলে ও মমতাবালা ঠাকুর মুলতুবি প্রস্তাব আনলেও তা খারিজ হয়ে যায়। প্রতিবাদে রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেন তৃণমূল সাংসদরা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে চলতি অধিবেশনেই এই প্রস্তাবের নোটিশ জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে জোড়াফুল শিবির।

তবে ঘাসফুল শিবিরের এই মেগা-উদ্যোগকে কার্যত ফুৎকারে উড়িয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির।

প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সোজা বাউন্সার, ‘ইমপিচমেন্ট কি ছেলেখেলা নাকি যে যখন-তখন নিয়ে আসা যায়? এদের কি সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে? আসলে এরা বুঝতে পারছে এবার খোদ ভবানীপুরের মতো জায়গাতেও হেরে যাবে। তাই এই সব ছেলেমানুষী করছে।’

## ঘাতকদের ফেরাতে সক্রিয় বাংলাদেশ

**ঢাকা, ৯ মার্চ :** ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র তথা তরুণ ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদি খুনের তদন্তে এবার নয়া মোড়! এপার বাংলার বনগাঁ থেকে এসটিএফের জালে ধরা পড়া দুই কুখ্যাত ঘাতককে এবার নিজেদের দেশে ফেরাতে মরিয়া বাংলাদেশ। এই জোড়া খুনিকে হাতে পেতে সরাসরি নয়াদিল্লির কাছে কূটনৈতিক স্তরে দরবার শুরু করল ঢাকা।

সোমবার ঢাকার পুলিশ সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত আইজিপি আলি হোসেন ফকির স্পষ্ট জানান, ধৃত ফয়সাল করিম মাসুদ ও আলমগীর হোসেনকে দেশে ফেরাতে ইতিমধ্যেই সাউথ ব্লকের সঙ্গে কূটনৈতিক চ্যানেলে জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। গত ১২ ডিসেম্বর জুম্মার নমাজের পর ঢাকার রাস্তায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে হাদির মাথায় গুলি করে এই দুই শার্প শুটার। পরে সিঙ্গাপুরে মৃত্যু হয় হাদির।

এসটিএফের জেরায় খুনের কথা ইতিমধ্যেই কবুল করেছে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এপারে গা-ঢাকা দেওয়া এই দুই ঘাতক। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই হাই-প্রোফাইল খুনিদের ঢাকা নিজেদের হেফাজতে পেলে, হাদি হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা বড়সড় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস হওয়া এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।



সাঙ্গ ভোট... নতুন পার্লামেন্ট ভবনের সংস্কার জোরকদমে। সোমবার কাঠমাণ্ডুতে।

# তেহরানের মসনদে খামেনেই-পুত্র

## সাদা ফসফরাসে ‘শুভেচ্ছা’ ইজরায়েলের

**তেহরান ও দুবাই, ৯ মার্চ :** মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে এখন শুধু বারুদের গন্ধ আর কালো ধোঁয়া। ধ্বংস আর রক্তপাতের মহাপ্রলয়ের মাঝেই সোমবার ইরানের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। প্রয়াত আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের দ্বিতীয় পুত্র মোজতবা খামেনেইকে দেশের পরবর্তী ‘সর্বোচ্চ নেতা’ হিসেবে বেছে নিল সে দেশের ‘অ্যাসেম্বলি অফ এক্সপার্টস’। কিন্তু এই রাজ্যাভিষেক সুখের হলো না, সিংহাসনে বসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রের গর্জনে কেঁপে উঠল তেহরান।

মোজতবার অভিষেক ঘিরেই ঘনিয়েছে রহস্য। ইহুদি সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি খামেনেইয়ের বাসভবনে মার্কিন-ইজরায়েলি যৌথ হামলায় মোজতবা গুরুতর জখম হয়েছেন। খোদ ইরানের সরকারি প্রচারমাধ্যম তাঁকে ‘জানবাজ’ (শত্রুর আঘাতে আহত যোদ্ধা) বলে তকমা দেওয়ায় তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। একদিকে যখন তেহরানের রাস্তায় সমর্থকরা উৎসবে মেতেছেন, ঠিক তখনই ইজরায়েলি বায়ুসেনার ঝাঁক ঝাঁক বোমা আছড়ে পড়ছে বসতি এলাকায়। গত এক সপ্তাহের মধ্যে এটাই ইরানের রাজধানীতে হওয়া সবথেকে বড় হামলা।

এই যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের পকেটে। ২০২২ সালের পর এই প্রথম বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে।



ইজরায়েলি হানায় তেহরানের ৩০টি তেলের ডিপো এখন ধ্বংসস্তূপ। ড্রোন চিত্রে দেখা যাচ্ছে, তেহরানের রাস্তায় আক্ষরিক অর্থেই আগুনের নদী বইছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য নতুন বিতর্ক উসকে দিয়েছে। ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, ‘বিশ্বশান্তির জন্য তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি সামান্য ত্যাগের শামিল।’ তাঁর সাফ হুঁশিয়ারি, মোজতবা খামেনেই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নন এবং মার্কিন অনুমোদন ছাড়া ইরানের মসনদে কেউ টিকতে পারবে না।

যুদ্ধের নৃশংসতা লেবানন সীমান্তকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’-এর অভিযোগ, দক্ষিণ লেবাননে সাধারণ মানুষের ওপর নিষিদ্ধ ‘সাদা ফসফরাস’ বোমা ব্যবহার করছে ইজরায়েল। এই ভয়াবহ রাসায়নিক মানুষের হাড় পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, গত ১০ দিনের হামলায় ১২৫৫ জন নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন, যার মধ্যে ২০০ জনই শিশু। তেলের ডিপো জ্বলার ফলে তেহরানের আকাশে এখন বিষাক্ত অ্যাসিড বৃষ্টির ভ্রুকুটি।

মোজতবার ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে বিশ্ব এখন দুই ভাগে বিভক্ত। ট্রাম্প যখন রক্তচক্ষু দেখাচ্ছেন, তখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ক্রেমলিন থেকে উষ্ণ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন মোজতবাকে। অন্যদিকে, কাতার এই যুদ্ধ পরিস্থিতিকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ বলে উল্লেখ করেছে। খামেনেই-পুত্রের হাত ধরে ইরান কি ঘুরে দাঁড়াবে, নাকি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সলতে পাকাবে—সেই আশঙ্কায় কাঁপছে বিশ্ব অর্থনীতি।

## জ্বালানির জ্বালায় ছুটি পদ্মাপাড়ে

**ঢাকা, ৯ মার্চ :** মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে চরম জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবিলায় বাংলাদেশে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আগাম বন্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার থেকে ইদুলফিতরের ছুটি এগিয়ে আনা হচ্ছে। আবাসিক হল, ক্লাসরুম ও ল্যাবরেটরিতে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রণ করে জ্বালানি সাশ্রয় করাতে এই জরুরি পদক্ষেপ।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশ তাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানির ৯৫ শতাংশ আমদানির ওপর নির্ভরশীল। তীব্র গ্যাস সংকটের কারণে দেশের পাঁচটি সরকারি সার কারখানার মধ্যে চারটির উৎপাদন বন্ধ রেখে সেই গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশি পাঠ্যক্রমের স্কুল ও কোচিং সেন্টারগুলিকেও তাদের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে চড়া দামে এলএনজি আমদানির পাশাপাশি জ্বালানি তেল বিক্রিতেও বিশেষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। জ্বালানি মন্ত্রক শক্তি সংকটের সময়ে সরবরাহ ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে।

## হল না অনাস্থা বিতর্ক

**নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ :** ইরান-ইজরায়েল সংঘাত ইস্যুতে বারবার সংসদের দুই কক্ষ মুলতুবি হয়ে যায় এদিন। তার জেরে সোমবার লোকসভায় স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব পেশ হল না লোকসভায়। ভারপ্রাপ্ত স্পিকার জগদম্বিকা পাল বিরোধীদের আচরণকে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বলে নিন্দা করে জানান, সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিল। কংগ্রেস, সপা ও তৃণমূল সহ ১২০ জন সাংসদ নোটিশে সই করেছেন। এর আগে মাত্র তিনবার এমন প্রস্তাব আনা হলেও তা প্রতিবারই খারিজ হয়ে যায়।

## বেতনে ‘না’

**নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ :** নিজেদের বেতন ও ভাতা বাড়ানোর প্রশ্নে সংসদে হামেশাই সব দলকে এককাট্টা হতে দেখা যায়। চেনা স্রোতের বিপরীতে হেঁটে বেনজির দৃষ্টান্ত গড়লেন ১৮তম লোকসভার মাত্র দু’জন সাংসদ! আরটিআই রিপোর্ট অনুযায়ী, ৫৪৩ জন সাংসদের মধ্যে কেবল এই দু’জনই তাঁদের সরকারি বেতন নেন না। তাঁরা হলেন হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের বিজেপি সাংসদ নবীন জিন্দল এবং মণিপুরের (ইনার) কংগ্রেস সাংসদ ডঃ বিমল আকোইজাম। এই দুই সাংসদ আর্থিক দিক থেকে ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। জিন্দল ১২৪১ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক, যিনি বেতনের পাশাপাশি কোনও সরকারি ভাতাও নেন না! অন্যদিকে, বিমলের সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ৯৭ লক্ষ টাকা। অথচ, সংসদের সবচেয়ে ধনী সাংসদ চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি (৫৭০৫ কোটি) বা কোন্ডা রেড্ডির মতো হাজার হাজার কোটির মালিকরা সরকারি বেতন পকেটে পুরছেন!

# এক দেশ এক ভোট নিয়ে কৌশলী কেন্দ্র

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ :** বারবার ভোট, বারবার আদর্শ আচরণবিধি আর তাতেই থমকে যাচ্ছে উন্নয়নের চাকা। এই চক্কর থেকে মুক্তি পেতে এবার ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ ইস্যুতে কোমর বেঁধে নামল কেন্দ্র। সোমবার দিল্লিতে যৌথ সংসদীয় কমিটির হাই-ভোল্টেজ বৈঠকে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—এবার দলাদলি ছেড়ে দেশের কথা ভাবার সময় এসেছে।

কমিটির চেয়ারম্যান পি. পি. চৌধুরীর উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠকে আজাদ সপাটে সওয়াল করেন। তাঁর যুক্তি, বারবার নির্বাচন মানেই বিপুল অর্থের শ্রাদ্ধ আর প্রশাসনিক শক্তির অপচয়। বদলে সারা দেশে যদি একটাই ভোটার তালিকা থাকে এবং লোকসভা-বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হয়, তবেই দেশ উন্নয়নের আসল স্বাদ পাবে। সূত্রের খবর, বৈঠকে বিরোধীদের একাংশের মনে থাকা নানা সংশয়ও দূর করেছেন তিনি। তাঁর মতে, এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে এটি দেশের জন্য এক ‘উইন-উইন’ পরিস্থিতি হবে ।

এদিনের বৈঠকে শুধু রাজনীতিকরাই ছিলেন না, হাজির ছিলেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রধানরা। আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেস বা আম আদমি পার্টির সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এক সুরে ‘এক দেশ এক নির্বাচন’-এর পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁদের সাফ কথা— ঘনঘন ভোটের জেরে স্কুল-কলেজে পঠনপাঠন শিকেয় ওঠে, থমকে যায় সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের স্বার্থেই এই নির্বাচনী সার্কাস বন্ধ হওয়া দরকার।

উন্নয়নে মন দেওয়ার সুযোগ জেপিসি-র বৈঠকে আলোচনা হয়




যে, যদি পাঁচ বছর অন্তর একবারই ভোট হয়, তবে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতি বছর ভোটের প্রচারে সময় নষ্ট করতে হবে না। ফলে শাসক দল প্রশাসন চালানো ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক কাজে অনেক বেশি সময় দিতে পারবে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই প্রস্তাব কার্যকর হলে একদিকে যেমন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমবে, তেমনই কমবে কালো টাকার দাপট। তবে বিরোধীদের একটা বড় অংশ এখনও মনে করছে, এতে আঞ্চলিক দলগুলোর গুরুত্ব কমে যেতে পারে। এখন দেখার, দিল্লির এই ‘এক ভোট’ নীতি বাংলার ভোট ময়দানে কতটা প্রভাব ফেলে।

## ১৩৫২ পয়েন্ট নামল সেনসেক্স

**মুম্বই, ৯ মার্চ :** ইরানের সঙ্গে আমেরিকা-ইজরায়েলের যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ছে। যার জেরে দাম বাড়ছে জ্বালানি তেলের। সেই প্রভাব পড়ছে এদেশের শেয়ার বাজারেও। সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনেই লগ্নিকারীরা খোয়ালেন প্রায় ৮.৫ লক্ষ কোটি টাকা।

এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১৩৫২.৭৪ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৭৭৫৬৬.১৬ পয়েন্টে। লেনদেন চলাকালীন সেনসেক্স নেমে গিয়েছিল ৭৬৪২৪.৫৫ পয়েন্টে।

পরে অবশ্য সামান্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেনসেক্স।

একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৪২২.৪০ পয়েন্ট নেমে ২৪০২৮.০৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এক সময়ে নিফটি নেমে গিয়েছিল ২৩৬৯৭.৮০ পয়েন্টে। এদিন বিশ্ব বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার পেরিয়েছে।

২০২২-এর পর এই প্রথম ব্রেন্ট ক্রুড ১০০ ডলার পেরোল। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। যা আরও নীচে নামাতে পারে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটিকে।

অন্যদিকে ভারতীয় মুদ্রা টাকার দামও ডলারের তুলনায় সর্বকালীন রেকর্ড নীচে নেমেছে। এদিন এক মার্কিন ডলারের বিনিময়মূল্য রেকর্ড ৯২ টাকা ২৭ পয়সায় পৌঁছেছে।

এর পাশাপাশি বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির টানা শেয়ার বিক্রি এবং আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের পতনও এদিন শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

# মমতার ছবির পালটা ‘ফ্যাক্ট-চেক’ বিজেপির

**নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৯ মার্চ :** রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বাংলা সফরকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বনাম বিজেপির বাগযুদ্ধ সোমবার নতুন মোড় নিল। বিতর্কের কেন্দ্রে একটি ছবি এবং তা নিয়ে বিজেপির ‘ফ্যাক্ট-চেক’।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার কলকাতার ধর্নামঞ্চ থেকে ২০২৪ সালে তোলা ছবিটি সামনে এনে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিশানা করেছিলেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর তাঁর সামনে বসে আছেন প্রধানমন্ত্রী। ছবিতে বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিকেও দেখা যাচ্ছে। সেই ছবি দেখিয়ে মমতা বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী কি রাষ্ট্রপতিকে সম্মান করেন? দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর প্রধানমন্ত্রী আরাম করে চেয়ারে বসে আছেন। এই ছবিই প্রমাণ করে কার মনে শ্রদ্ধা আছে আর কার নেই।’

তৃণমূল সুপ্রিমোর অভিযোগের জবাবে বিজেপি জানিয়েছে, তৃণমূলের ‘ফেক নিউজ ফ্যাক্টরি’ একটি মর্যাদাপূর্ণ মুহূর্তকে রাজনৈতিক স্বার্থে বিকৃত করছে। ছবিটির ‘ফ্যাক্ট-চেক’ করে বিজেপি দাবি করেছে, এটি ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ লালকৃষ্ণ আদবানিকে তাঁর বাসভবনে ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ার সময়কার। সরকারি প্রোটোকল অনুযায়ী, ভারতরত্ন দেওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদান করেন এবং প্রধানমন্ত্রী সহ উপস্থিত বাকিদের সেইসময় বসে থাকতে হয়। এক্স পোস্টে রাজ্য বিজেপির তোপ, ‘এখানে কোনও শিষ্টাচার লঙ্ঘন হয়নি, বরং তৃণমূলই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।’

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বিতর্কের প্রভাব পড়তে পারে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ও উপজাতি ভোটব্যাংকে। চা-বলয় এবং তরাই-ডুয়ার্সে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী ভোটাররা বেশ কয়েকটি আসনে প্রভাবশালী। বিজেপি রাষ্ট্রপতির প্রতি ‘অসম্মান’ এবং আদিবাসী ভাবাবেগকে হাতিয়ার করে মেরুকরণের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, তৃণমূলও পালটা আক্রমণের মাধ্যমে বিজেপির এই প্রচার রুখতে চাইছে। শেষপর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সম্প্রদায় কার যুক্তিতে বেশি ভরসা রাখে, তার ওপর নির্ভর করছে আগামী নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের একাধিক বিধানসভা আসনের ভোট-ভাগ্য।

# বিশ্বজয়ের হ্যাংওভার

## আবেগঘন আলিঙ্গন

**আহমেদাবাদ, ৯ মার্চ :** মোতেরার গ্যালারিতে বসে উত্তরসূরিদের বিশ্বজয় চাক্ষুষ করলেন রোহিত শর্মা। আর ম্যাচ শেষে মাঠে নেমেই সোজা জড়িয়ে ধরলেন হেডস্যর গৌতম গম্ভীরকে। ২০২৪ সালে রোহিতের নেতৃত্বেই এসেছিল টি২০ বিশ্বকাপ। এবার কোচ গম্ভীরের মস্তিষ্কে ভর করে খেতাব ধরে রাখল ভারত। প্রাক্তন ও বর্তমান দুই মহারথীর সেই আবেগঘন আলিঙ্গনের দৃশ্যই এখন মোতেরার সেরা ফ্রেম।

## সানির নাচ

**আহমেদাবাদ, ৯ মার্চ :** মোতেরায় বিশ্বজয়ের নীল-উৎসবে শামিল হলেন খোদ সুনীল গাভাসকার। ব্রডকাস্টারের বক্সে বসে ধারাভাষ্য দেওয়ার ফাঁকেই ভারতের জয় নিশ্চিত হতে সটান মাঠে নেমে পড়েন সানি। ট্রফি জয়ের বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসে মেতে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচতে দেখা যায় এই কিংবদন্তিকে। সানি আর স্কাইয়ের সেই নাচের ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সুপারহিট।

## ধোনির কথায় লাজুক জিজি

**আহমেদাবাদ, ৯ মার্চ :** গম্ভীর মানেই গোমড়ামুখো- এই মিথ ভেঙে চুরমার। বিশ্বজয়ের পর ট্রফি হাতে হাসিমুখে পোজ দিতে দেখা যায় হেডস্যরকে। যা দেখে প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি মজা করে বলেন, 'হাসলে তোমাকে দারুণ মানায়!' মাহির এই মন্তব্যে লাজুক হেসে জিজি জানান, বিশ্বজয়ের এই আনন্দ মাপার কোনও স্কেল নেই, তাই এই হাসিটা একেবারে ভেতর থেকে এসেছে।

## কেরলে রাজকীয় অভ্যর্থনা

**তিরুবনন্তপুরম, ৯ মার্চ :** মোতেরায় মহাকাব্যিক ইনিংস খেলে টি২০ বিশ্বকাপ জেতানোর পর এবার ঘরে ফিরছেন কেরলের 'সুপারহিরো'। টুর্নামেন্টের সেরা সঞ্জু স্যামসনকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাতে কার্যত উৎসবের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে গোটা রাজ্য। বিমানবন্দর থেকে বিশাল শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই বিশ্বজয়ী তারকাকে বরণ করে নেওয়া হবে। টানা তিন নকআউটে জ্বলে ওঠা ঘরের ছেলের এই ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন ঘিরে এখন চরম উন্মাদনায় ভাসছেন কেরলের অগণিত ক্রিকেটপ্রেমী।

স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে অক্ষর প্যাটেল।

## শোয়েবের আজব দাবি

**ইসলামাবাদ, ৯ মার্চ :** ভারতের অবিশ্বাস্য দাপট কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না শোয়েব আখতার। প্রাক্তন পাক পেসারের দাবি, স্কাই-ব্রিগেডের এই একচেটিয়া আধিপত্য নাকি বিশ্ব ক্রিকেটকেই 'ধ্বংস' করে দিচ্ছে! তাঁর মতে, ভারত এখন এতটাই শক্তিশালী যে বাকি দলগুলোর জেতার কোনও সুযোগই থাকছে না। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের এমন অদ্ভুত দাবি শুনে ক্রিকেট মহলে রীতিমতো হাসির রোল উঠেছে।

বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে হার্দিক পাণ্ডিয়া।

## আমিরের মেজাজ হারানো

**করাচি, ৯ মার্চ :** ভারতের বিশ্বজয় হজম হচ্ছে না মহম্মদ আমিরের। টিভিতে বসে কিউয়িদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই প্রাক্তন পাক পেসার। কিন্তু মোতেরায় ভারতের দাপুটে জয়ের পর লাইভ শো-তেই মেজাজ হারালেন তিনি। ভারতের পারফরমেন্সের প্রশংসা তো দূর, উলটে রাগে গজগজ করতে করতে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের মুণ্ডপাত শুরু করেন আমির। তাঁর এই আচরণে চূড়ান্ত ট্রোলড হচ্ছেন তিনি। গত তিনটি ম্যাচের পূর্বাভাসে তিনটিতেই তিনি ভারত হারবে বলে পূর্বাভাস করেছিলেন এবং সবক্ষেত্রেই ভুল প্রমাণিত হয়েছেন।

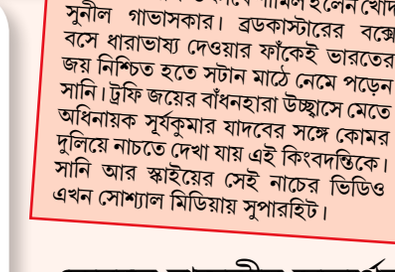

## বচ্চন-টোটকায় বিশ্বজয়

**মুম্বই, ৯ মার্চ :** অমিতাভ বচ্চনের বিশ্বাস, তিনি খেলা দেখেননি বলেই ভারত বিশ্বকাপ জিতেছে! সোশ্যাল মিডিয়ায় বিগ বি জানিয়েছেন, যখনই তিনি লাইভ ম্যাচ দেখেন, ভারতের উইকেট পড়ে। তাই মেগা ফাইনালে টিভির সামনে বসতেই সাহস পাননি তিনি। তাঁর এই টোটকাতেই যে মোতেরায় কিউয়িদের বিরুদ্ধে ভারতের শাপমুক্তি ঘটল, তা ভেবেই এখন আপ্লুত এই মেগাস্টার।

বিশ্বকাপ জয়ের পর তেরঙা জড়িয়ে উৎসব জসপ্রীত বুমরাহ, ঈশান কিষান, হার্দিক পাণ্ডিয়া, মহম্মদ সিরাজদের।

# বুমরাহ ভারতের 'জাতীয় সম্পদ'

## সঞ্জুর রূপকথা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আহমেদাবাদ, ৯ মার্চ :** টি২০ বিশ্বকাপের ঠিক আগে চরম হোঁচট। টিম কম্বিনেশনের জাঁতাকলে পড়ে প্রথম একাদশের বাইরে। ডাগআউটে বসে দলের টপ অর্ডারের টালমাটাল অবস্থা দেখাই ছিল ভবিতব্য। সেখান থেকে একেবারে টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ারের শিরোপা! সঞ্জু স্যামসনের এই যাত্রা আক্ষরিক অর্থেই এক রূপকথার প্রত্যাবর্তন। কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের মতে, এই অসাধ্যসাধনের মধ্যে দিয়েই সঞ্জুর কেরিয়ারের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল।

ইডেন গার্ডেন্স, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পর নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম- টানা তিনটি 'মরণবাঁচন' ম্যাচে দুরন্ত ইনিংসে দলের ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন তিনি। সঞ্জুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ গাভাসকার বলেছেন, 'সঞ্জু স্যামসনের জীবনের বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল। ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপের ঠিক আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জঘন্য একটা সিরিজ গিয়েছিল ওর। প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়ে। পরে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেও রান পায়নি। ফের ফিরে যায় রিজার্ভ বেঞ্চে। সেখান থেকে ওর এই উত্থান স্রেফ অবিশ্বাস্য!'

সানির মতে, ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচটিই সঞ্জুর ভাগ্য বদলে দেয়। বাকিটা শুধুই প্রত্যাবর্তনের স্পর্ধিত স্ক্রিপ্ট। গাভাসকার বলেছেন, 'সুপার এইটে প্রথম খেলে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই পরিস্থিতি বদলে যায়। সঞ্জুর দক্ষতা নিয়ে আমাদের কারও কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৯৭, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ৮৯ এবং ফাইনালে ফের ৮৯- চাপের মুখে পরপর তিনটি যে ধরনের ইনিংস ও খেলল, তা মোটেই সহজ কাজ নয়।'

> আইসিসি ট্রফিতে ভারতের ক্যাবিনেট এখন প্রায় পূর্ণ। এটা শুধু ভাগ্য দিয়ে হয় না, এর জন্য নিখাদ দক্ষতা লাগে। আইসিসি টুর্নামেন্টে প্রতিপক্ষ পুরোদস্তুর প্রস্তুত হয়ে নামে, ভুলের কোনও সুযোগ থাকে না।
>
> -সুনীল গাভাসকার

ব্যর্থতার আতঙ্ক কাটিয়ে খাদের কিনারা থেকে ফিরে পরপর তিনটি ম্যাচে এমন ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলাকেই 'স্পেশাল' বলছেন গাভাসকার। তাঁর কথায়, 'আইসিসি ট্রফিতে ভারতের ক্যাবিনেট এখন প্রায় পূর্ণ। এটা শুধু ভাগ্য দিয়ে হয় না, এর জন্য নিখাদ দক্ষতা লাগে। আইসিসি টুর্নামেন্টে প্রতিপক্ষ পুরোদস্তুর প্রস্তুত হয়ে নামে, ভুলের কোনও সুযোগ থাকে না। সেখানে পরপর ট্রফি জেতা এবং খেতাব ধরে রাখা সত্যিই বিরাট প্রাপ্তি।'

সঞ্জুর পাশাপাশি ফাইনালের সেরা জসপ্রীত বুমরাহকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন লেগস্পিনার পীযূষ চাওলা। তাঁর মতে, বুমরাহ হলেন ভারতের আসল 'জাতীয় সম্পদ'। চাওলার কথায়, 'যথার্থ অর্থেই বুমরাহ আমাদের জাতীয় সম্পদ। যে কোনও ব্যাটারের দিনটা চরম খারাপ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ও। গোটা টুর্নামেন্টে ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছে। যখনই উইকেটের প্রয়োজন পড়েছে, বুমরাহ প্রত্যাশা পূরণ করেছে। দলকে বিপদের মুখ থেকে টেনে তুলেছে। নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় এবং ভয়ংকর অস্ত্র ও-ই।'

বিশ্বজয়ের পর নিজের প্রিয় 'চিতা'-কে নিয়ে উচ্ছ্বাস গোপন করেননি বিরাট কোহলিও। ভারতীয় ক্রিকেটের 'চেজমাস্টার'-এর কথায়, যখন দলের সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল, ঠিক তখনই সঞ্জুর চওড়া ব্যাট গর্জে উঠেছে। গ্রুপ পর্বের তুলনামূলক কম চাপের ম্যাচে নয়, দল যখন প্রবল চাপের মুখে দাঁড়িয়ে, তখনই ত্রাতা হয়ে উঠেছেন সঞ্জু। সুপার এইটে দলে ফেরার পর থেকে টুর্নামেন্টের বাকিটা জুড়ে যে কার্যত 'সঞ্জু-এফেক্ট' চলল, তা অকপটে স্বীকার করে নিলেন কোহলিও।

# দুবের ধার করা ব্যাটে বাজিমাত অভিষেকের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**আহমেদাবাদ ৯ মার্চ :** ২১ বলে ৫২! ছয়টি বাউন্ডারি আর তিনটি গগনচুম্বী ছক্কা। পাওয়ার প্লে-তে সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ৯২ রান তুলে মেগা ফাইনালের ভাগ্য কার্যত একাই চূড়ান্ত করে দিয়েছিলেন তরুণ অভিষেক শর্মা।

অথচ, এই মেগা ফাইনালের আগে কুড়ির ফর্ম্যাটে বিশ্বের অন্যতম সেরা এই ব্যাটারের সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছিল না। শূন্যের হ্যাটট্রিক, অফ ফর্ম, এমনকি আচমকা অসুস্থতা- সব মিলিয়ে প্রবল হতাশার মধ্যে ছিলেন তিনি। অবশেষে মোতেরার মেগা ফাইনালেই রাজকীয় ভঙ্গিতে রানে ফিরলেন অভিষেক। গভীর রাতে ঈশান কিষানের সঙ্গে মিক্সড জোনে যখন এলেন, তখন তাঁর চোখেমুখে চূড়ান্ত স্বস্তির ছাপ। কিন্তু অনেকদিন পর এত বড় এবং বিধ্বংসী ইনিংস খেলায় আচমকাই তাঁর পায়ে ক্র্যাম্প ধরে যায়! তা দেখে পাশে বসা বন্ধু ঈশান স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ফোড়ন কাটেন, 'অনেকদিন পর রান করলি তো, তাই পেশিগুলো চমকে গিয়েছে! অনেকদিন পর রান করলে এমনই হয় রে!' বন্ধুর এমন নিখাদ রসিকতায় হো হো করে হেসে ওঠেন অভিষেকও।

কিন্তু ফাইনালে এমন বিধ্বংসী ভেলকি দেখানোর আসল টোটকাটা কী? প্রশ্ন করতেই এক দারুণ মজাদার গল্প শোনালেন অভিষেক। প্রবল মানসিক চাপে ভুগে ফাইনালের সকালে মরিয়া হয়ে তিনি নিজের ব্যাট বদলানোর সিদ্ধান্ত নেন। হাসতে হাসতে অভিষেক বলেছেন, 'রানে ফেরার জন্য সবরকম চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কাজ হচ্ছিল না। সকালে হঠাৎ মনে হল, ব্যাট বদলে দেখি! শুভমান গিল স্কোয়াডে থাকলে ওর ব্যাটই নিতাম। কিন্তু ও না থাকায় সোজা শিবম দুবের ঘরে গিয়ে ওর একটা ব্যাট নিয়ে নিই। বলতে পারেন, শিবমের ওই ধার করা ব্যাটটাই মোতেরায় আমার ভাগ্য বদলে দিল!'

> রানে ফেরার জন্য সবরকম চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কাজ হচ্ছিল না। সকালে হঠাৎ মনে হল, ব্যাট বদলে দেখি! শুভমান গিল স্কোয়াডে থাকলে ওর ব্যাটই নিতাম। কিন্তু ও না থাকায় সোজা শিবম দুবের ঘরে গিয়ে ওর একটা ব্যাট নিয়ে নিই।
>
> -অভিষেক শর্মা

প্রবল হতাশা থেকে বিশ্বজয়ের এই উত্তরণ আজকের যুবসমাজের কাছে একটা বড় শিক্ষাও বটে। মিক্সড জোন ছাড়ার আগে অভিষেক বলে গেলেন, 'জীবনে ওঠা-পড়া থাকবেই। কিন্তু এই কঠিন সময়ে নিজেকে ঠিক রাখার জন্য পরিবার ও বন্ধুদের সাপোর্ট খুব দরকার। চারপাশের সঠিক পরিবেশ মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে দেয় না। ঠিক এভাবেই, সবার ভরসাতেই আজ আমি রানে ফিরেছি।'

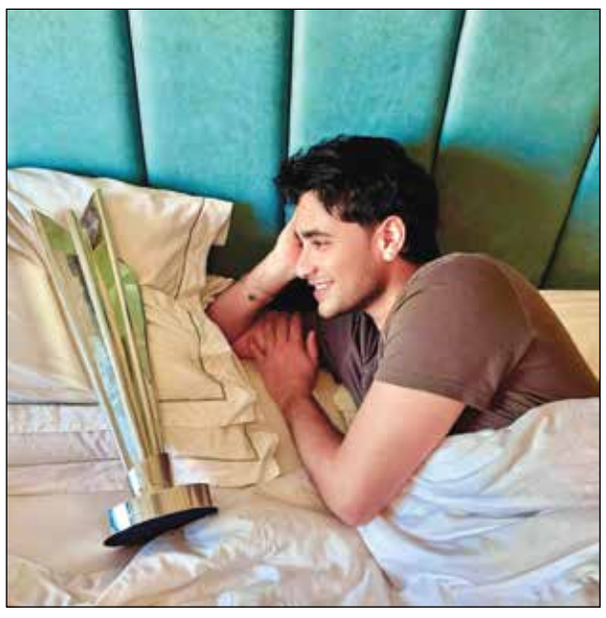

ঘুমোতে যাওয়ার সময়ও ট্রফি থেকে চোখ সরছে না অভিষেক শর্মার।

## মিক্সড জোনে দুই বন্ধুর খুনসুটি

# সদ্য প্রয়াত দিদিকে ট্রফি উৎসর্গ ঈশানের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**আহমেদাবাদ ৯ মার্চ :** খবরটা এসেছিল আচমকাই, মেগা ফাইনালের ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে। কিন্তু ব্যক্তিগত শোকের পাহাড় বুকে চেপেও জাতীয় কর্তব্যে অবিচল ছিলেন ঈশান কিষান। মোতেরার মায়াবী রাতে নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে ভারতের বিশ্বজয়ের পর, মিক্সড জোনে এসে পথ দুর্ঘটনায় সদ্যপ্রয়াত মাসতুতো দিদিকেই ট্রফি উৎসর্গ করলেন আবেগপ্রবণ ঈশান।

রবিবার রাতে ট্রফি নিয়ে সূর্যকুমার যাদব ও গৌতম গম্ভীরের প্রেস কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর, ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিষেক শর্মার সঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানেই গলা বুজে আসে তাঁর। ঈশান বলেছেন, 'দিদির সঙ্গে আমার দারুণ বন্ধুত্ব ছিল। ও সবসময় চাইত আমি দেশের হয়ে খেলি, পারফর্ম করি। আজ যখন বিশ্বকাপ জিতলাম, দিদি অনেক দূরে, না-ফেরার দেশে। এই ট্রফিটা আমি ওকেই উৎসর্গ করতে চাই।'

এই বিশ্বকাপ ঈশানের কাছে একটা স্পর্ধিত প্রত্যাবর্তনেরও মঞ্চ। একটা সময় বোর্ড-রাজনীতির জাঁতাকলে পড়ে 'অবাধ্য' তকমা জুটেছিল, বাদ পড়েছিলেন বিসিসিআই-এর কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে। সেখান থেকে ঝাড়খণ্ডের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দুরন্ত শতরান করে ফের 'বাধ্য' ছেলে হিসেবে জাতীয় দলে ফিরে আসা- গোটা আখ্যানটাই যেন সিনেমার চিত্রনাট্য। তবে এই প্রত্যাবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের একটা ফোন কল। ঈশানের কথায়, 'দল নির্বাচনের আগে আমি নিশ্চিত ছিলাম না সুযোগ পাব কি না। হঠাৎ স্কাই ভাই ফোন করে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নের কথা বলে। আমি শুধু বলেছিলাম- 'ভরোসা করোগে মুঝপর? ম্যায় তৈয়ার হুঁ! স্কাই সেই ভরসাটা রেখেছিল, আর বাকিটা তো এখন ইতিহাস।'

ফাইনালে ২৫ বলে ৫৪ রানের সেই বিধ্বংসী ইনিংস খেলার পর মোতেরার গ্যালারিতে ঈশানের বান্ধবী অদিতি হুন্ডিয়াকেও উচ্ছ্বাসে ভাসতে দেখেছে গোটা বিশ্ব। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মুখ না খুললেও, ঈশান জানালেন, 'জীবনের কঠিন সময়গুলো আমার দর্শন বদলে দিয়েছে। রোহিত ভাই, বিরাট ভাই বা মাহি ভাইয়ের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে ঠিকই, তবে ক্যাপ্টেন হিসেবে স্কাই ভাই সত্যিই একেবারে আলাদা।'

বান্ধবী অদিতি হুন্ডিয়ার সঙ্গে বিশ্বকাপ জয়ের সেলিব্রেশনে ঈশান কিষান।

টি২০ বিশ্বকাপ ট্রফি সতীর্থদের হাতে তুলে দিচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব।

# ভারতকে 'বস' মানো! তোপ পাক-লেজেন্ডদের

**লাহোর, ৯ মার্চ :** অভিশপ্ত মোতেরায় ভারতের বিশ্বজয়ের পর যখন গোটা দেশ নীল-উৎসবে ভাসছে, তখন সীমান্তের ওপারেও বইছে প্রশংসার ঝড়। ভারতের এই দাপট দেখে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের প্রাক্তনীরাও কার্যত কুর্নিশ জানাচ্ছেন স্কাই-ব্রিগেডকে। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদির মতে, এই ট্রফি ভারতেরই প্রাপ্য। এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও বার্তায় আফ্রিদি বলেছেন, 'ভারতের বেঞ্চ স্ট্রেংথ এতটাই ভয়ংকর যে, রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে যে কোনও কাউকে তুলে এনে খেলালে সে-ও অনায়াসে ম্যাচ জেতাবে। সঞ্জু স্যামসন অসাধারণ, সুযোগ পেয়েই নিজের সেন্সিবল হিটিংয়ের প্রমাণ দিয়েছে। অভিষেক শর্মা আর ঈশান কিষানও দুরন্ত। আর জসপ্রীত বুমরাহ তো এই বোলিং লাইন-আপের মেরুদণ্ড। নতুন বল, পুরোনো বল, স্লোয়ার বা ইয়র্কার- সব কিছুতেই ও বিশ্বের সেরা।'

## ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব ছাড়ো

ভারতীয় ক্রিকেটের এই দাপটের নেপথ্যে থাকা সুদৃঢ় পরিকাঠামোকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন কিংবদন্তি জাভেদ মিয়াঁদাদ। তাঁর সাফ কথা, 'যে দল সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ২৫০-এর বেশি রান তোলে, তারাই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্য। ভারতের এই সাফল্যের আসল কারণ ওদের প্রসেস-ড্রিভেন স্ট্রাকচার আর গেম-অ্যাওয়ারনেস। ওদের ড্রেসিংরুমে এখন একটা উইনিং কালচার তৈরি হয়েছে।' প্রাক্তন কিপার-ব্যাটার রশিদ লতিফ আবার ভারতের এই ধারাবাহিকতার সঙ্গে পাকিস্তানের ডামাডোলের তুলনা টেনেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভারত নিয়মিত বড় ইভেন্টের ফাইনাল খেলে, তাই ওরা চাপ সামলাতে জানে। ওদের দলে একটা স্থিরতা আছে, যেটা আমাদের দেশে নেই। আমরা শুধু ঘনঘন বদল আর অধৈর্য হয়েই সব ঘেঁটে ফেলি।'

ভারতের বন্দনার ফাঁকেই নিজেদের দেশের ক্রিকেট বোর্ডের চরম অব্যবস্থাকে ধুয়ে দিয়েছেন সিকান্দর বখত এবং মহম্মদ ওয়াসিম। সিকান্দরের তোপ, 'পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে দল গড়া আর ভুলভাল ক্যাপ্টেন্সি যতদিন না বন্ধ হচ্ছে, পাকিস্তান এভাবেই ভুগবে। অজুহাত দেওয়া এবার বন্ধ হোক।' অন্যদিকে, প্রাক্তন চিফ সিলেক্টর ওয়াসিমের চাঁছাছোলা মন্তব্য, 'ভারতের কাছে হারলেই আমরা খামোখা ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব খুঁজতে শুরু করি। এই সব ফালতু কাজ বন্ধ করে এবার মেনে নেওয়া উচিত যে, ভারতই এখন বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা দল। ওদের থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।'

# স্কাইয়ের পরবর্তী স্টেশনের নাম অলিম্পিক

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**আহমেদাবাদ, ৯ মার্চ :** ইয়ে রাত কভি না খতম হো!

কেউ পাগলের মতো নেচেই চলেছেন। কেউ আবার গায়ের নীল জার্সি খুলে হাওয়ায় ওড়াচ্ছেন। গোটা আহমেদাবাদ শহরটাই যেন লাল-নীল-সবুজ আবিরের বাঁধনহারা খেলায় মত্ত।

১৯ নভেম্বর, ২০২৩। ঠিক তিন বছর আগে এই নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের বাইরেই গোটা শহরকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম। আর আজ এই টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের রাত একদিকে যেমন শাপমোচনের, তেমনই আবেগের সুনামিতে ভেসে যাওয়ারও। যদিও এই উৎসবের সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে টিম ইন্ডিয়ার দুই ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা যখন পাওয়ার প্লে-তেই ৯২ রান তুলে দিলেন, তখন থেকেই মোতেরায় আগাম দেওয়ালির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধে গড়িয়ে রাত যত গভীর হয়েছে, আহমেদাবাদের প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি মহল্লায় উৎসবের রং ততই চড়েছে। রাত দুটো নাগাদ মোদি স্টেডিয়ামের বাইরে থিকথিকে ভিড়। ক্রিকেটপ্রেমীরা পাগলের মতো 'ভারত মাতা কী জয়' স্লোগান দিয়ে চলেছেন। অন্তত একবার যদি কোনও ক্রিকেটারের দেখা মেলে, সেই আশায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু ততক্ষণে বিশ্বজয়ী টিম ইন্ডিয়া পৌঁছে গিয়েছে তাদের বেস- ক্যাম্প তাজ স্কাইলাইন হোটেলে।

রাত আড়াইটে নাগাদ সেই হোটেলের সামনে পৌঁছে দেখা গেল, অন্তত দশ হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছেন। চলছে বিশ্বজয়ের মেগা সেলিব্রেশন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের নামে ওঠা জয়ধ্বনিতে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড়! আট থেকে আশি- সব বয়সের মানুষের প্রার্থনা, এই উৎসবের রাত যেন কখনও শেষ না হয়। মোদি স্টেডিয়ামে বিশ্বজয়ের মুহূর্ত থেকেই সেলিব্রেশনের শুরু। ট্রফি নিয়ে নাচগানা, স্টেডিয়ামের ঢিলছোড়া দূরত্বে থাকা এক মন্দিরে গভীর রাতে পুজো দিতে যাওয়া, আর আতশবাজির চোখধাঁধানো রোশনাই- সব মিলিয়ে মোতেরা তখন বর্ষবরণের রাতের সিডনি হারবার!

*ভারত টি২০ বিশ্বকাপ জিতলেই মুম্বইয়ের রাস্তায় রাতভর চলল উৎসব।*

রাত তিনটে নাগাদ তাজ স্কাইলাইনের সামনে আচমকা একটি বাস এসে থামল। নামলেন জনা তিরিশ যুবক। বরোদা থেকে সটান চলে এসেছেন শুধু ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে একবার দেখা করবেন বলে। হোটেলের নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর হতাশ হয়ে তাঁরা হোটেলের সামনের রাস্তাতেই বসে পড়লেন। উদ্দেশ্য একটাই- ভোর হোক বা সকাল, স্কাইদের একঝলক না দেখে তাঁরা ফিরবেন না।

'হাল ছেড়ো না বন্ধু!'-ঠিক এই মানসিকতা নিয়েই তো বিশ্বকাপ জিতেছেন সূর্যকুমার যাদবরা। প্রবল ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে চলা টিম ইন্ডিয়ার বিজয়-ক্যাবিনেটে এখন জ্বলজ্বল করছে আরও একটা ট্রফি।

## আহমেদাবাদে রাতজাগা উৎসব

এমন রূপকথার রাতে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে বসে ভারত অধিনায়ক স্কাই এবার শুনিয়ে দিলেন তাঁর পরবর্তী স্বপ্নের কথা। স্কাইয়ের সাফ কথা, 'বিশ্বকাপ জিতেছি, একটা বড় স্বপ্নপূরণ হয়েছে। এবার অলিম্পিকেও দেশের জন্য পদক জিততে চাই।' ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিকের আসরে ফিরছে ক্রিকেট। আর এখন স্কাইয়ের কথায়, '২০২৪ সালের ফাইনালের ওই একটা ক্যাচ আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছিল। আমার ক্রিকেট দর্শনটাই পালটে যায়।'

কোচ গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর রসায়ন নিয়ে বিস্তর নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে। স্কাই অকপটে স্বীকার করলেন, হেডস্যর ড্রেসিংরুমে ব্যাটারদের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তারই ফসল এই বিশ্বকাপ জয়।

*গুজরাটের গান্ধিনগরের কাছে আদালাজ স্টেপওয়েলে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে ফোটোশুটে সূর্যকুমার যাদব। সোমবার।*

থেকেই সেই মেগা ইভেন্ট নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

ক্রিকেটার হিসেবে স্কাইয়ের এই বিরাট বদলের শুরুটা হয়েছিল ২০২৪ সালে, বার্বাডোজের সেই মহাকাব্যিক ফাইনালে। রোহিত শর্মার সেই বিশ্বকাপ জয়ের পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ডেভিড মিলার। বাউন্ডারি লাইনে তাঁর সেই অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরেছিলেন এই সূর্যকুমারই।

অন্যদিকে, কোচ গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার এই বিশ্বজয়কে সটান উৎসর্গ করেছেন রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং মুখ্য নির্বাচক অজিত আগরকারকে। আইসিসি প্রধান জয় শা-র ভূমিকারও প্রশংসা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে।

সেইসঙ্গে ভারতীয় কোচ গোটা বিশ্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বাইরের দুনিয়া যা খুশি বলুক, তিনি তাঁর 'হাই রিস্ক' ক্রিকেট দর্শন থেকে এক চুলও সরছেন না। তাঁর দলের একজন ব্যাটার ৯৭ রানে দাঁড়িয়ে থাকলেও সেঞ্চুরির কথা ভাববেন না, পরের বলে ছক্কা হাঁকানোর কথাই ভাববেন। কারণ, গম্ভীরের অভিধানে ব্যক্তিগত মাইলস্টোন বলে কিছু নেই, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য- দলের জয় আর ট্রফি।

এই স্পর্ধিত ভাবনাই বদলে দিচ্ছে টিম ইন্ডিয়াকে। তৃতীয়বার টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের জন্য সূর্যকুমারের দলকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে।

# বেঙ্গালুরুতে ফাইনাল, উদ্বোধনী ম্যাচও

**মুম্বই, ৯ মার্চ :** টি২০ বিশ্বকাপের রেশ ফুরোবার আগেই আইপিএলের ঢাকে কাঠি। ২৮ মার্চ শুরু হচ্ছে দশ দলের মেগা লিগ। প্রথামাফিক গতবারের দুই ফাইনালিস্ট রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংস উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে। ২০২৫ আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে শুরুটা ঘরের মাঠে করার সুবিধা পাবেন বিরাট কোহলি-রজত পাতিদাররা। গত বছর আইপিএলের বিজোয়ৎসব ঘিরে ঘটে যাওয়া মমান্তিক ঘটনার জের কাটিয়ে ক্রমশ ক্রিকেটমুখী এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামও। দীর্ঘ টানাপোড়েন সরিয়ে উদ্বোধনী ম্যাচের পাশাপাশি ফাইনালও পাচ্ছে বেঙ্গালুরু। ৮৪ ম্যাচের ম্যারাথন লিগ শেষে ফাইনাল সম্ভবত অনুষ্ঠিত হবে ৩১ মে। সূত্রের খবর, সেরা চার দলকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্লে-অফ শুরু হবে ২৬ মে। ফাইনালের পাশাপাশি কোয়ালিফায়ার ১-ও হবে গার্ডেন সিটি বেঙ্গালুরুতে। বোর্ডের তরফে এখনও চূড়ান্ত ঘোষণা না হলেও এলিমিনেটর ও কোয়ালিফায়ার হওয়ার কথা যথাক্রমে আহমেদাবাদ ও রায়পুরে।

INDIAN PREMIER LEAGUE

পশ্চিমবঙ্গ ও অসম, দুই রাজ্যে প্রায় একই সময়ে বিধানসভা ভোট রয়েছে। গতবার অসমে নিজেদের কয়েকটা হোম ম্যাচ খেলেছিল রাজস্থান রয়্যালস। সম্ভাব্য সূচিতে এবারও বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার শহরে একাধিক আইপিএল ম্যাচ থাকছে। সেক্ষেত্রে দুই রাজ্যের ভোটের দিন ঘোষণার ওপর সূচির বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করবে। বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিকের জানিয়েছেন, প্রথমে ১৫ দিনের সূচি ঘোষণা করা হবে। পরবর্তী সময়ে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ দেখে চূড়ান্ত হবে লিগের বাকি সূচি।

## শ্রীলঙ্কার দায়িত্বে কার্স্টেন

**কলম্বো, ৯ মার্চ :** সনৎ জয়সূর্যর বিকল্প খুঁজে নিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের নতুন হেড কোচ হলেন গ্যারি কার্স্টেন।

২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারতীয় দলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর প্রশিক্ষণেই ২০১১-তে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় টিম ইন্ডিয়া। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের দায়িত্বও সামলেছেন কার্স্টেন। সদ্য শেষ হওয়া টি২০ বিশ্বকাপে নামিবিয়া ক্রিকেট দলের পরামর্শদাতার ভূমিকায় ছিলেন প্রাক্তন প্রোটিয়া ক্রিকেটার। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে দুই বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন কার্স্টেন। অর্থাৎ ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপকে সামনে রেখেই কাজ শুরু করবেন তিনি।

# নিউক্যাসল দুর্গ ভাঙার চ্যালেঞ্জ বার্সার

**লন্ডন, ৯ মার্চ :** লা লিগায় অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের মাঠ থেকে ৩ পয়েন্ট আনতে কালঘাম ছুটেছে বার্সেলোনার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের মাঠেও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে কাতালান জায়েন্টদের জন্য।

মঙ্গলবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোয় প্রথম লেগের ম্যাচে মাঠে নামছে বার্সেলোনা। এই মরশুমে বার্সার আক্রমণভাগ বেশ ধারালো। দ্রুত পাসিং, বলের দখল ধরে রাখা এবং দুই প্রান্ত ব্যবহার করে আক্রমণ তৈরি করে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে চায় তারা। তবে নিউক্যাসল ম্যাচে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ বার্সার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে।

### চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় আজ

**গালাতাসারে** বনাম **লিভারপুল**
রাত ১১.১৫ মিনিট

**নিউক্যাসল ইউনাইটেড** বনাম **বার্সেলোনা**
**অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ** বনাম **টটেনহাম হটস্পার**
**আটালান্টা** বনাম **বায়ার্ন মিউনিখ**
রাত ১.৩০ মিনিট

সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

কারণ ইংলিশ ক্লাবটি দ্রুত প্রতি আক্রমণে বিপজ্জনক। সেই জায়গায় বার্সা রক্ষণের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ অ্যাস্থনি গর্ডনকে থামানো। তবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী বার্সার ফের্মিন লোপেজ। তাঁর উপলব্ধি, 'শারীরিকভাবে দারুণ শক্তিশালী নিউক্যাসল। জানি ম্যাচ কঠিন হবে। আমরা চেষ্টা করব আমাদের সহজাত ফুটবল খেলার। আশা করছি ভালো কিছু করতে পারব, ম্যাচ আমরাই জিতব।' প্রথম লেগ হওয়ায় দুই দলই হয়তো কিছুটা সতর্ক হয়েই খেলবে।

একই রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে লিভারপুল খেলবে গালাতাসারের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় গালাতাসারের লড়াকু মানসিকতার কথা ফুটবলপ্রেমীদের অজানা নয়। লিভারপুলের খেলার মূল অস্ত্র মাঝমাঠে বিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে মুহূর্তের মধ্যে আক্রমণে উঠে যাওয়ার ক্ষমতা। প্রতিপক্ষের রক্ষণকে চাপে রাখতে তারা বেশ দক্ষ। উলটোদিকে গালাতাসারের একমাত্র শক্তি তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ফুটবলে। সেট পিস থেকেও তারা বিপজ্জনক হতে পারে। তাই লিভারপুল রক্ষণকে সদাসতর্ক থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, গালাতাসারে যদি ম্যাচের গতি কমিয়ে মাঝমাঠের লড়াই জমিয়ে তোলে, তাহলে লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে ইংলিশ ক্লাবটির জন্য।

*নিউক্যাসলে পৌঁছে গেলেন বার্সেলোনার পেদ্রি।*

## মোতেরায় শাস্ত্রীর 'ব্রেন ফেড'

**আহমেদাবাদ, ৯ মার্চ :** 'ধোনি ফিনিশেস ইট অফ ইন স্টাইল...' ১৫ বছর আগের সেই মহাকাব্যিক ধারাভাষ্য আজও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কানে বাজে। ২০১১ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালের সেই জাদুকর রবি শাস্ত্রীই এবার ২০২৬-এর টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে রীতিমতো ট্রোলিংয়ের শিকার হলেন।

মোতেরার গ্যালারি তখন উত্তেজনায় ফুটছে। নিউজিল্যান্ডের দশম অর্থাৎ শেষ উইকেটটি পড়তেই ভারতের টানা দু'বার বিশ্বজয় এবং ঘরের মাঠে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপ জেতার বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। এমন ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণে টিভি দর্শকদের জন্য একটা আবেগমথিত রূপকথার ধারাভাষ্য পাওনা ছিল। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে মাইক হাতে শাস্ত্রী বলে উঠলেন, 'নাইন্থ উইকেট!' দশম উইকেটের বদলে চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তে শেষ উইকেটটিকে নবম উইকেট বলে চরম ভুল করে বসলেন এই অভিজ্ঞ ধারাভাষ্যকার।

মুহূর্তের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় এই অমার্জনীয় 'ব্রেন ফেড'। যেখানে ইয়ান স্মিথ বা ইয়ান বিশপের মতো ধারাভাষ্যকাররা এমন মুহূর্তে আবেগের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটান, সেখানে শাস্ত্রীর এমন ম্যাড়ম্যাড়ে এবং ভুল ধারাভাষ্য নেটিজেনদের রীতিমতো হতাশ করেছে। অনেকেই কটাক্ষ করে লিখছেন, ম্যাচের শুরুতে টস করার সময়ই নাকি নিজের সব এনার্জি শেষ করে ফেলেছিলেন শাস্ত্রী! মোতেরায় ভারতের এই ঐতিহাসিক বিশ্বজয়ের আনন্দের মাঝেই শাস্ত্রীর এই অদ্ভুত ভুলটি দীর্ঘদিন ক্রিকেট মহলে হাসির খোরাক হয়ে থেকে যাবে।

# বিশ্বকাপ একাদশে ভারতের চার প্রতিনিধি

**দুবাই, ৯ মার্চ :** টি২০ বিশ্বকাপের শুভ সমাপন। আসমুদ্র হিমাচলের স্বপ্নপূরণ। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ। যে সাফল্যের অন্যতম চার কারিগরকে রেখে বিশ্বকাপের সেরা এগারো বেছে নিল আইসিসি। টুর্নামেন্টের সেরা সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে আইসিসি একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন ঈশান কিষান, হার্দিক পান্ডিয়া ও জসপ্রীত বুমরাহ।

পাঁচ ইনিংসে ৩২১ রান করেছেন সঞ্জু। ফাইনাল সহ শেষ তিন ম্যাচে অপরাজিত ৯৭, ৮৯, ৮৯ রান করে ট্রফির ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন। কিষান সেখানে ১৯৩.২৯ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ৩১৭ রান। সর্বোচ্চ স্কোরারদের মধ্যে চতুর্থ। পাকিস্তান-বধে তাঁর ৭৭ রান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ফাইনালেও বিস্ফোরক অর্ধশতরান। হার্দিকের সঙ্গে পুরোদস্তুর অলরাউন্ড শো। জসপ্রীত বুমরাহর পকেটে সবাধিক ১৪ উইকেট।

### অধিনায়ক মার্করাম

চার ভারতীয় ছাড়া পাকিস্তানের ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান (৩৮৩ রান), লুঙ্গি এনগিডি (১২ উইকেট) রয়েছেন। আইসিসি একাদশের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আইডেন মার্করাম (২৮৬ রান)। সেমিফাইনালে পা রাখা ইংল্যান্ড দলের উইল জ্যাকস ও আদিল রশিদও রয়েছেন এলিট টিমে। টুর্নামেন্টের জায়েন্ট কিলার জিম্বাবোয়ের দীর্ঘকায় পেসার ব্লেসিং মুজারাবানিকে রেখেছেন ইয়ান বিশপ, ইয়োন মরগ্যান সমৃদ্ধ নির্বাচক কমিটি। দ্বাদশ ব্যক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্যাডলে ভ্যান শালউইক।

**আইসিসি একাদশ ঃ সাহিবজাদা ফারহান, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), ঈশান কিষান, আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, উইল জ্যাকস, জেসন হোল্ডার, জসপ্রীত বুমরাহ, লুঙ্গি এনগিডি, আদিল রশিদ, ব্লেসিং মুজারাবানি।**

## ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিক এসি মিলানের

**মিলান, ৯ মার্চ :** মিলান ডার্বিতে এসি মিলানের আধিপত্য চলছে। রবিবার ভারতীয় সময় রাতে সিরি আ-তে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার মিলানকে ১-০ গোলে হারাল এসি মিলান। জয়সূচক গোলটি পারভিস এস্টুপিনানের। এই নিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিনটি ডার্বি জিতল এসি মিলান। এদিন চোটের জন্য ইন্টার খেলাতে পারেনি মার্কাস থুরামকে। ফিট না হওয়ায় আর্জেন্টাইন গোলমেশিন লাওটারো মার্টিনেজকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। উলটোদিকে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নেমেছিল এসি মিলান। ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে ৩৫ মিনিটে। ইউসুফ ফোফানার পাস থেকে ফিনিশ করেন এস্টুপিনান।

হারলেও সিরি আ-তে ২৮ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই থেকে গিয়েছে ইন্টার মিলান। তবে ডার্বি জিতে ইন্টারের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে এসি মিলান। ২৮ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন লুকা মডরিচরা।

# আজ 'ফাইনাল' ভারতের মেয়েদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চ :** নকআউটে যাওয়ার আগেই মঙ্গলবার কার্যত ফাইনাল খেলতে নামছেন ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল।

এবার পারথের বদলে সিডনিতে ম্যাচ। মঙ্গলবার চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে অসম্ভব চাপে ভারতের মেয়েরা। তবে একটাই আশার আলো, জাপানের কাছে ১১ গোল খাওয়ার পরও নকআউটে যাওয়ার সুযোগ থাকছে এমিলিয়া ভালভের্দের দলের কাছে। এইমুহূর্তে ভারত গ্রুপের একেবারে শেষে শূন্য পয়েন্ট এবং গোলপার্থক্যের হিসাবে। সেখানে জাপান দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। সেখানে দুই দলেরই ৩ পয়েন্ট থাকলেও চাইনিজ তাইপে দ্বিতীয় ও ভিয়েতনাম তৃতীয় স্থানে। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে হলে চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ০-২ গোলে জিততেই হবে এবং একইসঙ্গে জাপানের কাছে হারতে হবে ভিয়েতনামকে। তিন গ্রুপের প্রথম দুই দল এবং দুইটি তৃতীয় সেরা দল যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ভালভের্দে স্বীকার করে নেন, 'ভিয়েতনাম ও জাপান ম্যাচ দুটো আলাদা ছিল। এবার আমাদের দ্রুত পরিস্থিতির বদল আনতে হবে। এই ম্যাচটার গুরুত্ব সবাই বুঝতে পারছে। জানে এটা আমাদের কাছে ফাইনাল ম্যাচ। তাই প্রত্যেকে লক্ষ্যে স্থির।' দলের অন্যতম সিনিয়ার মিডফিল্ডার সিক্কি দেবীও বলছেন, 'আগের ম্যাচ (জাপান) থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি। চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে আমাদের কাছে। একটা সুযোগ এসেছে। যা আমাদের কাজে লাগাতে হবে।' শেষপর্যন্ত চাইনিজ তাইপেকে হারিয়ে ভারত শেষ আটে যেতে পারবে বলে মনে করছে না অভিজ্ঞ মহল। এবং এর জন্য যত না ফুটবলাররা, তার থেকেও বেশি দায়ী থাকবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। কারণ টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার মাত্র মাস দেড়েক আগে কেনই বা একজন বিদেশি কোচকে প্রথমে পরামর্শদাতা ও পরে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সময়ে হেডকোচ হিসাবে নিয়োগ করা হল, প্রশ্ন থাকবেই। যে ক্রিস্পিন ছেত্রী দলকে এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করালেন, তাঁকে কোচ হিসেবে রেখে দিলে কি এর থেকেও খারাপ হত? পুরুষ দলের কোচের পদ থেকে নিজের 'ইগো'র জন্য ইগর স্টিমাককে সরিয়ে যে ক্ষতি ভারতীয় ফুটবলের করেছেন কল্যাণ চৌবে এবং তাঁর সঙ্গীরা, সেই একই পথে হয়তো মহিলা দলও।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সৈকত দত্ত - কে

13.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 50B 29958 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা পুরস্কার জিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ডিয়ার লটারির জনসাধারনের মধ্যে সুনাম রয়েছে এবং এর মাধ্যমে বেশ কয়েকজন কোটিপতি তৈরি হয়েছে। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

## মিলনপল্লিকে হারাল এনআরআই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে সোমবার এনআরআই ২১৮ রানে চূর্ণ করেছে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবকে। টসে জিতে এনআরআই ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৬৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সজল ছেত্রী ৭১ ও রণদীপ দাস ৩০ রান করেন। অগ্নিভ পাল ৫৩ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে মিলনপল্লি ১৮.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ৫১ রানে আটকে যায়। দেবাদিদেব সেনের অবদান ১৬ রান। প্রণব চোধুরী ৫ ও কৌশিক দাস ৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। মঙ্গলবার খেলবে তরুণ তীর্থ ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

*ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন এনআরআইয়ের সজল ছেত্রী।*

*প্রীতি ম্যাচ শেষে অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটারদের সঙ্গে কর্মকর্তারা।*

## নারী দিবসে দাদাভাইয়ের ক্রিকেট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে জয় পেয়েছে মম'স ইলেভেন। ক্লাবের কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত উইমেন্স ইলেভেনকে হারিয়ে দিয়েছে তারা। দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী বলেছেন, 'আমরা খেয়াল করেছি ছেলেমেয়েদের কোচিং সেন্টারে পৌঁছে দিতে এসে অভিভাবকরা ঠায় বসে থাকেন। ক্রিকেটের প্রতি ওঁদের আগ্রহ দেখে নারী দিবস উপলক্ষ্যে এই ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল।'

## চ্যাম্পিয়ন শুভ্রদীপ, সঞ্জিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ :** শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শুভ্রদীপ গুহ। মহিলা বিভাগে সেরার পুরস্কার সঞ্জিতা ওরাওঁয়ের দখলে গিয়েছে। রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় এছাড়া বিভিন্ন বয়সসীমায় ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে- রাজ পাসোয়ান ও নিকিতা বড়াই (অনূর্ধ্ব-১৮), সুজয় বর্মন ও স্বস্তিকা কাপাসিয়া (অনূর্ধ্ব-১৬) এবং মোহাবাত রহাম ও অঙ্কিতা রায় (অনূর্ধ্ব-১৪)। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রায়।

## শুভদীপের ৪, পিন্টুর ৫ উইকেট

**কোচবিহার, ৯ মার্চ :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব ৪৭ রানে হারিয়েছে বয়েজ ক্লাবকে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে কল্যাণ ২৭.৩ ওভারে ১৭৫ রানে অল আউট হয়। নঈম হকের সংগ্রহ ৫৯ রান। শুভদীপ সরকার ২০ রানে ৪ উইকেট নেন। জবাবে বয়েজ ৩০.৪ ওভারে ১২৮ রানে সব উইকেট হারায়। অরিজিৎ গোস্বামী ৩০ রান করেন। ম্যাচের সেরা পিন্টু রাউতের শিকার ১৭ রানে ৫ উইকেট।

*ম্যাচের সেরা হয়ে পিন্টু রাউত। ছবি : জয়দেব দাস*